

Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

Documentation of rare Assamese books in collaboration with Assam Sahitya Sabha, Jorhat and the Ford Foundation: microfilmed and digitised in October 2006

Record No: 2006/ 52	Language of work: Assamese	
Author (s) / Editor (s): ✓ Chandradhar Boma		
Title: <i>আসাম সাহিত্য সভা পতাকািকা</i>		
Transliterated Title: Āsāma Sāhitya Sabhā Patākāikā		
Translated Title: Magazine of Assam Sahitya Sabha		
Place of Publication: Jorhat	Publisher: Assam Sahitya Sabha - Jorhat	
Year: 1928-29 (1849-50 ENK)	Edition:	
Size: 23 cms - 4+230 pages	Genre: Magazine	
Volumes: 2 - 4 issues	Condition of the original: good.	
Remarks: The magazine was 1st published in the year 1927 and has been continuing.		
Holding institute: Assam Sahitya Sabha, Jorhat	Microfilmed and digitised by: Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta, 2006.	
Microfilm Roll No:	From gate:	To gate:



চ'ত-ছেঠ, ১৮৪৯-৫০

[দ্বিতীয় বছৰ]

মুঠ সংখ্যা-৭

[তৃতীয় সংখ্যা

প্ৰাচ্য দৰ্শন ।

দৃশ্ ধাতুৰ পাচত অনট প্ৰত্যয় হৈ দৰ্শন শব্দটো নিষ্পন্ন হয় ; ই দেখা কাৰ্য্য বুজায় ; তাৰ বাহিৰেও, জ্ঞানৰ বাবাই দি দেখিবলৈ পাওঁহক, যাৰ বিষয়ে পৰিপাটিকৈ জ্ঞান কৰোঁ, তাকো বুজায়। শাস্ত্ৰতো কৈছে, “দৰ্শনং মৃণালং” সেই কাৰণেই হিন্দুৰ শাস্ত্ৰসমূহ আলোচন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বেই বৈয়াকৰণিক-সকলে বিজ্ঞানৰ্থক ধাতুৰ ভিন্ন ভিন্ন অৰ্থ আৰু তাৰ প্ৰতিপাদ্য বিষয়বিলাক বুছাই দিয়ে। কিন্তু নাস্তিক-সকলে দৃশ্ ধাতুৰ জ্ঞান অৰ্থ স্বীকাৰ নকৰে। কিছুমান গাভাতা দাৰ্শনিক পণ্ডিত্তেও এই নাস্তিকৰ মতকে সুধৰ্ন কৰা দেখা যায়। সেই বিষয়ে পাচত আলোচনা হ'ব।

বায়তীয় হিন্দুৰ সকলো শাস্ত্ৰৰ মূলত বেদ আছে। বেদে সন্মুখ্য শাস্ত্ৰৰে জন্মনী। আমাৰ আত্মিৰ আলোচ্য প্ৰথম তত্ত্বজ্ঞানপ্ৰদ ব্ৰহ্মদৰ্শনো বেদমূলক। কপিল, কনাদ, যৌক্তিক ব্যাস আদিৰ মগজুৰপৰা বিস্তাৰিত ভাবে প্ৰচাৰ হোৱাৰ পূৰ্বেৰপৰা বেদত ইয়াৰ চৰম আৰু পৰম

তত্ত্ববিলাক অক্ষুট ভাবে অশচ সৰ্বতোমুখী স্বল্প উপদেশা-কাৰে নিহিত আছে ; তাৰ বাহিৰেও, ছান্দোগ্য, তৈত্তিৰীয়া আদি উপনিষদবিলাকতেই দৰ্শন শাস্ত্ৰৰ আলোচ্য বিষয় বিলাকৰ উল্লেখ আছে। দৰ্শন শাস্ত্ৰৰ বিস্তাৰিত ভাবে আলোচিত পৰব্ৰহ্ম, যে দৃশ্যমান পদাৰ্গ মাত্ৰবেই আদি দাবণ, এই কথা বহু পূৰ্বেই ছান্দোগ্য উপনিষদে স্বীকাৰ কৰিছে, আৰু প্ৰচাৰ কৰি গৈছে—“সৎ এব সোমোদ মগ্ৰ আসীৎ।” মুঠৰ ওপৰত যি আধ্যাত্মিক জ্ঞান লৈ দৰ্শন শাস্ত্ৰই জীৱৰ ছুখ নিবৃদ্ধি কৰাত ব্যস্ত, আৰু লগে লগে চিৰন্ত্ৰণ চিৰশান্তি বিচাৰ কৰাত আত্মহাৰা, সেই আলৌকিক জ্ঞানবাশি বেদ উপনিষদ আদিত্তেই বিকাশমান। গতিকে আমি এই স্থলতে ভাবি চাব লগা হ'ল, এই বেদনিহিত জ্ঞানবাশি কি উদ্দেশ্যে কোন অৱস্থাত ব্ৰহ্মদৰ্শন ৰূপে পৰিণত হৈ জগতৰ চৌপাশে জ্ঞানৰ বিজয় ছুদ্ৰুতি ৰজাই থলক লগাইছিল। যেতিয়া জ্ঞানী জীৱৰ পৰম লক্ষ্য বিষয়ত বাধা জন্মাবলৈ শাস্ত্ৰৰ ভীষণ আক্ৰমণ আৰম্ভ হয়, তেতিয়া সেই জ্ঞানী আৰু

শায়রীতে সুন্দর আশ্রয়শক্তি নিরোধ করি, তেওঁর ভীষণ শব্দে প্রভাবপত্রা নিরোধ অমৃত বক্ষা করিব নিমিত্তে চেষ্টা করে। এয়ে উচ্চ জ্ঞানীর বিশেষত্ব। এই বিশেষত্ব বক্ষা করিব পারিছিল আক পাখিছে বুলিয়েই আজি এই তুচ্ছিনতা হিন্দুর আশ্রয় ক্ষমক ভাবে আছে। ইন্দ্রবজ্র সম্বন্ধার্থী মিনিনা সেরস্তাবকভাবে লীলাব বস্ত্র অম্বাবাই এই অস্বাভাবিকভেদ ভাবতব এদিন এনে অস্ত্রা হাছল, যে নাতিকরবারীর "কল কল্পা যুতা পিৎবে নমুর্গো নাপরগো বা নৈমাতা পারলৌকিক", অর্থাৎ স্বর্ণ নাই অপর্য নাই আক জীবর জ্ঞানান্তবে নাই, গতিকে দ্বন্দ্ব করিও যুত পান কবী ইত্যাদি বসে মতবিশায়ে।

মাগধর অস্বতর বিপবীত তার জ্ঞানাই দি চিৎবরণ চিৎব শান্তির বাধা জ্ঞানাইছিল। কলত শান্ত শিষ্ট দেশপালীর যাব, যজ্ঞ, উগাদনা আদিলৈ পত্রতা হইলৈ ধরিলে; সংচক্র পদমতর জ্ঞানোন্নয়ন মন নোবোহা হল, কালর প্রদোষ আশ্রয়তর পিত ভারতবাসীয়ে শিষ্টাচারব বহি-চূত ধর্ম আচরণ করিবলৈ ধরিলে, সেহাকের আশ্রয়বকলে জ্ঞান করি "ভদ্রাতুতস্ত দেহস্ত পুনবাগমনং নুতঃ" মত প্রচার করি নির্ণয় আশ্রয়ন অজ্ঞান ভারতয়ে চাকি পেরালে। তেতিয়া চারিও পিনে আরাও উটিল, আশ্রয় প্রকাশ নাগে, মুক্তি লাগে, কেবল দেববাঙ্ক বা শব্দ প্রমাণেই যেষ্টে মঙ্গল। শব্দবা অম্বক বধ করিবলৈ যেনেকৈ এদিন দ্বন্দ্বিচি মূনির আশ্রবে ইন্দ্রব বজ্র নির্মাণ করা হল; কাশ্যক মন্ত্রিপুত্রক বধ করিবলৈ যেনেকৈ "জতুলং" বসে তত্ত্বক সঙ্গেরে শবীকন। এককল্পদ্রাব্যবোধ লোক ত্রয় হিয়া" সকলো দেহাবোঝে নক্তিব ধাবাই মহাশক্তি আবিভাব হল; সেইসবই নাতিকরবারীর সঙ্গকর লোকায়ত মত খণ্ডন করিবলৈ দেববাঙ্ক গ্রহণ করি গৌতমে জ্ঞানধর্মন, কপিল মুনিয়ে সাধানধর্মন, কনাদে বৈশেষিকধর্মন, পতঞ্জলিয়ে পাতঞ্জলধর্মন, তৈজসিনিয়ে পূর্বনীমাংসা, বাসদেবিয়ে উভয়মাংসা বা বেদান্তধর্মন, হাতত লৈ গুপ্ত বসগ্যামত অধ্য বাচি জ্ঞানই, নিকীক ভাবে বিপক দলক আস্থান করিলে; নাতিকরবারীয়েও আশ্রয় বাচি, প্রচার করিলে "দেবরল শাস্ত্রমন্ত্রিতা কর্তব্যো ন বিনির্ঘো মুক্তিমন

বিচ্যানে ধর্মগ্রন্থি প্রজ্ঞায়তে"। আমার দার্শনিক লগে উক্তব দিলে "প্রোক্তব্যঃ শক্তি বাকোভ্যো মন্তব্যশ্চোপ-পত্রিকাঃ। মহাত লকলং যোগে যতে ধর্মন কেতরঃ", বেদবাঙ্ক স্তমিম, লগে লগে মন করিম, তাব পাচত সাত্ত্বক বুলি বিবেচিত হলে মানি চলিম। এয়ে উচ্চৈ ধর্মন শাস্ত্রর কাণে। শাস্ত্রর যারা আশ্রয়ি পদার্থব প্রথম, লগে লগে মুক্তিব ধাবাই অহুমান, তাব পাচত ধ্যানদি রূপ উপাদনা। সেই দিনাই ভাবত আকাশত নুদন চল্ল উদয় হল। চারিও পিনে ধর্মন শাস্ত্রর আলোচনা আশ্রয়ত হল। শব্দ শব্দ তত্ত্ববিলাক আলোচনা করিবলৈ জ্ঞানকায়র নুদন যুগ প্রবর্তিত হল।

ভিন্ ভিন্ একতরঙ্গসঙ্গর মহামহিম মহাধিয়ে ভগ্ন ভিন্ ভিন্ দাবর ধর্মন শাস্ত্র প্রথমত করবে। এই বিষয়ে এটি প্রাচীন লোক আছে।

কপিলস্ত কনাদস্ত গৌতমস্ত পতঞ্জলে।

তৈজসিনস্ত বাসদেবস্ত দশম্যনি যজ্ঞেবৈ।

কপিলর সাধানধর্মন, কনাদর বৈশেষিক ধর্মন, গৌতমর জ্ঞান ধর্মন, পতঞ্জলির পাতঞ্জল ধর্মন, তৈজসিনির পূর্বনীমাংসা, বাসদেবর উক্তর মীমাংসা বা বেদান্ত ধর্মন। এই ধর্মন কেইখনে নিজ নিজ মতর প্রাচীণ বসে করত ব্যত হলেও, সকলো ধর্মনের প্রতিপাতা উচ্চ "যেতাত ভূতর নিবেশ সস্তিস্য ধর্মঃ" অর্থাৎ যাব যাবই আশ্রয়িত্ত্ব রূপে নিরূপিত হয়, আক যিমোক লাভর কাণ দিয়ে ধর্ম। তুৎ নিরুপ্তি আক মোক লাভেই সকলো ধর্মন শাস্ত্রের চরম লক্ষ্য। কিন্তু এই লক্ষ্যপত উৎপত্তি হইলৈ তেওঁলোক একে পূর্ব পত্রিক নাছিল। তেওঁলোককে হইলৈ জটিলিক অহুসায়ে নিজর পথ বাচি লৈছিল, ইহার কাবণো যেষ্টে আছে।

এই যজ্ঞধর্মনর উৎপত্তি আক পুঞ্জীকার সঙ্গক বহুত দিনবাগি পত্তিত সমাজত অনেক আলোচনা করা উৈ ব্যপ্তিছে, মতএর সেইবিলাক করা আলোচনা মা পুনবাচি নিরুপ্তোজন। কিন্তু আমার কিছু শাস্ত্রগ্রন্থাব বেবাদি সকলো বিজ্ঞাই সেই পথম কাকবিক পথম একর পত্রা উদয় হৈছে। ধর্মিকলে সেইকরুধর প্রচারত দেবর লাভ করি সৃষ্টিব আদিতৈ নৈই অস্বাভাবিকা প্রকাশ

করছিল। আক তেওঁলোকর পশ্চই ত্রেতায়া ধর্মন, উপনিষদ, পুরাণ আদি শাস্ত্রবিলাক প্রকাশিত হইল। রাজকর সহিতাত ইহার বিশেষ প্রমাণ পোরা যাব যে, "জ্ঞানীনাশ্রয়ি যজ্ঞজ্ঞানঃ তদপ্যায়মহেতুতঃ" যজ্ঞো বোঃ পুণাংক বিজ্ঞাপনিবদধা।

লোকঃ যত্মনি ভাষ্যমনি যচ্চ কিকম বায়মঃ"।

দার্শনিক মহামুনিকর পূর্ণাঙ্গর সম্বন্ধে আমি কোনো ইতিহাস লিখকবপত্রা সহায় নেপাণেও পদার্থ বিদ্যপনর প্রকাশী মেশি এনে অহুমান করিব পারি যে নকি গৌতমেই সকলোবে প্রথম, কনাদ দ্বিতীয়, কপিল তৃতীয়, পতঞ্জলি চতুর্থ, তৈজসিন পঞ্চম আক বাসদেব ষষ্ঠ। কাণে গৌতমে জ্ঞান ধর্মনত মেলটী পদার্থব ধাবা জাগতিক অন্তস্ত পদার্থব তত্ত্ববিজ্ঞানর পত্তিব দিছে। কনাদে সেই ঠাইয়ে ছটা মাত্র পদার্থ স্বীকার করিছে। সাংলকার কপিলে প্রকৃত আক পুঞ্জ এই ছটা পদার্থব ধাবাই নির্দিষ্ট পদার্থ প্রকাশ করিছে। পতঞ্জলি মুনিয়ে কপিলর আশ্রুট ভাগ পাতঞ্জলত সেস্বত্বিছে; তাব পাচত তৈজসিনিয়ে কোনো পদার্থ নিরুপণ নকরি কথ আক অশ্রুট সম্বন্ধে প্রধানকৈ বিচার করি গৈছে। অতএবত বাসদেব বাসদেবে বেদান্ত ধর্মনত একমাত্র ত্রুপপার্থ নিরুপণ করি "সর্বং পবিতং ব্রহ্ম" এই মত প্রকাশ করিছিল। এনে পদার্থ নিরুপণর সম্বন্ধে, আক বিচারর কালে চকু দিলে গৌতমর জ্ঞান ধর্মনই প্রথম আক বাসদেবর বেদান্ত ধর্মনই শেষ বুলি অহুমান হয়। আক এনেও অহুমান হয় যে, পূর্ণাঙ্গক তত্ত্বিকলে অতি দীর্ঘ জীবন লাভ করা গতিকে বহুত দিনে স্থানত মনয়ে মনয়ে তেওঁলোকর প্রেক্ষান মগো ময়িনন তৈছিল। তেতিয়া তাত তেওঁলোকর পশ্বপরে বহুত শাস্ত্রীয় বিচারবাচি তৈছিল। সেই কবেই এতিয়া আমি এনন ধর্মনত আন এনন ধর্মনর মত উদয় করা দেখিবলৈ পাঠি। কিন্তু জ্ঞান ধর্মনত আন ধর্মনর মত উত্তরম দেখা নেযায়। গতিকে ইহাকে সকলোবে প্রথম বুলি ধরিব পারি। সঙ্গপ্রথমই উৎপত্তি হেতুকে জ্ঞানধর্মনই নাতিকর মগত, সৃষ্টিবী লগত মেবামেনেপোতৈ মুক্তিব লগাত পবিছিল। গতিকে

জ্ঞানধর্মনে বেদান্তর পবে ব্রহ্ম নির্ণয় করিলেই নগৈ তুৎ ক'ষণবা পাঠ, ইহাক লক্ষ্য কাবরৈই বা উপায় কি এই বিষয় আলোচনা করিবলৈ গৈ নানা বিচার, নানা মুক্তি-তরু সম্বন্ধন করি দেখুয়াইছে যে, দেহা আত্মা নহে, সং-চিদানন্দ আত্মা হেতুতৈজিত। সেই কারণেই জ্ঞানশায় বিচার অংশেপাই পবিশ্রুত, কেনেকৈ বিচার করিব যাবে, জিবার কাক হোলে, কেনে বিচারত সঙ্গতর পোরা গায় ইত্যাদি কথার জায় শাস্ত্রত বিশদ আলোচনা আছে। মুক্তি-তরুই এই শাস্ত্রর প্রকাশ অক হেতুকে পত্তিতসকলে ইহাক তরু শায়ও বোলে। জয় জয়তে জ্ঞানশায়ই এনে মুক্তি আক তরুে ধাবাই সৃষ্টিবী তরুজ্ঞান খণ্ড যুক্তি করি দিলত, তাব হোতমে জ্ঞান ধর্মনত মেলটী পদার্থব ধাবা জাগতিক অন্তস্ত পদার্থব তত্ত্ববিজ্ঞানর পত্তিব দিছে। কনাদে সেই ঠাইয়ে ছটা মাত্র পদার্থ স্বীকার করিছে। সাংলকার কপিলে প্রকৃত আক পুঞ্জ এই ছটা পদার্থব ধাবাই নির্দিষ্ট পদার্থ প্রকাশ করিছে। পতঞ্জলি মুনিয়ে কপিলর আশ্রুট ভাগ পাতঞ্জলত সেস্বত্বিছে; তাব পাচত তৈজসিনিয়ে কোনো পদার্থ নিরুপণ নকরি কথ আক অশ্রুট সম্বন্ধে প্রধানকৈ বিচার করি গৈছে। অতএবত বাসদেব বাসদেবে বেদান্ত ধর্মনত একমাত্র ত্রুপপার্থ নিরুপণ করি "সর্বং পবিতং ব্রহ্ম" এই মত প্রকাশ করিছিল। এনে পদার্থ নিরুপণর সম্বন্ধে, আক বিচারর কালে চকু দিলে গৌতমর জ্ঞান ধর্মনই প্রথম আক বাসদেবর বেদান্ত ধর্মনই শেষ বুলি অহুমান হয়। আক এনেও অহুমান হয় যে, পূর্ণাঙ্গক তত্ত্বিকলে অতি দীর্ঘ জীবন লাভ করা গতিকে বহুত দিনে স্থানত মনয়ে মনয়ে তেওঁলোকর প্রেক্ষান মগো ময়িনন তৈছিল। তেতিয়া তাত তেওঁলোকর পশ্বপরে বহুত শাস্ত্রীয় বিচারবাচি তৈছিল। সেই কবেই এতিয়া আমি এনন ধর্মনত আন এনন ধর্মনর মত উদয় করা দেখিবলৈ পাঠি। কিন্তু জ্ঞান ধর্মনত আন ধর্মনর মত উত্তরম দেখা নেযায়। গতিকে ইহাকে সকলোবে প্রথম বুলি ধরিব পারি। সঙ্গপ্রথমই উৎপত্তি হেতুকে জ্ঞানধর্মনই নাতিকর মগত, সৃষ্টিবী লগত মেবামেনেপোতৈ মুক্তিব লগাত পবিছিল। গতিকে

জ্ঞানকৈ জ্ঞান আক মুক্তিব পথ দেখুয়াই গৈছে। ভ্রামরশনই অর্ধ নির্ণয় করাত সকলোতকৈ প্রথম গুন অধিকার করিছে। সেইসবই ভাবাত বৈশেষিক, কৰ্মকাজত মীমাংসা, বেগ বিম্বত পাতঞ্জলি, সৃষ্টি-বৈশেষিকভাষ্যে সাংখ্য বেদান্তোরুজনির্ঘে।

কৰ্মকাজেই মৌর লয় জয়তে আলোচনার বিষয়, আক তাব বিষয়েই নি পাঠেই একমাত্র করলৈ আশ্রয়

বাঞ্ছনীয়। এই দর্শনিত প্রথম প্রমেয় শব্দে প্রয়োজন দৃষ্টান্ত সিদ্ধান্ত অথবা তর্ক নির্ণয় বা জ্ঞান পিত্তা হেতুজ্ঞান ছল নিগূহনানামো তত্ত্বজ্ঞানানি নিমেষে সাধিগমঃ" এই হৃদয় উল্লেখ করি মহবি পোহমত কৈছে যে, এই যোগটা পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান হলেই দ্বীর্ঘ পদম মুক্তি লাভ করে। কিন্তু, জ্ঞান মায়েই কোনো এটা প্রমাণক অপেক্ষা করে, প্রমাণ সহায় নহলে কেতিয়াও কোনো জ্ঞান উৎপন্ন হইবে নোহবে। গতিকে গুণতর কোরা পদার্থবিলাক নির্ণয় করিবর কারণে মহবিযে প্রত্যক্ষ, অহুমান, উপমান, শব্দ এই চারিটা প্রমাণ স্বীকার করিছে। এই চারিবিধ প্রমাণের ভিতরত প্রত্যক্ষ প্রমাণই সকলোতকৈ প্রধান। কারণ, প্রত্যক্ষ অহুমান অহুমানের ঠাইতু ব্যাপ্তিজ্ঞানানি নির্ণয় আক উপমান ঠাইত উপমান উপমেয়ভাব কল্পনা করা নেয়ায়। শব্দ প্রমাণের ঠাইতু প্রত্যক্ষর বাহ্যের দেখাছিলে কোন শব্দে কিছ পূজায় তাক জানিব নোবাৰি। এই কারণে প্রত্যক্ষ প্রমাণক শাস্ত্রবাবদবাবনে সকলো প্রমাণের মূল বুলি স্বীকার করিছে। "ইন্দ্রিয়ার্ণ সন্নিবৃত্তোপমাঃ জ্ঞান মধাপনেশ্চমবাভিচারী বাবসাম্যায়কঃ প্রত্যক্ষঃ" অর্থাৎ চতু, কাণ প্রকৃত্তি ইন্দ্রিয়সকলে বিবহর লগত লগ লাগি বি জ্ঞান গুণকায়। তাক প্রত্যক্ষ বলে। এই প্রত্যক্ষ সাধাবকত বৃষ্টি, সন্নিবৃত্ত আক নিম্নকল্পঃ। বিশেষণ লগত বিশেষণ কোনো সম্বন্ধ যোগোবাহে বি জ্ঞান গুণকৈ তাক নির্লিকল্পক প্রত্যক্ষ বলে। আক বিশেষ্য বিশেষণে লগ লাগি বি জ্ঞান গুণকায় তাক সন্নিবৃত্তক প্রত্যক্ষ বলে। নান্নিকল্পসকলে প্রত্যক্ষতকৈ অতিবিক্তি প্রমাণ স্বীকার নকবে। কিন্তু অসাম্য আন্তিক দর্শন-সকলে প্রত্যক্ষর বাহিৰেও অহুমানাদি প্রমাণ স্বীকার করিছে। অহুমান শব্দর ব্যুৎপত্তিকত অর্থ বা বুজিব পাৰি, যে পাচত হোতা জ্ঞানকে অহুমান বলে। "অহু-পশ্চাত্মানঃ জ্ঞানঃ"। এই অহুমান স্বভাবতে প্রত্যক্ষ-মূলক হলেও কোনো কোনো ঠাইত প্রোবহিত অহুমানর বাহাৰী ভ্রমাবীনে হোতা প্রত্যক্ষর বধ্যাৰ জ্ঞান প্রোবাণিত হয়। যেনেকৈ সূৰ্যোদেহর প্রত্যক্ষ হলে আমি এটি ক্ষুদ্র আয়তন বুলি জানবে, কিন্তু অহুমানর সহায়ত

বুজিব পাৰি যে হুমা পৃথিবীতকৈও লক্ষত বড়বা। এই ঠাইত অহুমানর ধাৰা প্রত্যক্ষ বর্ণি হৈছে। অতবে ইয়াৰ সহায় নহলে শাস্ত্রকে বর্জন পতত ভাঙাবাৰ নোহাবে। অহুমান প্রমাণে প্রমাণিত হেতু, সাধ্য আক পক্ষ এই তিনটা বিবহর অক্ষ তবে। তাৰ ভিতরত ধাৰা ধাৰা অহুমান কথা হয়, হয় হেতু, বি বস্তুর অহুমান করা হয় তাক সাধ্য আক সাধ্য পদার্থ বি ঠাইত থাকে তাক পক্ষ বলে। যে "পর্লভো বহিমান ধুমাং" পর্লভ বহিবিবিন্ধি, বিহর তাৰণবা ধুম গুণাইছে। এই ঠাইত ধুম হেতু। ঠ সাধ্য পর্লভ পক্ষ হৈছে। এই অহুমান ধাৰা ধাৰা পদার্থ ভেলে দুই ভাগে প্রসিক আছে। সন্নিবৃত্ত জ্ঞানকেন নিম্নর অগবহিত নিমিত্তে বি অহুমান হয় আর স্বার্থাধুমান, আক আনক বুজাবর কাৰণে বি অহুমান হয় তাক পদার্থাধুমান বলে। প্রত্যক্ষতকৈ অহুমান ঠাই অতি বিবৃত্ত, প্রত্যক্ষ কেবল বর্ধমান বিবহর বেদেধ হয়, কিন্তু অহুমান প্রমাণ চূড়, ভবিমান, বর্ধমান এই তিনগু পাণর বিবহরবেদক হয়।

তাৰ পাচত উপমান "প্রসিদ্ধ সাধক্যাং সাধ্য সাধ মুখ্যমানঃ" অর্থাৎ আগেয়ে বনা কোনো এটা বস মানন ধৰ্ম বা ইপ্রসিদ্ধ বা নরনা-কোন বসর বি জ্ঞান হয় তাক উপমান বলে। যেনে—কোনো এক পর্গাবীটা মাছকে জ্ঞান শুভিজ মাছকে মাছের মুখ্যমান তনিনিহন বনত গরয় নামে এবিধ জন্তু আছে। সি বেধিবলে টিক গন্ধক নিচিনা। কিন্তু এখিমা বেধই ক'তো জন্তু দেখা নাহি। যদি কেতিয়া বনত তো হঠাৎ তনে জন্তু দেখা পায়, আক বেধে আগেয়ে কোরা বুজার কথা ধরন হয় যে, গন্ধক নিচিন জন্তুর নাম গরয়, ইপিনে আগত উপস্থিত হোবা জন্তুটাও টিক গন্ধক দেখেই দেখা গৈছে, অতএব ই নিশ্চয় গরয় এই উপমানর সহোতবে মাছকে নেদেখা বরকো বেধি গন্ধক, আক এটা বস্তুর লগত মান এটা বস্তুর তুলন করিবলে সমর্থ হয়।

যি ঠাইত প্রত্যক্ষ, অহুমান আক উপমান প্রমাণ ধাৰা তত্ত্ব নিৰূপন নহয়, সেই ঠাইত শব্দপ্রমাণেই

নিৰূপন করি দিয়ে। এই কারণেই মহবিযে শব্দপ্রমাণক সকলো প্রমাণর শেষত নির্ধেণ করিছে। শব্দবাচ্যার্থো নগ্নপ্রমাণে পৌষত বলাক কবিবর কারণে বহু ঠাইত শব্দ-প্রমাণক "অস্বাদিঃ প্রমাণঃ" বুলি উল্লেখ করি গৈছে। কোনো কোনো দার্শনিক পণ্ডিতে শব্দক এটি পৃথক প্রমাণ বুলি স্বীকার নকবে। কিন্তু প্রাচীন আচার্যগণকে ইয়াক দুইভেদে স্বীকার করি গৈছে। কাব্যাদর্শন পদার্থী আচার্যই ঠাই—

ইন্দমন্তঃ জগৎ ক্রমৎ জায়তে ভূবন ত্রয়ম্—

যদি শব্দাছরঃ স্রোতি বাবাবাঃ নলীপাতে ঃ অর্থাৎ সৃষ্টিৰ অধিবশবা শব্দ প্রমাণব ঃওতিভয়ে সঙ্গাবন বিয়ুপি নৰকা হলে, এই ত্রিভুবন অন্ধকারত যেনেই আত্ম থাকি নহতেন। এই কারণেই মহবি পোহমত আধমসকলর উপদেশসমূহকে শব্দপ্রমাণ বুলি এটি পৃথক প্রমাণ স্বীকার করিছে। "আন্তোপদেশঃ শব্দঃ" অর্থাৎ ভ্রম প্রমাদ নৰকা আক সকলো বিবহরত ধাৰ্য জ্ঞান তাক পুঙ্কমক আন্ত বলে। পাণর ভবনত দর্শনিত ঠাইকে—

আন্তো নামাহুত্বাভনে বস্ততত্ত্বজ কাংমোম নিশ্চয়বাব বাগাদি বশাবশি নাছবাধাবিঃ স ইতি বহুকে পতঃলগঃ। যি অহুতবে ধাৰাই সকলো পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিছে, আক সকলো বস্ততত্ত্বই যাব অসাম্য জ্ঞান জন্মে নহলো সমস্তে যি প্রকৃত্ত কর, তাকে আন্ত বলে। অতবে ইয়াৰ ধাৰাই বুজিব পাৰি, যে যদি-মুনিকে আদি করি আণা-অন্যথা পর্গাঙ্ক সকলো আন্ত হব পাৰি। আক তেওঁলোকর উপদেশকে শব্দ প্রমাণ বুলি ধরবি পাৰি। কাৰণ তেওঁলোকর উপদেশর পৰাও মাছের বিস্তাঙ্কত বিবেক আক প্রকৃত্তি-নিবৃত্তিৰ উদয় হয়। এই শব্দ প্রমাণ দুইভেদে আক অদুর্ভাৰক ভেদে দুইবিধ; বিশাল বস্তুর সম্য আক অস্বভাভেদে ইহকগণতে প্রত্যক্ষ হয়, সেই বস্তুক দুর্ভাৰক শব্দ বলে। আক যি সকল শব্দার্থ বর্ধমান্য মাছের ঐতিক প্রত্যাক নহয়, যেনে স্বর্ণ, যোগ, ধর্ম, অমর্ষ প্রকৃত্তি, সেইসকলক অদুর্ভাৰক শব্দ বলে। নান্নিকসকলে এই অদুর্ভাৰক শব্দ প্রমাণ স্বীকার

নকবে; অর্থাৎ বেদার প্রতিপাত্ত স্বর্ণ, অমর্ষ, অদুর্ভাৰক আক ঈশ্বর প্রকৃত্তি যোগীকা কাব্যে দুই পদার্থ নহয়, সি প্রমাণো নহয়। আধুনিক কিছুমান পাশ্চাত্য পণ্ডিতেও এই মত অস্বহসন করা দেখা যায়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক ইতিবৃত্ত অশোভনা করি চালে দেখা যায় যে, সকলো বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত এই মতব পক্ষপাতী নাছিল। কাশপ বৈজ্ঞানিকসকলর ভিতরত অতি প্রাচীন পণ্ডিত গ্যালালি, কেপ্লেয়ার, নিউটন, বরণ, পাশেল, ডার্টন প্রকৃত্তি মহামাত্র পণ্ডিতসকলে ঈশ্বরর প্রতি একাধ তত্ত্ব দেখুতাই ঈশ্বরর অস্তিত্ব স্বীকার করি গৈছে। কিন্তু আধুনিক গালাস লাগেও প্রকৃত্তি বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতসকলগে জিজ্ঞানব ইতিবৃত্তি লগে লগে নান্নিক মতব প্রচাৰ করিছে। ইয়াৰ ফলেই আজি ঈশ্বরবিশ্বাস দুর্ভবনীশ হিন্দু-সম্ভাননাসকলর মন ক্রমশঃ সন্দীর্ণ হৈ যোব। নান্নিকতাত পণ্ডিত হইলে ধৰিছে, আক তথা আবিষ্কারত অসমর্থ হৈ পৰিছে।

নান্নিকসকলর মতে, যেতিয়া আমি জানেই নাহিবা চতবে দেখিবলে পাওঁ যে, অমুক কাৰণর পৰা অমুক কাৰ্য্যর উৎপন্ন হৈছে, তেতিয়া আমি সেই কাৰ্য্য দেখিলে ত্বর কাৰণর অহুমান করিব পাৰি। কিন্তু যি ঈশ্বরক দার্শনিক পণ্ডিতসকলে জগতত আদি কাৰণ বুলি স্বীকার নকবে, তেওঁক আমি দেখা নেপাওঁ, অতএব ঈশ্বর যে জগতর আদি কাৰণ ইয়াকে কব নোবাৰি, ইত্যাদি কিছুমান অমুক তর্কর দ্বারা মূল বিশ্বেদন মূহত খাৰাত করি সিদ্ধান্ত হিব কবে। ইয়াৰ উত্তবত আমাব দার্শনিকসকলে মনে, তেওঁলোকে এই জগৎ সৃষ্টিৰ মনে এটা কাৰণ ভাবিবে, নাহিবা বৃত্তিসূক্ত বুলি বিবেচনা করিব নোহাবে, যাত আচল সিদ্ধান্ত নিহিত নাহি, আক এনেকথা কিছুমান কাৰ্ণাও জানিব নোহাবে যিবিলাক কাৰণত নিহিত নাহি। ইয়াকে চাহাশ্রয়শূন্যক তর্ক বলে।

এই অস্বাভী বৃত্তি তর্কর ধাৰাই জায় দর্শন নান্নিকর কৃত্তক জাল গুণন করি ক্রমাবলি ক্ষুভতর সিদ্ধান্তর পৰা মহবি উত্তবতও উপনীত হবলে সমর্থ হৈছে।

এই স্বাধর্শন গণিত সকলে দুই ভাগত বিভক্ত করিবে, যেনে—প্রাচ্য ভাগ। খ্রি আর, অতি প্রাচীন আচার্যসকল ধারাই বিলাসি হ্রা, ভাষা, আক টীকা বচিত হৈছিল, সেইবিলাককে প্রাচীন ছায় বোলে। সৌম্য বকা ছায় ধর্শনৰ ব্যাংস্ত্রায়ন মুনিয়ে ভাঙ্গ বচনা কৰে। ব্যাংস্ত্রায়ন মুনিন অইন নাম আছিল পিন্ধা বামী। যেতিয়া দ্বিগুনাচার্য্য প্রকৃত্তি বৌদ্ধ-গণাপকলৰ কৃতক ভাবে ছায়ামাণিক টাকি ধৰি তত্ত্ব নিৰ্ণয়ত অসমর্থ কৰি পেলাইছিল, তেতিয়া এই স্বক্কাৰ পূৰ কৰিবৰ নিমিত্তে "উজ্জোতকৰে" সেই ভাঙ্গৰ ছায় ব্যাপ্তিক টীকা বচনা কৰে। গুটৰ পূৰ্ণবস্তী বৌদ্ধ ধৰ্ম্ম অশোকৰ বাৰ্হব্ব অনেক আধৰণৰ ভাবতত বিজ্ঞ-নাগাচাৰ্য্যই বৌদ্ধমুত প্রচার কৰিছিল বুলি পোয়া যায়।

কিন্তু তাৰো বহুত আগতে ব্যাংস্ত্রায়ন মুনিয়ে ছায়ামাণৰ বিশেষ চৰ্চ্চা কৰিছিল বুলি অস্বামন হয়। কাশ ব্যাংস্ত্রায়ন মুনিন ভাঙ্গত বৌদ্ধ মতৰ উল্লেখ দেনা মেথায়। যদি ব্যাংস্ত্রায়ন বিগুনাচার্য্যৰ সহসাময়িক হলে তেতেন তেতেন তেওঁৰ ভাঙ্গত বৌদ্ধ মতৰ বিশেষ আশোচনা বকা সম্ভব আছিল; অতএব বুল্জা যায় ব্যাংস্ত্রায়ন মুনিন বিগুনাচার্য্যৰ সহসাময়িক নাইবা পাচত গ্ৰন্থকাৰ বুলি ধৰিব পাৰি, কিয়নো উজ্জোতকৰে বিগুনাচার্য্যৰ গ্ৰন্থৰ প্ৰতিভাব কৰা দেখা যায়। বাচস্পতি মিশ্ৰই এই উজ্জোতকৰৰ ছায়ব্যাপ্তিক টীকা ত্ৰিবেণচন ছায়ব্যাপ্শিব গুৰুত পঢ়ি তাৰ ছায়ব্যাপ্তি তাৎপৰ্য্য টীকা নামে এটা টীকা বচনা কৰে। তেওঁৰ বচিত ছায়ব্যাপ্তিক নামৰ গ্ৰন্থত পোয়া যায় যে তেওঁ ৮৯ বৎসৰ ওত গ্ৰ বয় বচনা কৰিছিল।

ছায়ব্যাপ্তি নিবন্ধো সাবকাৰি ব্ৰাহ্মায়: সুদে।
ঔষ্যচস্পতি মিশ্ৰেণ বধুৰ বধু বৎসৰে ॥ ৮৯ ॥

এই স্কোক্ত বৎসৰ শব্দে বৰ্জ্জাঙ্গ বুলিহে ৮৯১ গুণায়, আক শকাব্দ বুলিহে ২৭৬ গুণায়ত ৩৪৩ এই গ্ৰন্থ বচনা কৰিছিল বুলি জনা যায়। উজ্জোতচার্য্যই উজ্জোতকৰৰ ছায়ব্যাপ্তিক টীকাৰ তৎপৰ্য্যাপবিত্তিক নামে এটা টীকা বচনা কৰিছিল, ইয়াৰ বাহিৰেও কিং-পারনী লক্ষণাবলী আক কুৎসমাগ্গি, প্ৰকৃত্তি তেওঁৰ

অনেক গ্ৰন্থৰ নাম পোৱা যায়। লক্ষণাবলীত তেওঁৰ গ্ৰন্থ বচনৰ সময় উল্লেখ বকা আছে। ৬৩৬ শকাব্দত লক্ষণাবলী বচনা কৰিছিল।

(২০৬) তৰ্কাস্থাবক প্ৰমিত্তেত্বতীত্ৰে শকাব্দায়: বৰ্হেধ্বদানকক্কে হ্ৰবেধাঃ লক্ষণাচলীম্।

এইবোৰে কুমাৰিণ ভৰ "অস্বামন পৰিচ্ছেৰ" ব্ধ-কাষ্টিৰ "ছায়বিদ্যু" বিনীত দেহৰ "বাদস্কাৰ" প্ৰক্ৰিই প্ৰাচীন গ্ৰন্থকাৰলকলৰ পূৰ্ণবি গ্ৰন্থৰ নাম পোৱা যায়। এইবিলাক গ্ৰন্থকো পণ্ডিতসকলে প্ৰাচীন ছায় বোলে।

অতিয়া নবা ছায় কেতিয়াবপৰা প্ৰচাৰ হল ছায় চোৱা যাবক। এমমহত ভাবতৰ পণ্ডিত সমাৰ্চ্চ এটা প্ৰবল স্বাধীন চিন্তাৰ প্ৰবাহ চলিছিল, যি চিঙ্গ শক্তিৰ ধ্বাৰাই অগাধ সম্ভ্ৰত সমুদ্ৰ মনৰ কৰি স্বক্কা বৰ উন্মাদ কৰিবপৰা হৈছিল। যেতিয়া মিথিয়া অক্কা শত শব্দৰ চন্দ্ৰ মহা নৈয়ায়িক গল্পশোপাধ্যায়ৰ উদয় হয়, তেতিয়াৰ পৰাই ভাবতত নবা ছায়ৰ প্ৰচাৰ হয়। তেওঁ চিন্তা শক্তিৰ প্ৰভাৱত "তত্ত্বচিন্তামনি" নামে গ্ৰ বচনা কৰি ঠায়ে ঠায়ে মহাৰ্চ্চ বৌদ্ধমৰ হ্ৰক্কেতা বৌধি বৰি নিজেই স্বকণ বকা বুলি টীকাকাৰ গদাধৰ ভট্টাচাৰ্য্যৰ ধোষণপৰা বুলি। এই "তত্ত্বচিন্তামনিৰ" পণ্ডিত্যৰ্চ্চ বয়ুনাথ শিবোমণিৰে ব্যাখ্যা কৰিছিল। আক তেওঁ নিজেও সৌভমত মত সমৰ্ণন কৰি বহুত নতুন নতুন গ্ৰন্থ বচনা কৰিছিল। তেওঁৰ গ্ৰন্থৰ নাম আছিল পৰাৰ্চ্চত নিকলপ।

আমাৰ প্ৰসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিতসকলে ইয়াৰ নাম "শিবোমণি-পৰাৰ্চ্চ স্বকণ" বুলিও কয়। এই বয়ুনাথ শিবোমণি অকল বয়ুনাথে মিলাপট্টে থৈ স্বাধীন চিন্তাৰ ধ্বাৰাই তাত আগবৰণা চলি অহা মতবিলাক স্বকণ কৰি নিৰ্ধৰ গুৰু পক্ষৰ মিশ্ৰকো পৰাৰ্চ্চ কৰিছিল বুলি বচনা।

পক্ষৰ মিশ্ৰই গল্পশোপাধ্যায়ৰ তত্ত্বচিন্তামনিৰ আশোক নামে এটা টীকা বচনা কৰে, তেওঁ নিৰ্ধৰ দ্বৰতে শত শত ছায়ক অন্ন দান কৰি ছায় মাগ পঢ়াইছিল। বয়ুনাথ শিবোমণি কৰিছত মিশ্ৰ আক বল্লভবৰ অন্ন আনি বহুত নৈয়ায়িক পণ্ডিতকে তেওঁৰ ওতৰলৈ টৈ পঢ়িছিল। বয়ুনাথ শিবোমণিয়ে তত্ত্বচিন্তামনিৰ দীপ্ৰিত নামে এটা টীকা বচনা কৰে। কচিদ্ৰ মিশ্ৰকো প্ৰকাশ নামে

ঐ টীকাৰ নাম পোতা যায়। এনে এটা প্ৰবাদ আছে যে মিথিাৰ পণ্ডিতসকলে আন দেশৰ ছায়ক ছায়ামতৰ কোনো পুথি আনিবলৈ দিয়া নাছিল। তেঁৱো তৰ্কিকাগ্ৰী বহুদেৰে মাৰ্চ্চেভেইম সকলো ছায়ৰ গ্ৰন্থ কৰি অবা বুলি নব্বীপৰ ইতিহাসত পোতা যায়। তেঁৱোৰ কোনোহে বয়ুনাথ শিবোমণিয়েহে সকলো ছায়-গ্ৰন্থ পুথি আনি বহুদেশত নবা ছায় প্ৰচাৰ কৰা বুলি কয়। কিন্তু আমালোকৰ বিশ্বাস হয়, বহুদেৰে ষ্কেতাৰইহে পোন প্ৰথমে বহুদেশলৈ ছায়ামত টৈ আনে, যেন বয়ুনাথ শিবোমণিৰ দীপ্ৰিত নামৰ টীকাত মাৰ্চ্চেভেইম ত বহুত কথা দেখা যায়। বহুত প্ৰবন্ধ আক পুৰণি পুৰ্ত পোতা যায়, খ্ৰীষ্টচতুৰ্দশেৰেও ছায় শাস্ত্ৰৰ বহুত টীকা নিৰ্ধাণ কৰিছিল। কিন্তু বয়ুনাথ শিবোমণিৰ প্ৰক্ৰিয়া বকা কৰিবৰ কাৰণে উদাৰতাৰ পৰাৰ্চ্চী হৈ তেওঁ য়চিত টীকাসমূহ শিবোমণিৰ আগতে গম্ভাত পেলাই দি নিৰ্ধৰ পক্ষৰ পৰিচয় দিছিল। তাৰ পাচত জগদীশ ঙ্কাৰাধাৰ, মধুৰনাথ তৰ্কব্যাপ্শিব, ভবানন্দ সিদ্ধান্তব্যাপ্শিব, বাহৰ তৰ্কব্যাপ্শিব গদাধৰ ভট্টাচাৰ্য্য প্ৰকৃত্তি প্ৰদান পণ্ডিতসকলে অনেক ছায়ৰ গ্ৰন্থ বচনা কৰি নব্বীপত গাণায়ন এটা নতুন যুগ প্ৰক্ৰাইইছিল, যি যুগত মিথিাৰ পক্ষৰ মিশ্ৰৰ প্ৰকাণ্ড পোহৰকো নিস্ত্ৰত কৰি পোহাইছিল। এনে প্ৰক্ৰে অসম: বহুদেশৰ চাৰিও পিনে ছায় শাস্ত্ৰৰ প্ৰচাৰ হলত জনক নৈয়ায়িক পণ্ডিতৰ উদয় হৈছিল। সেইসকলৰ নাম কৰিবলৈ মোৰ এই চক্কল মেখনী অস্বাৰণ। উনিৰুণ শক্তিৰাৰ আশ্ৰতে "কোন্সক" চাৰ্য্যাব বন্ধ শান্ত্বিবৰ ৰাৰাৰোম গোষাধীয়ে পুঠি আনি গদাধৰ বহুত গ্ৰন্থ লিখি গৈছিল; আন কি ষিণ পণ্ডিতকো মহামহোপাধ্যায় বাধাধাৰায় ছায়বহুই গদাধৰ টীকা লিখি গৈছে।

আমাৰ প্ৰদেশতে যে দাৰ্শনিক পণ্ডিত বিশিষ্ট এনে নয়: এই ঠাইৰ অভিনৱ গুণ্ডৰ নাম নিৰ্ধৰ উল্লেখ দেখা। এওঁ ত্ৰন্যায়ৰ দাৰ্শনিক তত্ত্ব আধিগ্ৰাৰ কৰি "পাৰ্চ্চিকানামো" এখন গ্ৰন্থ বচনা কৰিছিল। নক্টো বন্ধাৰ সভাপণ্ডিত জগদগুৰু পীতাধৰ সিদ্ধান্ত বধি, দাৰ্শনিক পণ্ডিত আছিল বুলি তেওঁৰ বচিত

আছকৌমুদীৰ স্কোকে প্ৰদান দিয়ে, যেনে —
নামানক: স্বতি পুথাপবিদ্যা: বিদিৰা সৌভমহা: সহঃইমিনীম্
ঐকামক্ণ ধবকীপতিমভিত্তেন বাইশেন বচিতেকচিবে
নিবন্ধ: ৪

নামনি আসামত এতিয়াও দাৰ্শনিক পণ্ডিত যথেষ্ট আছে। স্বকীৰ্ত্তো মহেশ্ৰ ভট্টাচাৰ্য্য সৰ্গানন্দ ভট্টাচাৰ্য্য জীবেশ্বৰ ভট্টাচাৰ্য্য কুঙ্কাৰ ছায়ব্যাপ্শিব, প্ৰকৃত্তি দাৰ্শনিক পণ্ডিতসকলৰ নাম পোতা যায়। উজন আসামত, ব'ত বৰ্হমান সঙ্কত শিক্ষাৰ প্ৰচাৰ আঁত কম, সেই ঠাইতো আহোম বজ্জাপকলৰ দিনত বিশেষকৈ কল্পসিংহ স্বৰ্ণ-দেবৰ দিনত কেবাগনে দাৰ্শনিক পণ্ডিতৰ নাম জনা গৈছে। কল্পসিংহ বন্ধাৰ গুৰু পদ্মনাথ বিহাৰ্যাপ্শিব, কল্পসিংহ বন্ধাৰ গুৰু কুঙ্কাৰ ছায়ব্যাপ্শিব, আক গদাধৰ তৰ্ক-চাৰ্য্য আৰিয়েই সেই সময়ত উজন আসাম গুৰুত দৰ্শন শাস্ত্ৰৰ পণ্ডিত আছিল। এওঁলোকে নব্বীপৰ সম্বৰ্চী চতুশ্ৰুতিৰ দৰ্শনশাস্ত্ৰ অধ্যয়ন কৰিছিল।

বৈশেধিক দৰ্শনো আনি দৰ্শনসকলৰ কথা বিশেষকৈ মোৰ গুৰুৰে ঐকশ্ৰীকৃষ্ণ ব্ৰহ্মান ছায়তৰ্ক-জীৰ্ধ দেবৰ অভিজ্ঞমত পোতা যায়। গতিকে সিবিলাকৰ কথা সন্সেপতে হ্ৰবমানক উমোৰ এই হুদ্ৰ প্ৰবন্ধৰ সাৰমণি মাৰিন—

বৈশেধিক দৰ্শনো ছায় দৰ্শনৰ দৰে এখন প্ৰমাণ গ্ৰন্থ। এই কনাদকৃত বৈশেধিক দৰ্শনকে মাধৰাচাৰ্য্য প্ৰকৃত্তি পণ্ডিতসকলে শুকুদ্য দৰ্শন বুলি কয়। মহা-ভাবতৰ শান্তিপৰ্শব ৭৭ অধ্যায়ত উক্ৰু স্বৰিব নাম পোতা যায়। "উক্ৰু: পৰনো বিপ্ৰো মাৰ্কণ্ডেয়ো মহা মুনি:" এই দৰ্শনৰ পৰ্য্যাপাচার্য্যই ভাঙ্গ বচনা কৰে। সেই ভাঙ্গকে অৱগমণ কৰি ঐশ্বৰ্য্যচাৰ্য্য বজ্জাচাৰ্য্য আক বৰ্হমানোপাধ্যায় প্ৰকৃত্তি পণ্ডিতসকলে নিজে নিজে একোজন স্বতন্ত্ৰৰায়া গ্ৰন্থ বচনা কৰে। ইয়াৰ ধ্বাৰাই ভাঙ্গকৈ বুলিৰ পাচো যে বৈশেধিক দৰ্শনকো ভাবতত এনিৰ বিশেষ আশোচনা হৈছিল। ছায় আক বৈশেধিক দৰ্শনৰ আস্থগতিক সৰুহুবা দুটা এটা বিষয়ত মতভেদ থাকিলেও ইহঁকো বিচাৰ স্পষ্ট প্ৰায় একে। ছায়ধৰ্ম্মৰ নিৰ্ণানটৈ বৈশেধিক দৰ্শনকো স্কোকে প্ৰাৰ্চ্চিহেই চকম লক্ষ্য।

কিন্তু মাধবাচার্যের বিচিত্র "সর্গসংহত" ছয়ঘোষে অল্প মতভেদ থকা দেখা যায়। তেওঁ তাত বনানী কবি কৈছে যে শিবারত্নের শব্দাচার্যের সিদ্ধিগ্ৰহণ সমস্ত কৌমো কোনো ঠাইত মহা নৈয়ারিক পণ্ডিতসঙ্গে গল্প করি তেওঁক প্রশ্ন করিছিল যে তুমি যদি সর্গক ছোঁবি, তেনেহলে কন্যার সম্মত মুক্তিভট্টক গৌতম সম্মত মুক্তি প্রভেদ কি? তাব উত্তর দিয়া মহলে সর্গভক্তা পবিত্রাঙ্গ করী। তার উত্তরত ভগবান শব্দাচার্যই কৈছিল, কন্যার মতে আত্মাব বিধে ভগবিনীক নিমান হৈ আকাশ নিচিনাকি বিধে ভাবে থাকিলেই মুক্তি হয়। আক গৌতমর মতে সেই অরথাত আত্মাব আনন্দ অমৃতর হলে মুক্তি হয়। তেওঁর সর্গসিদ্ধান্ত সংগ্রহতো এই সিদ্ধান্তকে পোষা যায়।

ইহার পাচত মহামুনি কপিলে সাধ্যা দর্শন বচনা কবে। আক তেওঁর প্রিয় শিষ্য আহরীমুনিক পঢ়ায়। আহরীমুনিয় একে পঞ্চশিখাচার্যক পঢ়ায়। পঞ্চশিখাচার্যই এই সাধ্যা মত প্রচার করি বহু সাধ্যা শাস্ত্র বচনা কবে। পঞ্চশিখর শিষ্য ঐবরক্কই সাধ্যা দর্শনর তুল মূল বিধায়-বিলাক ১১ টা প্রাকৃত সঙ্গলন করিছিল। ইহার্যাবিধে বিজ্ঞানভিত্তি বাচপণ্ডিত মিশ্র আক শব্দবাচার্য প্রকৃতি মহামাত্র মহাশাস্ত্রকলে সাধ্যা দর্শনর বহু ভাষ্য আক টীকা বচনা করিছিল। বহু বহু কথা আঞ্জি কালি সেইবিলাকর অধ্যয়ন অধ্যাদনা হোতা হুইবর কথা, নামকে পোষা নেযায়। বি সাধ্যাদর্শন এদিন বিলাল উন্নতির শ্রেণে সীমাত উপস্থিত হইলে সমর্থ হৈছিল, সেই দর্শন আঞ্জি অতীতর গভীত বিগীন হই বহু হৈছে। কেবল দুই এখন গ্রহহেই কোনোমতে অতীতের স্মৃতি বকা করি চাই। এতেকে আমি আশা করবী। আমার শিক্ষিত সমাজে এই লুপ্ত বস্তু উদ্ধারর কাণ্ডে আশ্বিনিয়েগে করিব। সাধ্যা দর্শনকার মহামুনি কপিলে স্বয়ং স্বীকার বচনা নাই। তেওঁর মতে প্রকৃতির সবত অগত হই কবে। পুঙ্খ কতল মস্তা মস্তা। সাধ্যাদর্শনর প্রতিপাত্তা আধ্যাত্মিক আদি জীবির দুখ নিবৃত্তি করব। দুখর আত্মাত্মিক নিবৃত্তি হলে (অর্থাৎ বি নিবৃত্তি) পাচত আকৌ তখন উদয় নয় সেই নিবৃত্তি করবী) জীৱক

দোকদশাত তুলি নির্দান মুক্তি লাভ কবেয়া এই দর্শনর ঘাই উদ্দেশ্য।

সাধ্যা দর্শনর পাচত মহরী পতঞ্জলিয়ে পাচতল মর বচনা কবে। সাধ্যা দর্শনর লগত পাচতল দর্শনর সা সামঞ্জত আছে। ইয়াত যোগ, যোগ সাধন, যোগ প্রকৃতি বিষয়বিলাক বিশেষকৈ আলোচনা করা হৈছে। এই দর্শনর অইন নাম যোগদর্শন। এই সম্বন্ধে এটি বিষ্ণুর আছে যে অনন্ত নাগে নিজে পতঞ্জলি রূপে অবর্তীত এই যোগদর্শন নির্দেশ করিছিল। অতীত কালর আচার্য সকলে যোগ বলতে এই দর্শনর ভাষা, টীকা, আশ ব্যুত করিছিল। তার ভিতরত ব্যাসদেহর ভাষা বাস্কর শিষ্যর টীকা, দীবেশর ভোয়াবাহর ব্যাখ্যা বৃতি যিহ উল্লেখযোগ্য। ইহার্যাবিধেই যোগমণিপ্রভা, গৌ শিখা, যোগভাষারী এই আদি বহুত গ্রন্থর নাম পোষা যায়। বর্তমান ভারতত যোগবিজ্ঞান দর্শন হৈ পড়িয়া এই যোগবিজ্ঞানর ভূমত: প্রচারর কাণ্ডে সম্ভ্রাম্যক বহুবান হোতা উচিত।

পাতঞ্জল দর্শনর পাচত মহামুনি বৈশমিনিয়ে পু মীমাংসা দর্শন বচনা কবে। সকলো আতিক র্দন ভিতরত মীমাংসা দর্শন ডাভর আক জটিল। অষ্টপ্রকা কাণব হৈছে, এই দর্শনত সমস্ত বৈদিক কর্থ জা আক বেদর মূলতত্ত্ব প্রধানভাবে আলোচনা করা হৈছে। তেতিয়া ভারতত বৌদ্ধধর্মই পরিত্র বৈদিক কর্থ জা করিবটলে যোব মুক্তি ধারণ করিছিল তেতিয়া কিছুদ মহাশ্য মনীবীয়ে উজ্জল মুক্তি তরক নিয়োগ করি এই দর্শনর বহল প্রচারর ঘাইই প্রবল বৌদ্ধধর্ম করিছিল। তেওঁবিলাকর ভিতরত কুমালভিত্তি, প্রজ্ঞান আপোবেদে যোগাঙ্কিতাচর্য পার্শ্বগাবথি আদি মহাক-সকলর পরিত্র নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সাম্যর দর্শনত বৈশমিনি মুনিয়ে সকাম অদিকারীবিলাকর কাণ্ডে বৈদিক কর্থকাণ্ডর ব্যাখ্যা করাত মূল্য কোনো বিচার নকরিবে, তেওঁর ব্যাখ্যাত কর্থবিলাক নিদ্রাম ভাবে অস্বীকৃত হলে যে মুক্তির প্রয়োজক হয়, এটই বুল্য যায়। মীমাংসাচার্য আপোবেদে তেওঁর জা প্রকাশ গথতো এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করি হৈছে।

মহমতত ব্যাসদেবে বেদান্ত দর্শন বচনা কবে। এই বৌদ্ধ দর্শনকে উত্তর মীমাংসা বোলে। ভারতত এতিয়াও মুক্তি দর্শনকে আদি করি দ্বিবিলাক বৈষ্ণব দর্শন প্রচলিত আছে, সেইবিলাক বৈষ্ণব দর্শনকে সম্ব্রধর্ত। কাণব পঞ্জিকা মুনিকে আদি করি বৈষ্ণব দার্শনিক আচার্য-দর্শনর বিচিত্র গ্রন্থত পোষা যায় যে, তেওঁলোকর মতক প্রায় দর্শনর মত তুলি কৈছে। এই বৈষ্ণব দর্শনর দুগুণ বলবেই বিজ্ঞানভূষণ গোবিন্দ ভাষা নিধান করিব। ইহার্যাবিধেও অষ্টভেদবার প্রচার করিব। মহলে ভগবান শব্দাচার্যই শারীরিক ভাষা আক মাহারুজাচার্যই শ্রীভাষা বচনা কবে। আগেই "বেদা-য়োজক নিধি" এই কথাব খায়া কথ গৈছে, বেদান্ত র্দনে একমাত্র রক্ত নিরণর লাগি পরি আক জীৱসকলর অত্যাৱ উপংগর করি ত্রলোকো প্রাপ্তিধে পথ দেখুৱাইহৈছে। বেদান্ত দর্শনর পাতত মহরী "ব্যাসদেহে "স্বচ পুনরা-বর্ত্তত নচপুনরাবর্ত্ততে" ইত্যাদি শক্তি বাক্যর ধাৰা প্রণাতিত করিছে যে জীৱসকল ত্রলোকোতলে উঠিলে থাকৌ উভিত নাহে। কিন্তু এই ত্রলোকো প্রাপ্তিধেই তেওঁর মত মুক্তি নয়। দ্বিবিলাক পুঙ্খ উপাদানর মন্যে পুঙ্খক পাই তাবপাৱা তহুজন লাভ কবে, আক তাব কল্যেই মহাপ্রলয়ত হিবণার্গবর লগত মিলি নির্দান মুক্তি লাভ কবে সেইবিলাক পুঙ্খকে থাকৌ উভিত নাহে। নামান্ত উপনিষদতো কৈছে— তে ত্রলোকোকেতু প্রাপ্তিকালে পরাসুতং পবিনুচ্যান্তি সর্গে, অর্থাৎ ত্রলোকো প্রাপ্তিধেই যে মুক্তি এনে নয়, ত্রলো-পাদানর ঘাইই বি নিধান মুক্তি লাভ হয় সিয়ে প্রকৃত মুক্তি। এনে মুক্তি প্রদর্শনেই গৈছে বেদান্তদর্শনর ঘাই উদ্দেশ্য।

সম্ভ্রম পাঠক মহোদয়সকল, শেৱত আপোনালোকক প্রকৃত আঞ্জি বহুদিন স'চিৎ খোলা কথাবার লৈক মোব এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধর সামর্থ্য মারিব। মই কবে গোষ্ঠীতে যে আবার ভাষাত প্রাচ্য আক প্রাচীনা দর্শনসকলর বহু সঙ্গলন করি এনে তুংং গ্রন্থ বচনা কবাব ব্যৱস্থা করা হওক। এই গ্রন্থখন এনে হব কাণ্ডে যে দিসকল মইহর সকলো ভাষাত অদিকার নাই, তেওঁবিলাকেও

যেন এই গ্রন্থরপৰা সকলো দর্শনর মত আনিয়ে মুক্তিৰ পাৰে। আমাৰ দেশৰ হুবোয়া দার্শনিক পণ্ডিতসকলক যেন সাহিত্য সভাই এই বিধেৰ ভাৰ দিহে আক উং-শাঃ প্ৰদান কৰে। আমাৰ ভাষাত গুণ শ্ৰেণীৰ সাহিত্য কিতাপ অতি কম। ইংৰাজী ভাষাৰ সাহিত্য আক বহু ভাষাৰ সাহিত্যকলে চকু দিলে এই বিধেৰ ভালকৈ বুজিব পাৰি। গতিকে অইন অইন দেশৰ সাহিত্য লিখক-সকলৰ সংগ্ৰহ অমূল্য কৰি আমাৰ ভাষাতো গুণ শ্ৰেণীৰ সাহিত্য লিখাৰ সিদ্ধি কৰা যাবত। মুঠতে যি সাহিত্যৰ ভাব গুণ আক গঠনী হয় সেই সাহিত্যৰ উন্নতি আক গঢ় পৰিবৰ্তন হৈ নিজে নিজে বিকাশ হৈ আছে। এই ডাঙৰ ভাববিলাক প্ৰকাশ কৰাই সাহিত্যৰ উদ্দেশ্য আক মূল কাৰ্য। আমি কৈছো নিত্বৰ পুৰণি গাঁৱৰৰ দোহাইদি হাত সাৰতি বহি থাকিলে নহয়। অতীতৰ গৌৰৱ বন্ধা কৰি বৰ্ত্তমান আক ভৱিষ্যত উন্নতিৰ চেষ্টা কৰাহে মুক্তিবিদ। ভাষা জননীৰ সৈৱক বৃশিকিত মহাহুতসকলৰ নিঃসৰ্গ সাধনাত আমাৰ সাহিত্য সভাই আঞ্জি বিবিলাক মহাশয়া গঠন কৰিছে সেইবিলাক সনান ভাবে কলৱতী হলে আমাৰ আশাও ফলৱতী হই। এই বিশ পতিকাৰ জ্ঞান বিজ্ঞানৰ উন্নতিৰ দিনত আমাৰ এনেকোৱা এলেকোৱা আদে নিৰাশ দেখি অনুভূমিয়ে নিকট শাপিব। যাৰ পাঠত বনী, বাণ, ভগৱত, প্ৰাণনাৰায়ণকে আদি কৰি স্বপুৰ ৱক্ষিছিল, উষা, চিত্ৰলেখা, হেঁসলা, জয়মতী আদি গীতী ৱক্ষিছিল, যি দেশত অসমীয়া ভাষাৰ জীৱনশক্তি শৰণবেদ, দামোদৰ, শ্ৰীধৰ কন্দলী, আনন্দৰাম ৱক্ষিছিল, যি প্ৰাগ্‌জ্যোতিষ-পুৰত আঞ্জিও বশিষ্ঠাশ্ৰমণ সঙ্ঘা, ললিতা, কান্তাই হুই কুণ্ড পন্থিবে আসাম সাহিত্যৰ গীত গাব লাগিছে, ব'ত আঞ্জিও ত্ৰক্ষুপুৰৰ মাৰুত উমানন্দী, নীলাচলত মহামায়া কামাধাৰী-সুকুত সাহিত্য "যোগিনী তত্ত্বৰ" অম বৃত্তান্তৰ সাক্ষী হিব লাগিছে, হে ভগৱান, তোমাৰ শ্ৰীপাদ-পাণ্ডব মিনত জনাইছো, সেই দেশত আকৌ এবাৰ জ্ঞানৰ পোহৰ পেলাই দিবাঁ। ওঁ তৎসব।

শ্ৰীদীবেশ্বৰ ব্যাকৰণতৰ্ণী।
গৌৰীপুৰ।

গুৱালাপাৰৰ ইতিহাস।

(প্রাকৃতিক বিবৰণ)

বৃহৎ ভ্ৰাম্য পশুক্ষেত্ৰপৰিণামিত ভাবত সগ্ৰাহ্য ভিতৰত অসম এখন প্ৰাকৃত প্ৰদেশ, আৰু প্ৰকৃতিৰ নীমাত্মি। ইয়াৰ চতুৰ্দ্দিক পৰ্বতমাৰ্গৰে পৰিবেষ্টিত থকা হেতুকে ইয়াক এটা উপত্যকা বোলে। বৰ্তমান সময়ত গুৱালাপাৰ অসম প্ৰদেশৰ এখন ডাঙৰ জিলা। তাৰ চৰকাৰণক বিচাৰণে যেনেই বিভক্ত কৰিছে, ব্ৰহ্মপুত্ৰই নানা ভঙ্গীৰে প্ৰবাহিত হৈ গুৱালাপাৰখনকো তেনেইকৈ ছত্ৰাগ কৰি অতুল ঐৰ্থবাৰ অধিকাৰিত কৰিছে।

ইয়াৰ উত্তৰে কুটীয়া পৰ্বত আৰু দক্ষিণে গাবো-পৰ্বত শ্ৰেণীয়ে নুব তুলি আৰু বাহে বিভাগ কৰি অটল ভাবে থিয় হৈ থাকি, বিপক শৰণ আৰুখনৰ গথ বন্ধ কৰি গৈছে। পূৰ্ব সীমাত কামৰূপ জিলা আৰু বেগুৰী স্বেতবিনী মনসা আৰু সিলকা নৈ; পশ্চিম ফালে কোচবিহাৰ, বংগুৰ জিলা আৰু শোণকোণ নৈয়ে পৰিবেষ্টন কৰি মধ্য ও পাৰ্ব্বভী জনপ্ৰাণীৰ অৱ-জন যোগাই থাকিব লাগিছে।

গুৱালাপাৰ জিলাৰ সিনে শিলে, সেৱমন্দিৰত, বনত অতীত কীৰ্ত্তিৰ ভ্ৰাম্যৰেণ আৰু অৰ্ধবিন্দয় স্থপতি বিভাৰ অধুগন শিলনৈপুণ্য আৰু কাৰকাৰ্গ; সমগ্ৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ঠাইত অক্ৰভেদী সিবিপুৰ, কোনো ঠাইত চাপৰ পৰ্বতমালা, কোনো ঠাইত শিলমু, সোলাক, মাল পৰিবেশিত স্থবিতৰী সমগল, স্বেতবৰ্তী, কৰবাত বা নানাবি জলজন্তু সম্বিত খাগ, বিল; কৰবাত বৰত ধাৰাৰ নিচিনাকৈ প্ৰথম প্ৰতিবে প্ৰবাহিত প্ৰদেশৰ উত্তম তাপসমূহৰ অভিনবিত নৰনাভিৰাম নিৰ্ধন বনকুৰ; কৰবাত নানা জাতীয় বিবিধ বিচিত্ৰ বৰ্ধন জিহিত চৰাইৰ জাক আৰু নানা তৰহৰ তৰুকাৰিৰে হাবি আৰু পুৰণি কলীয়া হিন্দুকীৰ্ত্তি সৰ্গৰ বিৰাজ কৰিছে।

বৰদেপত এনে পুৰণি হিন্দুকীৰ্ত্তি অথবা হিন্দু বিলাকৰ অতীত কালৰ কোনো বিশেষ চিন অৰু প্ৰকৃতিৰ লীলাকুচি অতি চৰ্দ্ৰত; কিন্তু বহু অসমৰ কথা এৰি অকল এই গুৱালাপাৰ জিলাখনে পৰিগণন কৰি চাওঁই কিমান যে প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য আৰু হিন্দু ব্ৰাহ্মবিলাকৰ ঐৰ্থবা ও বীৰবৰ চিন থৈ লগে লগে অসমত অতুল ঘটনাক্ৰমী সফলিত পৌৰাণিক ইতিবৃত্ত জ্ঞানৰ পাবি, মনত যে কিমান অধিক্ৰমী কৌতুহল ওপজে তাক বৰ্ণনা কৰি ওৱ পেশা নোৱাৰি।

(গুৱালাপাৰ নামৰ উৎপত্তি)

“গুৱালাপাৰ” এই নামটো আধুনিক। এই চমদৰ পোন প্ৰথমে হি ঠাইত পতা হৈছে, তাত এটা পৰ্বত আৰু পূৰ্ব-পশ্চিম সীমাইদি পৰিষ্ণ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদৰ দৰ্ উত্তৰ ফালৰপৰা বেগুৰী হুগীতগা মনসা নৈ তৈ ধৰি যোগিয়েণা নামেৰে ঠাইত ছুইবো নগম হোৱাত, ইয়া মাজতে এটা বহল মাজুলীৰ উৎপত্তি হয়। এই মাজুলী থলত গৰু, মহ আদি বাসিবৰ নিমিত্তে ব্ৰহ্ম অৰু হুগল দেখি বৈমনসিং আৰু বংগুৰপৰা হিন্দুৰ সলগোণ, গৰু-মহ গৈ উজাই আহি এই ঠাইৰফ আৰু তাৰ কাৰ্যত থকা আন আন হুগল ঠাই উপনিবেশ স্থাপন কৰে আৰু ইহঁতে বাস কৰ ঠাইবিগনৰ নাম “গোৱালটুলী” ৰাখে। মানৰ জী- আৰু মাজতে বহু হুৱাৰ এৰি অহা কিছুমান কৰিঙা হাৰ মন্ত্ৰ-ছাত্ৰী মাজেৰে উভানৰ পৰা আহি এই ঠাইৰফ স্থপতি কৰাত, টুলিৰ ঠাইত “পাৰা” শব্দ ধোৱাত “গোৱালটুলীৰ” পৰা “গোৱালাপাৰা” আৰু পাচত তাৰপৰা “গুৱালাপাৰ” হ’ল। কিন্তু গোপ জাতি থকা ঠাইবিগনৰ আছিলগৈ গোৱালটুলী বৃগিৰে ব্ৰহ্মা আছে।

ছাত্ৰজতে গুৱালাপাৰখন কামৰূপৰ এটা অংশ নামেৰে আছিল। বি ভূমিবণ্ডক অৰ্ধি বৰ্তমান গুৱালাপাৰ জিলা বুলিছে, তাৰ পূৰ্বে এই নাম নাছিল। বৰমানবিলাকে যেতিয়া কামৰূপ বাৰাৰ পশ্চিমাংশ অধিকাৰ কৰে, তেতিয়া তাৰ শাসনৰ নিমিত্তে এই জিলাৰ বৰমানভিত্ত এজন প্ৰধান কাৰ্যকাৰক বা নৰাধিকাৰী মাজেত এই বিজিত প্ৰদেশখনক কামৰূপ, হেৰুকা, যোৰাধাত এই কেইটা চৰকাৰত ভাগ কৰিছিল। এয়া গোটোইখন গুৱালাপাৰ জিলা চৰকাৰ চেৰেকৰীৰ স্বৰ্গত আছিল। এই সময়ত বৰ্তমান বুলী পৰ্যগণাও এই হেৰুকা চৰকাৰত ভিতৰত আছিল। ১৮২২ খৃ: এই হেৰুকা বোণা ঠাইখনক ইংৰাজৰ ৰাজত্বকালত বেতিয়া হুগুৰপৰা বেলেগ কৰি এখন নতুন জিলাত পৰিণত কৰে, তেতিয়াৰপৰা এই ঠাইখনক “গোৱালাপাৰা জিলা” নাম দিয়া হয় আৰু ইয়াৰ সমৰ ঠাই “গুৱালাপাৰ” নগৰ পাতে।

প্ৰাকৃতিক সীমা যেনে চিৰস্বাৰী নহয়, ৰাজনৈতিক সীমাৰ তেনেকুৱা স্থায়ী নহয়। আজি বিঘন দেশ বা প্ৰদেশ সীমাৰ বি চিনি দিয়া আছে, বহু কালৰ আৰুত গা চিত্ত সেই সীমা বা চিনি নাছিল আৰু সেনাকিৰ। প্ৰথম মহাপাগৰ এদিন চাহাৰাৰ নিচিনা বিপদ মক্ৰুহি, বৰুৱা অটল অক্ৰভেদী হিমাচল স্থপতীৰ বেগুৰী স্বেত-বিনী ৰূপে যে পৰিণত নহৰ তাক কোনে কৰ গাৰু? ৰাজনৈতিক সীমা শাসনৰ প্ৰয়োগ আৰু স্থবিগা-স্বেতৰ কাৰ্য দ্বাৰাই নিৰ্ণিত হৈ থাকে। সেই বাবে, যুগ, পৰ আৰু কাৰণ পৰিবেশৰ লগে লগে যে আটাই-বিলাকৰে পৰিৱৰ্তন ঘটে, এইটো অক্ৰভেদ স্বেত পালন-বৰ্তী আৰু নিয়তিৰ লিখন।

ইং ১৮২০ চনত বেতিয়া অসম প্ৰদেশ ইংৰাজ পৰ্ব্বনৈটৰ হাতলৈ আহে তেতিয়া অসমক বৰদেপশৰ এটা বিভাগ কৰি সেই বিভাগৰ লগত গুৱালাপাৰক গুণ যোগাৰ আৰু বৰদেপশৰ পৰ্ব্বনৈট এই প্ৰদেশখনক গানন কৰে। ১৮৩২ খৃ: কুটান মুক্ৰ্ত ইংৰাজ পৰ্ব্ব-নৈট পূব হুৱাৰ অকল অধিকাৰ কৰি গুৱালাপাৰ বিভাৰ লগত চামিল কৰাত এই জিলাৰ আয়তন বৃদ্ধি

হয়। এই হুৱাৰ অকলক পাচ মহল বোলে। ইং ১৮৩৬ চনত জিলাপনক অসম বিভাগৰপৰা হেৰেগে কৰি কোচ-বিহাৰৰ লগত বনা হৈছিল। কিন্তু ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দত যেতিয়া অসমক বৰদেপৰপৰা পৃথক কৰি এখন হুকাঁয়া প্ৰদেশ গঠন কৰে, তেতিয়া গুৱালাপাৰখনক আকৌ অসমৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰি লোৱা হয়। ইয়াৰ ভূমিবিগন ৩০-২৭ বৰ্গমাইল; ১২১১ খৃষ্টাব্দৰ পৰ্যনাত সৌকসংখ্যা ৩০০৪৩৬ ৭ গুণ।

(কোচ ৰাজবংশ)

ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰশ্বৰৰ বাহৰ ৰাজত্ব অস্তত বৃগীয়া ১৭শ শতাব্দীলৈকে এই অঞ্চলখন কোচ ৰজাবিলাকৰ কবতীয়া আছিল। গুৱালাপাৰ কোচ ৰজাৰ ৰক্ষামান আৰু কোচ ৰজাৰ ৰাজত্ব আদি ঠাই। এতিয়া পৌৰাণিক ৰজা আৰু ৰাজত্বকাল পুৰাতত উল্লেখ কৰিবলৈ গ’লে বিষ্ণু নীৰ কোচ বা শিববংশৰ ৰজা আৰু বাহৰ কালৰ ঘটনামূলীকে এটা উল্লেখযোগ্য বিঘৰ। কিন্তু আটাইবিলাক কথা নিশিগ্ৰহ কৰিবলৈ গ’লে এখন ডাঙৰ বুধতী টৈ পৰে। আৰু বৰ্তমান বিষ্ণু নীৰ ৰাজ গৈ তুমুল আইন গুৰু চলিছে, এনে যুগত চমু বিবৰণ প্ৰকাশ কৰি নীৰৰ থকাৰে সন্যতী।

(কোচ ৰাজবংশৰ উৎপত্তি)

এনে এটা কিম্বদন্তি আছে যে, হিমগিৰিৰ অংশ বৃহত চিন্দুলীৰ গুৰুত “চিকুনাই” নামেৰে এটা পৰ্বত আছে। তাত “আহো” নামেৰে এজন কোচ বংশৰ বীৰ-পুৰুষ আছিল। তেওঁৰ ২ জনী হেৰুকাটী আছিল। ডাঙৰ জনীৰ নাম জিবা আৰু সৰু জনীৰ নাম হীৰা। হীৰা ৰূপে গুণে বৰ শুভনী আছিল। হাৰিৰা সেছ, নামান্তৰ, হাৰি দাসেৰে সৈতে তেওঁসোৰৰ বিয়া হয়। হৰিদাসে নিৰ্ধৰ দৰৰ ওচৰতে পাৰাধৰ কাৰ্যত আহ বেতি কৰিবলৈ হাল বাৰ। নিমস্তান ইংৰাই স্থানীৰ নিমিত্তে তালৈকে নিতী তাত পানী গৈ যায়। সেই পৰ্বতৰ নামনিত এজোপা ডাঙৰ বেগ গছ পকা ফলৰ ভৰত নুব দোৱাই আছিল। সেই তুকৰ যোগী-বেশণাৰী পৰাকী শুব্ৰভাৱন ভগৱান তবানীপতিয়ে

হীৰাক ফাজন মাহৰ চোকা ব'দৰ ভাপত নীলটো অহা যোৰা কৰা দেখি, তেওঁৰ ক্ৰম আৰু পণ্ডিততা ভ্ৰাত মোহিত হৈ সাদৰে মতি নি, হাতত এটা যুগল আৰু এটা কেচা বেল দি কলে, "পকা বেলেটা লৈ গৈ এতিয়া অকটৈ গাৰা, আৰু কেচোটো খোজা পকিৰ তেতিয়া সেই হেৰাই থাক। ইয়াৰপৰা তুমি গৰ্ভৱতী হবা; আৰু তেতিয়া লৰা উৰাৰিৰ হেতীয়া ইয়াইলৈ মোৰ ওতৰলৈ গৈ আহিবা"। পতিপৰাচৰা হীৰা যোগেশ্বেন-ধাৰী কৰা আৰাৰ শিবত তুলি ঘৰলৈ আহে আৰু উপদেশ অহাৰূপে কাৰ্ণা কবিতল, কালক্ৰমে তেওঁৰ গৰ্ভত যথাক্ৰমে ২ জন লৰা ওপজে। প্ৰথম জনৰ নাম শিৱসিংহ আৰু ২য় জনৰ নাম বিষ্ণুসিংহ বাহিলে। যোগেশ্ববৰ পূৰ্বকথা মতে দুয়ো লৰাই সৈতে হীৰা আকৌ ধিৰুকম্বুত গৈ উপবিভ হুত, যোগেশ্বেন-ধাৰী ভগৱান ভৱানীপতিয়ে মহাকাব্য আৰু মহমান দণ্ড প্ৰদান কৰোঁতে বিত্তয়ে ততালিকে অগ্ৰগামী হৈ অতি আগ্ৰহে যৈতে গ্ৰহণ কৰি পিতাৰ বিদাই হৈ ঘৰলৈ গুচি আহে। বিষ্ণুসিংহ নামা বিষ্ণুৰূতে সেই দণ্ড আছিলেকে পুত্ৰা পাৰ্শ্বণ আদি উৎসৰ্মিছিলত দেৱ দেৱীৰ যুগ্মজাত শোভাযাত্ৰা, হস্ত, হস্ত সম্বিভে উপলিঙা হয়। জিৰাৰ গৰ্ভত হৰিদাসৰ উৰনত চন্দন আৰু মনন নামেৰে গুজন বৰা ওপজে। মনন চিন্দুইই পৰ্বত নিবাসী অষ্টগ্ৰামৰ অধিপতি তুৰ্ক কোটাচালোৰে সৈতে যুদ্ধ কৰি নিঃসন্তানে মৃত্যু হন। প্ৰলয় পৰাজিত আৰু দীশক্লিষপুৰ বিজয়ে বৈদ্যেয় জাত্যৰ শোক অপমানক কৰিবৰ কাৰণে বা: ১১৭, আৰু ১ম কোচাৰাজ শকত চন্দনক নিজ অক্ষতৰ ৰাজ্যৰা প্ৰদান কৰে। সেই সময়ৰপৰা কোচ ৰাভতত শৰব গণনা আৰম্ভ হয়।

(মহাৰাজা বিষ্ণুসিংহ)

চন্দনৰ মৃত্যুৰ পাচত বিজয়ে বিষ্ণুসিংহ নাম হৈ বা: ১০০ ও ১৪ ৰাজশকত ৰাজসিংহাসনত মন লৈ শিৱসিংহই চহৰ ৰাধল কৰি ৰাজত বহে। অষ্টম দেৱী যি সময়ত ইলণ্ডৰ সিংহাসনত অধিষ্ঠিত, ইয়াহিম লোভি যি সময়ত দিল্লীৰ সম্ৰাট, নাছিবজংগা যি সময়ত গৌৰ নগৰৰ বদাধিপৰ আসনত অধিষ্ঠিত, সেই সময়ত গুণাগ

পাৰৰ বীৰকেশৱী বিষ্ণুসিংহই অসমৰ প্ৰান্তেপৰা অহাইওঁবিৰ পশ্চিম সীমা কমততৰ বৰজগত পৰা দিক্ৰবাসিনীলৈকে গোটেই প্ৰদেশ নিজ মন্ত্ৰীয়া কৰি ৰাখিছিল। আৰু এই সময়তে তেওঁ নিৰ্ধৰ্ণ গ্ৰহণ কৰিছিল। মিঠাৰ মেঘিমাৰ চাহাবৰ বস্তু বিৰোগেই ১২ পিঠিত আৰু বিষ্ণু-নী ৰাজেশ্বৰৰ চিঠি শিগামতে জনা যায়, অতি পুৰণি কাগজত "বিষ্ণু ৰাজতীয়া নাহেহেই "ৰাজকুল-ব্ৰহ্মৰ" আছিল। শিৱসিংহ যিহে নৱপতিয়ে প্ৰাণ্ডৰ ব্ৰহ্মবৃন্দ মণ্ডলীৰ ধৰ্মাগণে পৰিচূপ নহৈ, মিথিলা ও শ্ৰীহট প্ৰভৃতি দেশ দেশাৰ পৰা শাস্ত্ৰজ বিপ্ৰ আনি ধৰ্ম শিলা আৰু উৎসৱ মন কৰিছিল; আৰু নানাবিধ তান্ত্ৰিক অধ্যায় উপনয়ন প্ৰণয়ন কৰিছিল; এই তন্ত্ৰাদিবেৰপৰা স্বয়ং শিৰসীয়া বুলি জ্ঞানিব পাৰি, নিজ বংশধৰবিলাকক "কোটা" নগ পৰিঘৰ্তে "নাৰায়ণ" পদবী প্ৰদান কৰে। এই ক্ৰমে পাই আন আন কিছুমান জাতিয়েও বৰাৰ লগ বুলি চিনাকি দি "ৰাজবংশী" হৰ্ষলৈ ধৰিলে। বৰ্মন কোচাৰহাৰ আৰু বিষ্ণু-নীৰ ৰাজেশ্বৰ, অহাইওঁবিৰ বাহু, দং আৰু বেগতৰৰ ৰামপৰিবাৰলক এই গুৰু পাৰত ওপজা কোচৰজা বিষ্ণুসিংহ সন্মান যি: বিষ্ণুসিংহ নৱপতিয়ে গৌৰ পৰাভ্যন্ত কৰিবৰ কামতে সঠিকতে যাত্ৰা কৰি অহাইওঁবিৰ পশ্চিমে থক দুখোৰে নিজ অধিকাৰত ভুক্ত কৰিছিল। পাচত উভতি আছিলে ভায়েক শিৱসিংহ-ৰাজকত অহাইওঁবি বা বৈকুণ্ঠগুণ শামলকৰ্তা গুৰু ৰাজধানীলৈ আহে; দুঃসংহাৰী নৰনাৰায়ণ, গুৰুৰূপ এই তিনিজন পুত্ৰ বাৰি অৰ্থ বৃদ্ধ হৱাত নানকৰ্তাৰা সংবৰ কৰে। তেওঁ হিলাল তল প্ৰদেশৰ হিলালবাস নামেৰে এখন ঠাইত ৰাজনী পতিছিল। "কোটা জাতা বৰ্ভমান থাকোঁতে কনিষ্ঠ গি ৰজা হন", এই কথা বিবৃত কৰা মোৰ উদ্দেশ্য নহ; এ নিমিত্তে ইয়াক পঠিবাৰ কৰা যেন। মহাৰাজ বিষ্ণুগ কামৰূপৰ শানকৰ্তাৰ ৰাজকৰ বিয়া কৰাইছিল।

(মহাৰাজ নৰনাৰায়ণ)

মহাৰাজ নৰনাৰায়ণে ১৬ শ শতাব্দীৰ আৰম্ভে ১৬১১ ও ৪৫ ৰাজ শকত ৰজা হৈ ৩০ বছৰ ৰাজ

ৱৰ সংঘা]
 এই মহাৰাজৰ আনতৰ বনাম "নাৰায়ণী" পূৰ্ণ ও অৰ্দ্ধ মুদা আৰু সিংহছাপ মুদা প্ৰচলিত হয়। ১৮৩৬তঃ সৈকে এই মুদাৰ প্ৰচলন আছিল। উকাৰ এদলে তেওঁৰ নিজৰ নাম আৰু আন কালে বেবনাদেৱী গ্ৰাহৰেবে মহাসেনৰ নামৰ ছাপ আছিল। সিংহছাপ মুদাত সিংহ মুঠি আছিল। এওঁৰ ৰাজত্ব কালতে মুক্ৰমে-মৰ দৰতই "বহুমানা ব্যাকৰণ" বচনা কৰিছিল। এওঁৰ ৰাজত্ব কালতেই অসমৰ দক্ষবীৰ গুণভিঞ্জ পতিত-প্ৰেম শ্ৰীশ্ৰীশৰব দেৱৰ গুৰিৰ নিৰ্ণয় বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ প্ৰৱৰ্ত্তন হ; আৰু সেই ধৰ্ম তেখেতৰ প্ৰধান শিষ্ট মাহৰ বেৰৰ বাৰাধি প্ৰচাৰিত ও নানা ঠাইত মহাপুৰুষৰ সজ ৰূপিত হয়। এই সময়তে ১৬৮৪ৰ দেৰে গুণাগণৰ ৰামকৰ, কোকনা, মুক্ৰমুনিয়া ও দেৱানী বিধৰ ৰাজত থকা "স্বৰচিত্ৰা" গাৰ্ভত আহি বান-সহ পাতি থৈ যায়। পিতাৰ চতুৰুজ দেৱে তাৰ কাৰণে বিকুপুৰ নামেৰে ঠাইলৈ সেই সত্ৰ তুলি আনে। এই সময়তে কৰিবৰ ক্ৰুপ দ্বিত্তে এখন শ্ৰীশৰব দেৱৰ জৌৱন হবিলে গিলে।

এই মহাৰাজা নিজে অতি হুনিপুণ বোদ্ধা আছিল, সেই দেখিতেওঁৰ আন নাম ময়লক্ষ আছিল। এওঁৰ আঁঠু ভাতা চিলাবাৰ বা বীৰকেশৱী গুৰুৰূপ প্ৰদান সেনপতি আছিল। প্ৰেম অহমষ্ঠিত আছে যে চিলাবোৰে দিহিৎস কৰি, ৰাজধানী গোৱাৰিহালৈ আহিলত, স্বয়ং ৰাজসিংহাসন গ্ৰাভ প্ৰজা-গানে তেওঁৰ মনত জাহ্নুবিষেৰ আৰু হিঙ্গা প্ৰস্তুৰিৰ হকাৰ হয়। কিছু দিনৰ পিচত এদিন ৰাতি হাতত অস্ত্ৰ লৈ, কোঠা সগোৰক হত্যা কৰিবৰ অভিপ্ৰায়েৰে তেওঁৰ শয়ন প্ৰকোঠত প্ৰবেশ কৰি দেখিলে যে, বৃগি মুক্ৰমেৰে চাচিত পৰাঙ্কত শুই থকা গজীৰ নিদ্ৰাত নিদ্রিত, ৰাজকল্পতিৰ মূৰৰ ওপৰত এটা জাম্বৰ ফলী-বাকৈ ফেট তুলি আছে। চিলাবাৰ চমকিত, গুৰুত আৰু ভীত হন; আৰু মনত আত্মহানি ও বিবে-ৰূপ অবিভাৰ হোৱাত এনে হুণিত আৰু পাপ কাৰ্য্যপৰা বিবত হৈ হাতৰ যজ্ঞোৰে সেই শয়ন কৰক-এটা হস্তত এটা কোব মাৰি চিন থৈ গুচি যায়। তাৰ পিচদিন ইয়াৰ আত্ম মৃত্যুভক্ত জনাই এই দুৰ্ঘটনাৰ বাবে

ৰজাৰ চৰণত কমা ভিন্ডা কৰিলে। সত্ৰধৰ জাহ্নুৰূপগ ৰজাই জাহ্নব যপৰাৰ কমা কৰি তেওঁক সোণকাল মৈবপৰা অসম কামৰূপলৈকে অৰ্ধাৰ্ধা গিলা বা বংশ-ভাঙ্গাৰপৰা দিক্ৰবাসিনীলৈকে বিসৃত হৈ থকা, কাম-ৰূপ, দক্ষিণকুল, চেকেনী আৰু বলাগভূম, এই চাৰি চক-কাৰৰ ৰজা পাতি হয়। ইয়াৰেপৰা বিষ্ণু-নী ৰজাৰ বস্ত্ৰ ৰাজত গঠিত হয়। আৰু এই চিলাবোৰ "সুত্ৰ-ৰূপ" নামে সন ১০২ জনত ৰাহসিংহাসনত অধিষ্ঠিত হয়। এওঁই বিষ্ণু-নীৰ আদি ৰজা। এওঁই ককায়েক নৰনাৰায়ণেৰে সৈতে কামাণ্ডা, ভূৱনেশ্বৰী, টুক্ষেৰবা, নন্দেশ্বৰ, ও শ্ৰীহৰা প্ৰভৃতি দেৱ দেৱীৰ পীঠস্থান আধিকাৰ কৰি মন্দিৰবিধ সজাই দি প্ৰত্যেক পীঠতে সৈন্যনিম পুত্ৰা অৰ্দ্ধানদিৰ নিমিত্তে বিত্ৰ আৰু ভূমি দান কৰি বিপ্ৰমণ্ডলী নিয়োজিত কৰি দিয়ে; কামাণ্ডাৰে ভগ্না মন্দিৰবিধেৰে দুৱৰ সংৰাধ কৰি দিয়ে। এনেকুৰা ভাৱে আছে যে, কামাণ্ডা মন্দিৰত দুয়ো ভায়ে দেৱীৰ নাচন চাওঁতে দেৱীয়ে যং কৰি এই বুলি অভিপায় দিলে যে "তোমালোকে আধিবপৰা মোৰ ঠাই এৰি গুচি যোৱা"। ভৱিভাতে তোমালোকৰ বংশৰ কোনোবাই মোক দৰ্শন কৰিলেই আহিলে বংশ ধ্বংস হব"। এই কাৰণে তেতিয়াৰেপৰা বিষ্ণু-নী আৰু কোচ-বিহাৰৰ ৰাজেশ্বৰে কামাণ্ডা পীঠ ৰক্ষণ কৰিলেই নেদায়। এওঁলোকে দেৱীক দৰ্শন কৰিবৰ সময়ত বাওঁ কাপে ধাৰেশ আৰু সোঁফালে কাঠিকক দেখিবলৈ পাই-ছিল, এই নিমিত্তে হৰ্গী পুৰাণৰ সময়ত দেৱীৰ মুঠি এনেকুৰা ভাবে আছিলেকে প্ৰস্তত কৰি পুত্ৰা অৰ্দ্ধানদি সন্মানিত কৰি আহিলে। আৰু শ্ৰীশ্ৰীশৰব ৰজাৰাধীৰ পিচ দিনা পেৰু অৰ্ধাৎ বোকা ভাঙনাৰ দিনা মহনা গছৰ ঠাৰি কাটি মহা সাদাৰেপেৰে সৈতে আনি তাৰ ৰাৰা দেৱীৰ কেশমণ্ড কৰি দেৱীমূৰ্ত্তি প্ৰজোতা হয়। আৰু সেই দিনাৰ পৰা বিষ্ণুৱা দশমীমূৰ্ত্তি পুত্ৰা পাৰ্শ্বণ হৈ থাকে। কামাণ্ডাৰামত হুয়ে ভায়েকৰ প্ৰতিমূৰ্ত্তি আৰ্জিভৈয়ে আছে।

(মহাৰাজ গুৰুৰূপ)

মহাৰাজ গুৰুৰূপে মহাপুৰুষ শৰব দেৱৰ ভায়েক ৰামদায় নামেৰে জৌক কৰ্মাধিপ্ৰাক: বিয়া কৰাইছিল।

সেই বিরাটো চৌহান এতিয়াও বামহাৰ বুদ্ধি বুলি বিখ্যাত আছে। তাতেই ছন্দমালা সৰু স্থাপিত হৈছে। চিলাৰায়ৰ ঔপদন্ত কমলাপ্ৰিয়াৰ গৰ্ভত বসুদেৱৰ জন্ম হয়। মহাৰাজ নৰণাৰায়ণৰ কোনো সন্তান সন্ততি নগোৱাৰ বাবে বসুদেৱক স্বীয় ৰাজ্য কিম্ব পাচত তেওঁৰ পুত্ৰ ঔপদন্তৰ লগত বাণিজ্যি; কিন্তু পাচত তেওঁৰ পুত্ৰ ঔপদন্তৰ কাৰণে বসুদেৱ পিতৃ ৰাজ্যলৈ গমন কৰে। মহাৰাজ শুক্লৰাজে ১০৯২ খৃঃ অসম গড়গাঁৱৰ অধিপতি চুৱন্দাৰ পুত্ৰক চুফাংলৈ অতিশয় উদ্ধত আৰু মহাবিক্ৰমানানী হৈ উঠাত, তেওঁক পৰাভূত কৰি চৰাইগোবঃ নামধাৰী পৰ্বতলৈ পলাই দিয়ে। কোচ-বিহাৰৰ ১১৮ ক্ৰোশ পূবফালে ৰাণীৰ হাটৰ অশ্লগ দুৱত আৰ্জিক কিংমান গড় আৰু পকী ঘৰৰ ভগ্নাৱশেষ আছে; এই ঠাইখনক "চিলাৰায়ৰ কাঠি" বোলে। বিখ্যিত ৰাজ্যত শুক্ল বনৰৰ পলভা পুতি বাথি চিন বাণিজ্য বুলি এওঁৰ নাম "শুক্লৰাজ" হৈছিল।

(মহাৰাজ বসুদেৱনাৰায়ণ)

মহাৰাজ শুক্লৰাজৰ মৃত্যুৰ পিচত বসুদেৱ নাৰায়ণে পিতৃসিংহাসন লভি, তেওঁৰ ৰাজ্যত গণধৰ্ম নামৰ গুপ্তসিদ্ধ শিৱানুগুণ কাৰিকৰৰ হত্বকাই মৰিছুট পৰ্বতত গুহস্থায়ী গৱাসন মন্দিৰ, আৰু কোলাসুৰৰ ব্ৰহ্মমা মন্দিৰৰ সংস্কাৰ কাৰ্য্য ১৫০৩ খৃঃ সমাপ্ত কৰায়। ১৫২৩ খৃঃ বসুদেৱ স্বৰ্গী হনত তেওঁৰ ছোৱাট পুত্ৰ পৰীক্ষিতনাৰায়ণ বাহুসিংহাসনত বহে।

(মহাৰাজ পৰাক্ষিতনাৰায়ণ)

কোচবিহাৰৰ মহাৰাজ লক্ষ্মীনাৰায়ণ সৈতে এওঁৰ বালকসংগ্ৰাম আৰম্ভ হনত এই যুগ্মযোগে ঢাকাৰ নগৰে ১৬০৩ খৃঃ পৰা কৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰাত নিজৰ সতীৰ কৰিশিকৰ বৰতা আৰু জনসিদ্ধক গণৰাজ্যৰে সৈতে, পৰীক্ষিতনাৰায়ণ দিল্লীলৈ মগল বাদশাহৰ ওচৰলৈ গৈছিল, আৰু এই বিষয়ে আম্ৰম বৃত্তান্ত জনাই সেই বাদশাহ তৰফপৰা সেনা-সামন্ত লৈ মজীক দিল্লী নগৰতে এৰি উভতি আহোতে ১৫১৬ খৃঃত পাটনাৰ বসন্ত ৰোগত

মৰে। এই শোকৰ বাতৰি বাদশাহৰ ওচৰে ততালিকে নোৱাৰত বজাৰ কোনো নাই বুলি কোৱা উক্ত ৰাজসতীৰ বাদশাহৰ পৰা "কাননগোপ" বৰন হৈ আহি বিজ্ঞানী মলুকৰ যুৱাদি পৰণাৰ অধিপতি হৰ-ইয়াবেশপা গৌৰীপুৰৰ জমিদাৰীৰ স্তম্ভ হয়। বহু-মাতি বা পুৰণি গৌৰীপুৰ নামৰ ঠাইখনত ৰাজসতী সজোৱা হয়। পিচত তাৰোপৰা বামহাটী ভাৰি আহি বৰ্তমান গৌৰীপুৰত নিৰ্মাণ কৰোৱা হল। জমিদাৰী ভৱানীপ্ৰিয়া বৰুৱানীয়ে "ৰাণী" উপাধি লাভ কৰিছিল। এতিয়াৰ জমিদাৰ "ৰজা" উপাধিগোৱী হৈছে। বুলি লোকৰ মুখে জনিবলৈ পোৱা গৈছে যে, মহাৰাজ পৰীক্ষিতৰ লগত লৈ যোৱা মহামায়া বেয়ী সোণৰ প্ৰতিমূৰ্ত্তি আৰু বসুদেৱনাৰায়ণৰ নামাঙ্কিত ব্ৰহ্ম কামান হাততে এৰি যোৱাত গৌৰীপুৰ বজাৰ বহু আৰ্জিকৈকে স্থাপিত ভাবে আছে। এই সেই বৈষ্ণৱ ধৰ্ম্মাৱলীৰ হোৱাতো আৰ্জিকৈকে গৌৰীপুৰ বাগনৰ জুৰণীসুৰৰ পদ্ধতি চলি আহিছে। আৰু উক্ত মহামায়া বা গৌৰী-দেৱীৰ নাম অক্ষয়ৰ গৌৰীপুৰ নাম হৈছে। মূলপ্ৰথা অক্ষয়গাৱী প্ৰত্যেক বছৰ বেতীৰ দ্বি-বাৰি শিশুৰ মাঠেৰে সজা হয়। উক্ত মহামায়াত ৰাজে অক্ষয় কোনো মাঠেৰে সজা প্ৰতিমাৰ পূজা হিয়াত নহয়। আৰু ৰাতি দেৱীৰ মতগ মৰণিতচত ৰাৰ পৰমাণি আনোক নাগা থকাতে এটা প্ৰচ্ছলিত "মদৰা" বণা হয়।

(মহাৰাজ চন্দ্ৰনাৰায়ণ)

ৰজা পৰীক্ষিতৰ পুত্ৰ চন্দ্ৰনাৰায়ণ এইবিলাক বিয় আজোগ্যত জামিৰ শিৰ শোকে হুংৰে অধিৰ হয়। তেওঁ দিল্লীলৈ গৈ বাদশাহৰ পৰা ৰাৱিৰ নামে শালিমা ২২০০০ টকাৰ মহাধাৰ, আৰু তৰিচ চৰকাৰৰ বাৰত ৬০০০০ টকাৰ ৰাজস্বীৰ হিমি পাই ৰাজধানীলৈ উভতি আহি ৰাজত্বত কাৰ্য্যে হয়।

(মহাৰাজ জয়নাৰায়ণ)

মহাৰাজ চন্দ্ৰনাৰায়ণৰ মৃত্যুৰ পাচত ৰাজ্য দয়নাৰায়ণ প্ৰাৰ্ণনাহাৰী ৰাজা মানসিংহ আৰি অসমে সৈতে যুদ্ধ

ৰ্দ্ধ জৰণৰ চেকেৰী ও কামৰূপৰ সীমানা মনাস নৈ-ব্দয় মৰকৰ কৰি দি উভতি যায়। এই সময়ত দৰাং-বদৰি গাৱানৰাৰিৰ অধিপতি আছিল। বসুদেৱ-পুৰ নামক গৰ্ভত নৰাৰ এজন পান্না বহিছিল। এই সময়ত ইয়াৰ বহুত আৰু পাৰ্বৰ্বৰী ঠাইত গণক-পুত্ৰী, পদ্ম-পুত্ৰী, ভেট-পুত্ৰী, দীপ্টিপুত্ৰী, কৃতপুত্ৰী আদি বহুত পুত্ৰী বনা উঠিল বুলি জনা যায়। আমৰ্ভবি, দেৱাৰ্ণাৰ্ভ, দেৱানাবাৰি প্ৰভৃতি গাৰ্বৰ ঠায়ে ঠায়ে শিলৰ বুদ্ধি গুটি পোৱা যায়। এইবিলাকে সেই কালৰ চিন বুলি কয়। ৰজা মানসিংহক চেকেৰী পৰণাৰাৰ মাহুচে "বদৰ ৰজা" বুলিছিল। বৰ্তমান বিজ্ঞানী ৰজাৰ ৰাজধানী মহাশুপুৰীৰ ওচৰত ৰজা মানসিংহই প্ৰস্তুত কৰোৱা "গড় বা কেট" বামহাৰাৰ গড় বুলি অজ্ঞাৰি প্ৰখ্যাত গড় বা পুৰণি কনৌজ কাৰ্জিকৈকাল যোবনা কৰিব লাগিছে; ৰাক তাৰ ওচৰতে মাৰিচ তলৰ বহুত হটাৰ ন'মৰ নাথৰ পৰা ১৮২৭ খৃঃ ভীষণ ভূমিকম্পত কেবাটাও লে দেৱাৰ মূৰ্ত্তি ভগ্নাৱশ্বাত ওলাইছে। কাৰণতে বহুত শিলৰ পাট পোৱা গৈছে। দহৰাৰ পান্না মৰ্বলৈ গাৰ্বৰ হুৰ্ভাৰ্ভত ভয় স্ফটালিকা আদিয়ে আৰ্জিকৈকে ৰজা মানসিংহৰ স্মৃতি চিহ্ন যোগা কৰিছে। গৌৰীপুৰৰ ওচৰত ৰসনাটিত সজা পকীৰবে আৰ্জিকৈকে নৰাৰ কাৰ্জিকৈকালী বিধোৰতি কৰিছে। মতাঙৰে অসমৰ বাৰবাৰ ৰাজধানী ব্ৰহ্মপুৰৰ উত্তৰ পাৰত আছিল; বামহাৰা গড় বা কিল্লা তেৱেই সজা বুলি কয়।

(শিৱনাৰায়ণ)

মহাৰাজ জয়নাৰায়ণৰ পৰশোকৰ পিচত, তেওঁৰ পুত্ৰক শিৱনাৰায়ণ বিজ্ঞানীৰ ৰাজ্যৰ গুটাঘাট, ধাৰবাঘাট, মেহ-গাৰা আৰু চিহ্ননৌৰ ৰজা হয়। এওঁ প্ৰজালোকৰ ধাৰা ঢাকৰি কৰিত হাতী ধৰি ৮৬ টা হাতী মোগল যুদ্ধক্ষেত্ৰ লাগবন্দী দিছিল। এই সময়ত দেৰৰাণ কিল্লাই হৈ ভোটে সেনাপতি চতুৰসিংহক বিজ্ঞানীৰ আৰু হুনাৰাৰাৰক লিচলিত ৰজা পালিত, মহাৰাজ শিৱনাৰায়ণে চতুৰসিংহক বেধাই দি দেৰৰাজ সৈতে

যুদ্ধ কৰিলে। দেৰৰাজে বছৰে বছৰে কৃতীয়া খোৰা, চামৰ, গন্ধৰাণ (কছৰী) আদি দি এওঁৰ পৰা মানস্কী কাণোৰ আৰু তকান মাহ আদি নিৰ্বলৈ ধৰিলে। মহাৰাজ শিৱনাৰায়ণৰ ১৮ পুত্ৰ আছিল, সৰ্ব্বাপেক্ষা প্ৰিয় পুত্ৰ বিজয়নাৰায়ণক ৰাজত্বাৰ প্ৰদান কৰি, বেৰ্গানাবায়ণ প্ৰভৃতি পুৰণকৰ ছেছোপান্নাৰকৰে তিনিপায়ণ পৰণাৰাৰ শাসন ভাৰ দি মহাৰাজাই কাৰুণ্যে বুদ্ধাৱস্থা প্ৰাপ্ত হৈ চৰাইবিশ্ণুৎ বৎসৰ ৰাজত্ব কৰি মানস্কীনা সৰ্ব্বক কৰে।

(মহাৰাজ বিজয়নাৰায়ণ)

মহাৰাজ শিৱনাৰায়ণৰ পৰশোক প্ৰাথিৰ পিচত তদীয়-পুত্ৰ বিজয়নাৰায়ণ ৰাজত্ব অৰ্জিকৈ হয়। এওঁৰ ৰাজত্ব কালতে মুছাছনিগা নামেৰে এজন চাহাৰে গুৱাল-পাৰত স্তুতি স্থাপন কৰাত কাৰ্জিয়া হোৱাৰ কাৰণে মহাৰাজই কলিকতাত বন্দী অৱস্থাতে পৰলোক গমন কৰে। আৰু তেওঁৰ স্নাতাসকল নিঃসন্তানবাহ্যত মোকাত্মৰিত হ'ল। এই মহাৰাজ অতিশয় সৰল আৰু সজ্জবিজয়ন পৰাৰ বাবে অধাতাৱৰ্ণ কৰ্কক প্ৰচাৰিত হোৱা সন্তেও কাৰো প্ৰতি কোনো দণ্ড বিধানৰ ব্যৱস্থা কৰা নাছিল; এওঁৰ ৰাজত্ব কালতে বনৰাম চেঁপাৰী নামেৰে এজন কৰ্মচাৰীয়ে মেছপাৰা পৰণাৰাণ সন্মতি সতীৰ সহায়ে স্বীয় নাম লিখাই লয়। এয়ে মেছপাৰা জমিদাৰীৰ প্ৰথম স্তম্ভ (১) এই আশংক্যত ইট ইটাৰ জেপানীয়ে মোগল সম্ৰাটৰপৰা দেৱানী ভাৰ প্ৰাপ্ত হৈ ১৭৮৬ খৃঃ বিজ্ঞানীৰ সম্পূৰ্ণ স্বাধীনতা বাৰি মোগল সম্ৰাটক প্ৰদান কৰি বাৰিক ২০০০০ টকা গ্ৰহণ কৰিবৰ নিয়ম কৰিলে। আৰু মহাৰাজৰ মৃত্যুৰ পাচত ইয়াৰ ৰাজ্য ৰাজপুত্ৰসকলে কৰণনাৰায়ণ নামেৰে এজন মাহুৰক সিংহাসনত বহুৱায়। দেৱীনাৰায়ণ, মকুন্দনাৰায়ণ আৰু মহেশ্বৰনাৰায়ণ নামেৰে মহাৰাজৰ তিনিজন পুত্ৰ আছিল। তেখেতসকলে দেৰৰাজত ওচৰলৈ গৈ আমূল বৃত্তান্ত জনালত, দেৰৰাজে ভোটে সামন্তত ল সহায় কৰে। এই ভোটে সৈন্ত সহযোগে যোৱাত ৰ-গ্ৰামৰ কৰ্মনাৰায়ণক বেধি দি বিজ্ঞানী শিৱনাৰায়ণে চতুৰসিংহক বেধাই দি দেৰৰাজ সৈতে

(১) স্বৰ্গী অক্ষয়গাৱী ১৮১০ চনৰ ১৮ জুনৰ স্কোম্বেকট, গৰ্বৰি চাহাৰ নামৰ আশেৰে দিছিল। বিজ্ঞানী ৰাজপুত্ৰ ১০ পৃষ্ঠা।

দেবীনাৰায়ণৰ অচ্যুতক্রমে সিংহাসনত বহিবলৈ বাধ্য হয়।

(মহাৰাজ মকুলনাৰায়ণ)

ৰাজা মকুলনাৰায়ণ অতি শাস্ত্ৰ শিল্পে ধৰ্মনিষ্ঠ আৰু সাধু পুৰুষ আছিল। এওঁ শ্ৰীমন্তে বিজ্ঞানীক পুনৰায় পূৰ্ববৎ কৰি তোলে। এই মহাৰজাই বহুত অশ্ৰেণুৰ ও নাৰোৰাজ হুদি দান কৰিছিল। এওঁৰ পুত্ৰ সন্তানাদি নিৰুপকাত অগ্ৰজ দেৱীনাৰায়ণৰ নাৰালক পুত্ৰ বলিতনাৰায়ণক তোলোনীয়া পো কৰি গৈছিল। দেৱীনাৰায়ণ সত্ৰা হোৱাত তেওঁৰ শোকত অলপ দিনৰ পিচতে মহাৰাজ মকুলনাৰায়ণ স্বৰ্গগামী হৈলত, বলিতনাৰায়ণ অতি নাৰালক হেতু বাৰকাৰ্য্য পৰিচালনা কৰা অসম্ভৱ ও জ্ঞানধাৰা তানি মহাৰাজ মকুলনাৰায়ণৰ মৰু বৃত্তি বানীয়ে মহাৰাজ বিক্ৰমনাৰায়ণৰ ভাতৃপুত্ৰ হৰিক্ৰমনাৰায়ণক বাৰুপট প্ৰদান কৰে, (১১৩৫ চন)। এওঁক বৃদ্ধা ৰজা গুলিছিল। মকুলনাৰায়ণ মহাৰাজৰ ও জ্ঞান মহিমায়ে স্তম্ভ স্থানীৰ চিত্ৰাত প্ৰাণ বিসৰ্জন কৰিছিল।

(মহাৰাজ হৰিদেৱনাৰায়ণ)

বৃদ্ধা বাণী ৰামেশ্বৰীৰ সহায়ত ৰজা হৈ, পিচত উক্ত বাণীৰ প্ৰতি হৰিদেৱনাৰায়ণে অস্ৰজ্ঞা প্ৰদৰ্শন কৰাত আত্মকন্দল উপস্থিত হ'ল। বাণীয়ে যোগেশ্বৰীপো যোগেশ্বৰী আৰি স্বভৱ সত্যী নিৰ্ধাৰণ কৰি তাত অস্ৰজ্ঞান কৰিবলৈ দৰিলে। ১১৩৫ গু: ষ্ট্ৰুইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে যোগেশ্বৰী সত্ৰাট চাৰু আশ্ৰমৰপৰা দেৱানী ভাব ললে, এই সময়তে এই অঞ্চলখনে কোম্পানীৰ শাসনাধীনলৈ যায়। ১১৩৮ গু: বিজ্ঞানী ৰজাসকলে মোগল সাম্ৰাজ্যিক দিগ্ৰা হাতীৰ সহনি বছৰে ৬হেজাৰ টকা দিবলৈ নিয়ম কৰিলে।

দক্ষৰা বিবাহৰ গলত, নাপিতৰ ধাৰা ডাঙিম্বৰ পুৰাণতে নাপিতে গলত কত কৰি তাত বিৰূপে লগাই দি ৰজাৰ মৃত্যু ঘটালে। ইত্যৰপৰে অস্ৰজ্ঞানৰ পৰিমাণবিধি দোষণৰ কাৰ্য্যবিয়া নামেৰে এজন বিয়াই উক্ত মহাৰাজৰ নাৰালক পুত্ৰ ডিনা কোৰ্ণে নামাৰুৰে মহীদেৱনাৰায়ণক দৈ মহাৰাজ চনৰ কাৰে ঢাকা নগৰলৈ গায়।

পিচত তাৰপৰা উভতি আহি ভোটাটন বেংকৰাজ আনিবলৈ যোৱাত বাটতে ধৰা পৰি বন্দীশালত আশ্ৰয় হয়। আৰু বিলাক শক্ৰয়ে উক্ত ৰাজ কোৰেৰ দি পুহাই মাৰি পেলায়। এই ঘটনাৰ পিচত দেৱীনাৰায়ণ পুতেক ৰজা মকুলনাৰায়ণৰ ভতিজাক বলিতনাৰায়ণ, ৰজা মকুলনাৰায়ণৰ বাণী কমলেশ্বৰীয়ে বাৰ গঠি বহুয়ায়। ৰজা হৰিদেৱনাৰায়ণে হুবহু ৰাজত কৰিছিল। এওঁকে গল্প কটা ৰজা বোলে। মোগলৰৰ দেৱানী মজুৰ অসুন্দত এই বিষয়ে ইংৰাজ শাসন কৰ্ত্তাৰ ওচৰত গেল কৰিলত কাৰবাৰিলাক মুক্ত কৰি দি নাপিতগৰা নামে এটা মৌজা তেওঁক নিৰুপকৈ ভোগ কৰিবলৈ দিয়া হৈ।

(মহাৰাজ বলিতনাৰায়ণ)

এই মহাৰাজৰ বাৰুত কালত গুৱালপাৰ নগৰ নিয়াৰ প্ৰতি নামেৰে এজন ইংৰাজ বাৰুৰুচাৰীয়ে কলেক্টাৰ ও মাজিষ্ট্ৰেট পদত নিযুক্ত হৈ থাকে। এই আমলতে হাবৰা ও বুটাঘাট পৰগণাৰ দেৱানী আৰু কোঁজাৰী বিচাৰৰ ভাব ৰজাৰ হাতৰপৰা হুদি নিয়। ৰজা বলিতনাৰায়ণ বিমহী, শিল্পাচাৰী ও ধৰ্মপুণ্ডৰ ৰজা আছিল। এওঁ বহুত দেৱত্বৰ, পীৰোত্ব, ভয়ভাৰ ও ভোগোত্বৰ হুদি দান কৰি গৈছে। ১০ ৰাজ বাৰু কৰি ১১২৯ গু: বা: ১১৩৬ কালি ময় এওঁ মানৱলীলা সম্বন্ধ কৰে; এওঁৰ এগৰাকী মহী সতী গৈছিল।

(মহাৰাজ ইন্দ্ৰনাৰায়ণ)

মহাৰাজ বলিতনাৰায়ণৰ পাচত তেওঁৰ পুত্ৰ ইন্দ্ৰ নাৰায়ণ ৰজা হয়। এওঁৰ ৰাজত্বৰ কালত কোনে প্ৰকাৰৰ বাদ বিসম্বাদ বা অসুখৰ সন্ধান হোৱা নাই। ৰজাই শাস্ত্ৰক নিৰামণলীয়ে পৰিবেষ্টিত হৈ দৰ্শন গায় আশোচনাত কল কটাইছিল। এওঁ অতি ভাৰ্য্যগৰ দৰ্শনীও কলভাৰী আছিল। ১৮৩৬ গু: বা: ১৪ই আমানে মাহত বীৰ বাহাৰৰ প্ৰক্ৰমে পৰিবাৰ ও প্ৰজাবিলাকৰ প্ৰতি নিয়মিত ভূমি কৰি মৰিছিল আৰু নাৰাচণী টকাৰ পৰিবেষ্টে শিকা টকাৰ প্ৰক্ৰম কৰিবলৈ ৰজাই বেডিনিউ বোৰ্ডত আমবেদন কয়।

বিহু উক্ত বোৰ্ডে তদীয় ৰাজ্যৰ অসুখকুৰু হুদিৰ পৰিমাণ ও সীমা নিৰ্দ্ধাৰণবিধি বিবহত হুত্ৰপৰ্ন নকৰি কেৱল বহুত: কুমাৰিকাৰসকলৰ সীমা নিৰ্দ্ধাৰণ বিষয়ে বহুত বেডিনিউ কমিচনাৰ একবেডিনিউ চাহাব মহোৰথক ক্ৰমেৰে প্ৰদান কৰিলে আৰু ৰাজা ইন্দ্ৰনাৰায়ণক শীৰ ৰাজ্য সীমা নিৰ্দ্ধাৰণৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ জবতা প্ৰদান হ'লো। ২ বছৰ ৰাজত ৰজাৰ পিচত ১৮৩৮ গু: বা: ১৪ই আমানেই ইন্দ্ৰনাৰায়ণ ৰজা স্বৰ্গী হ'ল।

(মহাৰাজ অমৃতনাৰায়ণ)

মহাৰাজ ইন্দ্ৰনাৰায়ণৰ পিচত তেওঁৰ কেৱল পুত্ৰ অমৃতনাৰায়ণ ৰজা হয়। আৰু কমিষ্ট ৰাজা মৃগেশ্বনাৰায়ণে হুলা পদ পায়। এই মহাৰাজ ৰূপে-গুণে শৌৰ্য্য-বীৰ্য্যে, সৰ্বভোগেৰে আশৰ ৰজাবিলাকৰ নিৰ্দ্ধান আছিল। এই সময়ত বুঢ়িচ সত্ৰটিৰ কাৰ্যাধ্যক্ষ বাৰ্থি বেডিন নামেৰে এজন বিদ্যা গুৱালপাৰৰ মনৰ কাৰ্ণাভাৰ প্ৰাপ্ত হৈ আছে। তেওঁ ৰজাৰ অগ্ৰাণ বয়সতৰাৰ সুবাদ হুদি ৰাজ্য কোমকত বাৰিৰৰ বাহা কৰি সম্ৰাজল পঠাই দিয়ে। আৰু প্ৰশাসনিক কৰ দিবলৈ হাক দিয়ে।

গটাৰী তিলেৰনৌয়ে গৌহাটী নগৰৰ গভৰ্ণৰ জেনেৰেলৰ একট চাহাবৰ ওচৰত এই বিষয় ওপৰ কৰে। বিজ্ঞানী ৰাজাই, সেই কালত বুঢ়িচ শাসনাধীনত থাকিলেও, বহুত বিবহত ৰাবানতা ৰজা কৰি আছিল। কিন্তু এই সময়ৰ পৰা পূৰ্ণোন্নিষিত ২০০০ টকা ইংৰাজ গুৰ্হমেটক দিবৰ নিয়ম প্ৰবৰ্ত্তিত হয়। এই সময়ত ধাৰ্য্যগাট আৰু বুটাঘাট পৰগণাৰ দেৱানী কোঁজাৰাৰী বিচাৰৰ ভাব গভৰ্ণমেণ্টৰ হাতলৈ গলেও নিজ বিজ্ঞানী সম্পূৰ্ণ স্বাধীনতা আছিল। এইবিলাক কাৰণৰ বাবে ৰজা সম্ৰাজিষ্টত গৰ্ণৰ জেনেৰেল মছগেৰে বিজ্ঞানী বাৰু মুক্ত কৰি দি ৰজা অমৃতনাৰায়ণক শীৰ ৰাজ্য শাসন কৰিবলৈ অমৃতনা প্ৰদান কৰে। বাৰ্থি কোৰ্ণে বিচাৰৰ ভাব গভৰ্ণমেণ্টৰ হাতলৈ গলেও নিজ বিজ্ঞানী সম্পূৰ্ণ স্বাধীনতা আছিল। এইবিলাক কাৰণৰ বাবে ৰজা সম্ৰাজিষ্টত গৰ্ণৰ জেনেৰেল মছগেৰে বিজ্ঞানী বাৰু মুক্ত কৰি দি ৰজা অমৃতনাৰায়ণক শীৰ ৰাজ্য শাসন কৰিবলৈ অমৃতনা প্ৰদান কৰে। বাৰ্থি কোৰ্ণে বিচাৰৰ ভাব গভৰ্ণমেণ্টৰ হাতলৈ গলেও নিজ বিজ্ঞানী সম্পূৰ্ণ স্বাধীনতা আছিল। এইবিলাক কাৰণৰ বাবে ৰজা সম্ৰাজিষ্টত গৰ্ণৰ জেনেৰেল মছগেৰে বিজ্ঞানী বাৰু মুক্ত কৰি দি ৰজা অমৃতনাৰায়ণক শীৰ ৰাজ্য শাসন কৰিবলৈ অমৃতনা প্ৰদান কৰে। বাৰ্থি কোৰ্ণে বিচাৰৰ ভাব গভৰ্ণমেণ্টৰ হাতলৈ গলেও নিজ বিজ্ঞানী সম্পূৰ্ণ স্বাধীনতা আছিল। এইবিলাক কাৰণৰ বাবে ৰজা সম্ৰাজিষ্টত গৰ্ণৰ জেনেৰেল মছগেৰে বিজ্ঞানী বাৰু মুক্ত কৰি দি ৰজা অমৃতনাৰায়ণক শীৰ ৰাজ্য শাসন কৰিবলৈ অমৃতনা প্ৰদান কৰে।

নিম্নতে বৰ লিখিত আৰু ভীত হৈ গুৱালপাৰ এৰি গুচি যায়। ৰজা অমৃতনাৰায়ণে বুঢ়িচ গৰ্ণমেণ্টৰ পৰা সময়মতক পৰিষ্কাৰ আৰু নিয়োগপৰু লাভ কৰে। এই সময়ত কেতবিলাক বাৰুৰুচাৰীয়ে ৰজাৰ ভায়েক মৃগেশ্বনাৰায়ণক ৰজা পাতিবৰ চেষ্টা কৰে। কিন্তু গুৱালপাৰৰ ৰাজপুত্ৰ ডেভিডচন চাহাবৰ যত্নত অসুখকাৰ্য্য হয়। এওঁৰ আমলেতে ৬ আমলৰপৰা তেজিয়ায় কুকন দেৱান আছিল। ১৮২২ গু: গুৱালপাৰখন ৰপুগ জিলাত পৰা গাবিৰ হৈ গোৱালৈয়ে সৈতে এটা স্বতন্ত্ৰ জিলাত গৰিণিত হয়। ১৮৩৯ গু: গুৱালপাৰ আকৌ গোৱালৈৰ পৰা গাবিৰ হৈ বৰ্ত্তমান জিলাত গঠিত হৈছে। নি: ডেভিড, ষ্ট্ৰুই চাহাব কলেটৰ আৰু মেজিষ্ট্ৰেটৰ পদত আছিল।

(মহাৰাজ কুমুদনাৰায়ণ)

মহাৰাজ অৰুপিতৰ বয়সত অসুখক অৰুভাত পৰলোক গমন কৰা হেতুকে বাণী ভোগেশ্বৰীয়ে ১৮১৭ গু: বা: ১৮৬৪ চনত পোন প্ৰথমতে কুমুদ চন্দ্ৰনাৰায়ণক জোননীয়া পো বাৰে। কিন্তু প্ৰথম পুত্ৰ জোননীয়া পোৰ লৈ মোতাৰাৰ বাবে কুমুদ আমলনাৰায়ণৰ কৰ্মিত পুত্ৰ কুমুদ কুমুদনাৰায়ণক সেই বছৰতে আকৌ জোননীয়া পো বৰা হয়; আৰু চন্দ্ৰনাৰায়ণক সত্ৰা দেউ কৰি মহাৰাজ সম্বহৰ কৰি দিয়া হয়। ৰজা নাৰালক হেতু ৰাজা কোৰ্ণে অৰু ভাৰ্য্যগৰ অধীনেই হয়। বাণী কায়েস্থৰী, বাণী নায়েস্থৰী আৰু বাণী অৰুপেশ্বৰীয়ে কৰ্ত্তৰ ভাব গ্ৰহণ পূৰ্ণক মহাৰাজৰ অভিব্যক্তি আৰুপে বাৰুকাৰ্য্য পৰিচালিত কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। এই সময়তে বিহু নী বাৰাৰ অৰুভা অতি শোণীয় হৈ পৰে। এই সময়তে জাউলিয়া নামেৰে এজন ভোট দৈভ্যৰাজক হঠাৎ বিজ্ঞানী আক্ৰমণ কৰাৰ কাৰণে দেৱান ভাৰ্য্যগনাৰায়ণ ৰজা ও অভিব্য দান চিংৰেপাৰে উক্ত ৰাজপৰিবাৰ ও নাৰালক ৰজা আৰু সত্ৰা-দেউক যোগেশ্বৰী যোগাপলৈ গৈ আছে। পিচত জাউলিয়াক দেশাই দিয়া হয়। জাউলিয়াৰ আক্ৰমণত বিজ্ঞানী নগৰ অৰুগুৰুত আৰু ভৰ্য্যগনাৰায়ণ আৰু কৰ্ণাচাৰীসকল বিপদপৰ হৈ পৰিল। ৰাজপৰিবাৰ আৰু কৰ্ণাচাৰীসকল

বয়স বাবে বিজ্ঞানী বজা যবত নানা প্রকাৰ পৰিবৰ্তন সম্বন্ধে জানিত আৰু বুটাটাই পৰ্য্যাপ্ত জৰিণ হয়। হাবৰাণাট পৰ্য্যাপ্তৰা গাজনৰ নিৰিখ জমিৰ ভাৰতম অস্বাৰ্থে বিবাহী পতি এটোকা পৰ্য্যাপ্ত অস্বাৰ্থিত হৈছিল। কিন্তু বুটাটাই পৰ্য্যাপ্তৰা শালিগ্ৰামৰ নিৰিখ বিবাহী পতি ৪/৩০ পাই, ডিটী ১০ অনা আৰু আহা ১০ অনা হিচাবে আভিষ্টকৈ চলি আছে। বৰ্তমানত নতুন প্ৰজাৰিলাকক বহিত হাবৰ পত্নন কৰা হব লাগিছে।

জাউদিগৰ আক্ৰমণৰ পিচত বিজ্ঞানী নগৰ শ্ৰীভেদ হয়। ১৮৩৩ খৃঃ বাৎ ১২৭০ চনত বাজা বাহাৰকক বিজ্ঞা শিক্ষার্থে বানানতী বজা হয়। ১৮৩৭ চনৰ ১৪ই আশ্বিনৰ ১৯-১০ নং ভাৰত গৱৰ্ণমেণ্টৰ পৰিক্ৰাত, গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল বাহাৰুদ. আৰু বজনা গৱৰ্ণমেণ্টৰ ১৮৬৮ চনত ১২ চেপ্তেম্বৰ ৪৪২৪ নং পৰিক্ৰাত, বিজ্ঞানী নগৰ বাজপদ পৈত্ৰিক বুলি স্বীকাৰ কৰিছে। ১৮৬৪ খৃঃ ভোট বিয়হানল প্ৰজ্ঞপিত হৈ উঠে। দেৱান-সিৰীৰ মুছত ইংৰাজ গৱৰ্ণমেণ্টে জয়লাভ কৰে। বিজ্ঞানী নগৰ ডিহৰাটী বন্দবস্তৰ অনধীন আৰু জয়লক্ষ সপত্ৰি বুলি ইংৰাজ গৱৰ্ণমেণ্টৰ অধীনলয় যায়। বাজা হুন্সনা বায়ৰণৰ সময়ত বাজ পৰিবাহৰকল বিত্তৰ উৎপাত আৰু অস্থিৰাথত পৰাব কাৰণে বিজ্ঞানী বাজধানী পৰিত্যাগ কৰি, প্ৰথমতে যৌগিযোগাত আৰু তাৰ পাচত ডুমদিয়াত বাজভনন মাৰি তাতে বাস কৰিবলৈ ধৰে। এই সময়ত নিঃ স্মানলেন চাৰাৰ মনোৰাৰ আছিল। মহাৰাজে অধ্যয়ন পৰিসমাপ্ত কৰি, বোবাই, দিল্লী, আগৰা, এলাহাবাদ, অসম পৰিব্ৰমণ কৰি উপায়ক বয়স প্ৰাপ্ত হৈ, ১৮৭৪ খৃঃ ২১ চেপ্তেম্বৰ তাৰিখে বাজ্জিহাসান লাভ কৰে। বাণী সিদ্ধেশ্বৰী আৰু বাণী অভয়েশ্বৰী এওঁৰ দুজন মহিষী আছিল। বৰা জীৱনৰ বেচি-ভাগ সময় কলিকতাৰ থাকি কটাইছিল। ১২৯১-৯৮ ফাৰ্গনত কলিকতা মহানগৰীত আত্মবাসী হৈ কেৰেণ্টে ইংৰাজৰন পৰি-ভাৰ্য্য কৰে। বাণী ভ্ৰূণবাচীয়ে কলিকতা এৰি নিজ বাৰাটীয়ে আহি নামগৰাৰী কৰি লয়। বজা হুন্সনা বায়ৰণৰ বাজত কালত ৩৬নোবাম পাখবদীয়া কুকন ডাঙৰীয়াই মজীৰ পৰিত কৰিছিল।

(বাণী সিদ্ধেশ্বৰী আৰু বাণী অভয়েশ্বৰী)
 এওঁলোকৰ বাজবৰ কালত চন্দ্ৰনাৰায়ণ হুতাৰি দুয় পৰ্য্যাপ্তৰ বাব পাটসিৰী আৰু মুখাল মুখাল বাহনন সহায় লৈ বজা বুলি ঘোষণা কৰি, প্ৰজাৰিলাক আন আদায় কৰিবলৈ ধৰিলে। এই উপলক্ষে গোন প্ৰজাৰে বুটাটাই পৰ্য্যাপ্তৰা শালগৰাী অধীনল-শাৰাৰিত বাণী কৰ্মচাৰীবিলাকক মাৰি কিলাই বন্দাই দিয়ে। পিত্ৰ আৰুে ৪৪ হাৰাৰ প্ৰজা গোটী নাই, ক্ৰমে মুটুকোৱাট দাঙ্গা কৰে। পিচত বোকাৰাতলৈ গৈ বিলাসী পৰ্য্যাপ্ত থকা বাণীৰ কাছাৰীঘৰ পৰি বিবাহ কৰি নুটপাট কৰি লৈ যায়। এই কাৰণে বহুত মানু মোকৰ্দমা আবহু হয়। বহুত দৌৰী লোকৰ শান্তি হা-এনে সময়তে জামাচাৰন মৈত্ৰই দেৱানী পদ এৰি গজ ৩৬জীৱনবাম কুকন ডাঙৰীয়াই মজীৰ পৰিত কাম বৰিষ্টে ধৰে। উত্ৰাভাৰনতে হুতা বাণীৰ বজাৰা বজাত বিজ্ঞানী বাজাত আৰুে অশান্তি উপস্থিত হয়। ৮।৩।১৮৩৮ ঠা চনত বিজ্ঞানী বাজা বিভাগ হৰ নোচাৰে বুলি স্বৰিক্ত ভাৱে উভয়ে আঠ-অনাব মালিক বুলি ছুয়ে বাণী ব-বতী হয়। ১২৯৬ চনৰ ২ ৩ই তাৰিখত বাণী সিদ্ধেশ্বৰীয়ে হুৰ্ণানাৰায়ণ কোঠৰৰ পুত্ৰ কুমাৰ শ্ৰীভূত পালননাৰায়ক তোলনীয়া-গো বাণী পৰলোকাৰ্গল গমন কৰে। উত্ৰ বাজ মজীয়ে হুৰ্ণানাৰায়ণ কোঠৰৰে সৈতে মনোনাভিৰ ছোৱাত কাম এৰি দিলে। ইফালে নাৰালক মহাৰুশু হৈ পৰে। পিচত বাণী অভয়েশ্বৰীয়ে বেগল আনি টেটৰ অধিকাৰিণী হৈ নিৰ্দিবাদে স্বকলমে বাজৰ কৰিবলৈ ধৰে। বাৎ ১৩৫৮। ৩০ শ্ৰেষ্ঠ অসমৰ জীৱন কলিকতা বাজবাচী ডুমদিয়া প্ৰশ্ন হৈ যোৱাত অধৰাণুৰী নাম দি বৰ্তমান বাজধানী পতা হ'ল। এই বাণীৰ আনতে হেৰ্টৰ নামে বাজধানীত হাইকুল, এ টেলিগ্ৰাফ অফি স্থাপিত হৈছে। এই বাণী অতি ধানধানী। আৰু বৰ্ণ-পৰ্য্যাপ্ত আছিল। ইং ১৭-১৩-১৯১৮ চনত কুতূৰ্ণ মহাবাৰ হুন্সনাৰায়ণৰ জ্যেষ্ঠ সহোদৰৰ পুত্ৰক উত্ৰ-ধিকাৰ হুয়ে বাজপাটত বাণী বাণীয়ে মানলীলা সৰলক কৰে। বৰ্তমানত এই শ্ৰীণ শ্ৰীকুৰ বজা যোগেন্দ্ৰনাৰায় ছুপ বাজৰাই বিজ্ঞানী টেটৰ মালিক। কিন্তু ৩৬৩

বাজৰ এতিয়া কোৰ্ট-অৰ-গ্ৰাৰ্ড্ৰচৰ অধীনত আছে। আৰু পূৰ্বকাল চন্দ্ৰনাৰায়ণ হুতাৰেই জ্যেষ্ঠপুত্ৰ শ্ৰীভূত কুমাৰ জৈকেন্দ্ৰনাৰায়ণে ভাৰী উত্ৰাধিকাৰী ৰূপে সাব্যস্ত হওঁন হৰনাজ ইংৰাজ গৱৰ্ণমেণ্টলৈ আবেদন কৰিছে। বাজ বিজ্ঞানীৰ জমিদাৰী ১৯০১ খৃঃ বাণী অভয়েশ্বৰীৰ নামে ১৮ ৪৪ বৰ্গবটল নতুন বন্দবস্ত হৈছিল। আৰু সেই হতে বাণী মুঠ বাজহৰ শতকৰা ৮-১/২ টকাৰ মালিক হ'ল। গাৰ পাচত ১৯১১ খৃঃ ৩১ মাৰ্চত সেই বন্দবস্তৰ কাণ ইষ্টাৰ্ট হৈ যোৱাত, বন্দবস্তৰ প্ৰভাৱ গৃহীত নোহোৱা-লৈকে আগৰ মতেই দিন বঢ়াই দিয়া হয়। ১৯১৮ খৃঃ শ্ৰে ভাগত উক্ত বাণীৰ মুতা হোৱাত বাজা এতিয়া কোৰ্ট-অৰ-গ্ৰাৰ্ড্ৰচৰ তত্বাধীনলৈ দিয়া হৈছে।

(চিৰিদি বাজবংশ)

চিৰিদি বাজৰ কোনো বুৰঞ্জী বচিত হোৱা নাই। ইতিহাসিক ঘটনা সম্বন্ধে কতো একো পোৱা নোযায়। বিজ্ঞানীৰ বুৰঞ্জী লেখি জনা যায় যে এই বাজা পূৰ্বতে বিজ্ঞানী বাজাৰে অন্তৰ্গৰিষ্ট আছিল, বিজ্ঞানী মহাবাৰ শিৱনাৰায়ণৰ বাজব-কালত দেৱনাৰায় সেনাপতিয়ে দিৱাটী হৈ ভোট সেনাপতি হুৰ্ণানাৰায়ণক চিৰিদি অঞ্চলৰ বজা পাতিছিল বুলি জনা যায়, আৰু সেই সময়ত দেৱবজৰ সেনাপতি চতুৰ সিহেই বিজ্ঞানী আনন্দৰ কাৰত, ভোটক খেদি শিৱলৈ বহুদিন লগাৰ বাবদত ইফালে হুৰ্ণানাৰায়ণ চিৰিদি অঞ্চলত দুৰূকপে থি বাজৰ কৰিছিল বুলি জানিব পৰা যায়। কিন্তু চিৰিদি বৰ্তমান থকাৰ বুৰঞ্জী বা কুছবিনামাত হুৰ-নিগৰ একো নাম-গঠক পোৱা নোযায়। বিজ্ঞানীৰ বংশ-গোৱাৰ নাম আৰু ঠাইৰ বিষয় কিছুমান সামন্তক লখিত হোৱাত বিশ্বাস যোগ্য কোনো প্ৰমাণ নোপোৱাৰ কাৰণে সিৰিলাক প্ৰকাশ নকৰি চা মু বিবৰণ লিখিবলৈ কৰা গ'ল।

এই বাজবংশৰ কোনো ঐতিহাসিক ঘটনা পোৱা গুৰুৰ। অতীততে এই অঞ্চল ভোট বাজাৰ অন্তৰ্ভুক্ত থকাৰ বাবে বহিঃ পত্ৰৰ আক্ৰমণৰ পৰা বক্ষা পাইছিল। এনে কি-প-নই আছে যে, চিৰিদি বজাৰ ভয়ত আটাইয়ে শশকিত হ'ল।

পাইছিল। কিন্তু জনা গুৰু-পাই পগাই গলে মাহুহে আৰুে গৈ আনিব নোহোৱাছিল। চিৰনাৰায়ণৰ এই বাজ পৰিৱলৰ আদি পুৰুষ আৰু বাজবংশী জাতি বুলি পৰিচয় দিয়ে। তেওঁৰ উত্ৰাধিকাৰী বজা মগুৰনাৰায়ণৰ সময়ত বেগল সৈন্তৰ আক্ৰমণৰ ভয়ত চিৰিদি অঞ্চলৰ কিছুমান মাহুহ হাবৰাণাটলৈ গৈ তেতি এটা গড় মাৰে, সেই গড় "চিৰিদি-গড়" বুলি আভিষ্টকৈ প্ৰখ্যাত আছে। এই বজাৰ পাচত তেওঁৰ উত্ৰাধিকাৰী লক্ষ্মীনাৰায়ণ বজা হয়। এই সময়ত ইট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে বজ বিহাৰ-উৰিছাৰ দেৱানী ভাৰ এলন কৰে। এই বজাই উক্ত কোম্পানীক ৪০০ টা হাতী নাইবা তৎপৰবৰ্তে তাৰ মূল্যৰ বাবে ৩৪৮৩৬৬/১ পাইৰ নাৰাণী মুতা দি বাজৰ কৰিছিল। তেওঁৰ মূৰূৰ পাচত ১৭৭৭ খৃঃ তেওঁৰ উত্ৰাধিকাৰী চিৰিদি নাৰায়ণ বজা হয়। এই সময়ত ভোটবিলাকে চিৰিদি বাজা আক্ৰমণ কৰে। এই সময়ত মহাৰাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পা-নীয়ে টীনেৰে গৈতে বাণিজ্য কৰিবৰ হুৰিমাৰ কাৰণ, চিৰিদি, ভোটান গৱৰ্ণমেণ্টক অৰ্পণ কৰে; এই সময়ৰ পৰা এই বাজা ভোটান গৱৰ্ণমেণ্টৰ কৰ-মিহ বাজা ৰূপে পৰিগণিত হয়। আৰু চিৰিদি বজা উত্ৰনাৰায়ণ মূৰে তালুকৰ বজা বুলি বিখ্যাত হয়। এওঁৰ পৰলোক গমনৰ পাচত হুৰ্ণানাৰায়ণ বজা হয়। এওঁ বিজ্ঞানী ফৈদৰ বাজকতা গুৰুশ্বৰীক বিয়া কৰাই তেওঁক স্বৰূপে এটা গাৰ্ড পাৰ। এই বজাই অপুত্ৰক স্বৰূতৰ বাজ লীলা সম্বল কৰাৰ পাচত তেওঁৰ মহিষীয়ে বাজকাৰ্য্য পৰিচালিত কৰিছিল। কিন্তু বাজাত নানা বেমেজালি ঘটাত ইন্দ্ৰনাৰায়ণ বজা হয়। ১৮৩৬ খৃঃ এওঁৰ মৃত্যু ঘটাত তেওঁৰ পত্নী বাণী শৰ্মেশ্বৰী সসমূহা হৈ। অতঃপৰ তৎপুত্ৰ বজা গৌৰীনাৰায়ণে বাজৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। এই সময়তে ভোটান যুদ্ধ হয়। ভোটান যুদ্ধ অধীনম পিচত চিৰিদিৰ স্ব-বাণীৰয় বিষয়-ভাৰত-কৰিবৰ আদেশ হয়। কোচবিহাৰৰ ডিভিজনেল কমিচনাৰ কৰ্ণেল চে-সি-ছন্স-শি-আই-ই, চাৰাৰ বাহাৰবে তত্ক্ষৰ ফলত জয়লক্ষ সপত্ৰি বুলি এই বাজা গৱৰ্ণমেণ্টৰ বাজ দৰলগৈ নিয়ে। চিৰিদিৰ মাটিকালি ১৭০০০ একৰ

আছিল।

নির্ধারিত হয়। বঙ্গা বিপ্লব পুস্তকালয়ে থাকিব বৃষ্টি যোগ্য কবি দিয়ে। আক এই ভূমিদারী গবর্ন-মেণ্টে চলায়। জরিদ্বারে মুঠাই মুঠ অমার পৰা মালিকানী স্বৰূপ রাঢ়ে গবর্নমেণ্টের পৰা আদায় গণপত কচিমন বাবদে শতকরা ২০/- বিশ টকাকৈ বাজহর ভাগ পায়। সেই টকাবে মতি কঠে ভবণ শোষণ হৈ ১২১১ বাঃ চনত বজার নুত্না হয়। তেওঁর পিচত জেট পুর বিষ্ণু-নারায়ণ বঙ্গ হৈ অধিবসিত থকাতে পলকাকটৈন যাই। তৎপুত্র বর্ধমান বঙ্গা শ্রীশঙ্কর কুচরনারায়ণ পেরে গণপ উচ্চল কবি রাবিছে। বঙ্গা বিষ্ণুনারায়ণ শ্রামলগত ব্রাহ্মণানী চিরদিন মনলপুরের পরা তুলি আনি বিভাগপুর নামক ঠাইত পতিছিল। বর্ধমান বজার আমলক বহুত উন্নতি হৈছে। বঙ্গদেশের পৰা বহুত মুছলমান আক চাউত্তাল প্রজা আদি বহাতি প্রজাব সংখ্যা বহুত হোয়াব লগে লগে আদার সংখ্যাও ক্রমে বহুত বহুতৈ ধরিত। আক এই অঞ্চল মাজের ইষ্টার্ন-বেঙ্গল বেঙ্গলেত যোগাত এই অঞ্চল বিশেষ উন্নতি হবলৈ ধরিত। ১৮৩৫ খৃঃ ইষ্টার্ন দ্বারাব অর্থাৎ বর্ধমান শুভালাপার জিলাব উত্তর ফালব নামনি পশ্চ “সিদ্ধলা” নামক ঠাইর সন্ধি অস্থানে ইংবাজ গবর্নমেণ্ট হাতলৈ আদি শুভালাপার জিলাব অক্ষুৎক্ষ হইবে। উক্তবে বানীন জোতান বাজা, পূবে মনাস আক দীর হতী নৈ, দক্ষিণ ফালে নিজ শুভালাপার আক পশ্চিমে সোমেশ্বর নৈ, এই সোমনাব মাজহ ঠাই ডোখরক ইষ্টার্ন দ্বারাব য়ালে; এই গবর্নমেণ্টের খাজ মহলা। মাটির বন্দহস্ত অসমব নিচ্চিন। ইয়াব ভিতরত ১৭ টা মৌজা আছে। এই দ্বারাবক নিম্ন বিজ্ঞানী, চিবা, চিলাসি, ষিণ্ডু, আক ওরা এই য়াবে ভাগে বিভক্ত করা হৈছে। চিবা, ষিণ্ডু, ওরা সম্পূর্ণরূপে গবর্নমেণ্টের সম্পত্তি। ইয়াব বন্দহস্তী অসমব বায়তানী স্বরূপ নিচ্চিন। ইয়াব খাজ সহর ভাগ মাটিবই একচনীয়া বন্দহস্ত। আক বাহরব নিবিবেঃ খাজ অসমব বায়তি স্বরূপ নিবিধতকৈ কম।

(গোলাপাব আক ধুবুরী নগর।)

এই জিলা শুভালাপার আক ধুবুরী হই মহকুমাত বিভক্ত। আগেয়ে শুভালাপার সম্ব ঠাই আছিল।

বিজ্ঞানী, পল্লভজোয়াব, মেছপাৰা, গৌরীপুর, চাৰু কৰাইবাৰী এই কেইখন জমিদারী আক বিজ্ঞানী, চিলাসি আক খাজ মহল নৈ এই জিলা গঠিত। শুভালাপার নামে বৈ য়োৰা ব্রহ্মপুত্র নৈৰ কাবহতে ইংবাজ বিয়ঃ বিলাক আদি বহোমোপাবের বাবে এটা কৃষ্টি পাতিছিল; পিচত সেয়ে ক্রমে ২ এখন ডাকৰ বেণোংপাৰাৰ ঠাই হই উঠে। ই শুভালাপাবৰ নমুনা বজার বা নামা বজা বৃষ্টি আৰিষ্টোকে প্রখ্যাত হৈ আছে। অসমব ভিহর এখন বজার কতো আছে বৃষ্টি শুনা নোয়া। পল্ল ক্রমে ২ ঠাইবাৰী আক ঢাকার বেপারীবিলাক এই গুণবর হাইবত বজাৰ পাতি বহে; এইখনক গুণবর বজাৰ বোলে। ব্রহ্মপুত্রব উত্তর পাৰ্ব্ব কাবাইটাৰী গ্রাম এখন হাট বহে। শুভালাপারীয়া ধোপারীবিলাকে হায়া পৰা শনিবরীয়া হাটলৈ পান হাটলৈ কিনি আনি সাজবেলি শুভালাপারত এখন হাট বহুয়াই তিহতে য়ো কালক কবিরলৈ ধৰে; পিচত ক্রমে ২ পুরা মগ সাজবেলি নিজে হাট বহিবলৈ ধৰাত এয়ে এখন বজা হৈ পৰে। এইখন বজাৰক চক্-বজাৰ বোলে। পায়ঃ গুণবত “জগন্নাথ দেবৰ” আক “নবসিতি দেবৰ” হই আছে। নামনিত মহাপুকুন্দীয়া ধৰাবলকীবিলাক ৩ ৩ হই নান বা কীৰ্তন ধৰ আছে। বজাৰত মারোয়াৰী বিলাকব বহুদাবারী নামক পকা পকা মারোয়া ঠায়ে ঠায়ে মুছলমানবিলাকব মহজিদ্ব আছে। ১৯১১ খৃঃ এখন ক্রুদি প্রার্থনী খোলা হৈছিল। ইয়াত পোনপ্রথমে “হিতবিশ্বাসী” নামেৰে এখন দ্বু আছিল। তাব লগে লগে এখন “চেণ্ডে” বহা হৈছিল। এই চেণ্ডত “শুভালাপা হিতসামিথী” নামেৰে বাস্তবিক কাৰ্যত বাহির করা হৈছিল। ইং ১৮৭৭ চনত ধুবুরী নগরত শুভালাপাবর এখন মহকুমা স্থাপিত হয়। পিচত ডিগুটী কমিট্যাব মিঃ এ, ডি, কাৰ্মেণ চাৰয়ে শুভালাপার পাছহাটো মেছপাৰাৰ জমিদার বহোমোংপাৰাৰ পুঞ্জিছিল। তেখেতসকল তাত আশ্রিত লগত ডিঃ ক চাৰাব বাহাজুবে থক কবি এই জিলাব সম্ব ঠাই ১৮৮৫ খৃঃ ধুবুরীলৈ তুলি নিলে। ১৮৮৭ চনত কাণ্টোনিং দ্বু এ কে ডেপুটী কমিট্যাব চাৰাব আমলত এই নগর

আনিবিলাপৰ নাম সিহাত নীকাবরীয়া বাটচৌব নাম হক্কা বোড বাবিলে। ধুবুরী এখন স্বরূপ আক বিজ্ঞান-নগর হাই। ইয়াব উত্তর ফালে গরার নদ, দক্ষিণ ফালে ব্রহ্মপুত্র হতী, পূবফালে ব্রহ্মপুত্র নদ আক পশ্চিমে গুণ্ডকুই থকাব কাশেণ ইয়াক এটি উপদ্বীপ বৃষ্টিব গনি। ইয়াত ব্রহ্মপুত্রব কাবহত থকা এটা সৰু পাথৰ গটীনাব গুণবত “শিখা” বিলাকব এটা মন্দির আছে; ইয়াত নিজে পূজা হয়। তাত “গ্রহ চাৰা” শকুণ আক চকু আছে। শিখ-শুক টেগুংবাহাদুর ইয়াত বাস কৰিছিল। এনে প্রবাদ আছে যে বঙ্গা ট্রান্সিমেই জয় হর কবিরলৈ অহাত বহুত গুণবত উঠি ষিণ্ডুক দেহৰ গতিবিধি পদ্যাবেশক কবিছিল। বর্ধমান সমরত এই পকা অসমব জৰিণব মামদেও রূপে বাহুত হৈ আছে। ইয়াব উত্তর-পশ্চিম ফালে পুৰ্বশিকদীয়া শিলেবে সজা এটা দ্বুত বহুত আক আত্যাচর্য বাট অধ্যাবহি বিলাক কবিছে। য়ে পুয়াবত লেখা আছে যে এই ঘাটতে ভোতা ইহুদী ক্রীয়ে কাপোব বহুইছিল। চান্দ মদাপাৰব গুতেক লপি-নক বিহববি কোপদুষ্টিত বিয়াব বাতি বিধবেৎ ধংসন স্বাভ তেওঁর বৈধিয়েক বেছগাই মৃত বানীর শরটো হুত তুলি লৈ ভটিয়াই আহি এই ঘাটকে পাঠে। ধুবুরী নগরত আক মারোয়াব অহুয়হস্ত লপিদেবে পুনঃস্বন লাভ কবে। এই ধুবুরী পুটীবা নাম অস্থ্যারে এই ঠাইখনৰ নাম ধুবুরী হৈছে। ধুবুরীৰ পাঁচ পীৰব বহা মুছলমানবিলাকব এখন পরিষদ ঠাই। ইয়াত হিন্দু-বিলাক এটি ধৰ্ম মন্দির আছে। ১৯১১ খৃঃ ইয়াত হই প্রার্থনী খোলা হৈছিল। চেণ্ডেত, জাংজা হেঁসন আক বর্ধমানত দেশালাইৰ কলকাবরানা স্থাপিত হোয়াব য়াবে এই নগর এটি স্বন্দর বন্দর রূপে পরিণত হৈছে। ধুবুরী ১২ মাইলমান ব্রহ্মপুত্র নৈব উন্নতিত এশাবী পরিষদ আছে; তাব কাবহত বিহববি কোপত চান্দ মারোব বেপাৰ ডিকা বুর যায়। এই পল্লত শ্রেণীক চান্দৰ ডিকা বোলে।

ধুবুরী ১২ মাইলমান উত্তর ফালে যি পল্লত শ্রেণী বৈধিয়েল পোতা য়াৰ, মুছলমানব বাজহ কাগত গ্রনমান “গলে অলম গং” আছিল। তাতে বঙ্গামটি

নগরব ভদ্রাশেব আছে। পূর্বকালত নগরব সৈন্ত-বিলাকে ইয়াব পৰা গৈ অসম আক্রমণ কবিছিল। বঙ্গামটিব মিছজা মহজিদ্ব, “পকা-বুয়া”, আক “ইয়াগ” চাবলগীয়া বঙ্গ। এনি এ এই নগর ববে উন্নতিশীল আছিল। ইয়াক পুৰ্বশি গৌরীপুর বোলে। ক্রমে এই ঠাইখন অধ্যাবহাৰ হোয়াত স্বাৰী ৬প্রভাগত বহুবাৰ বর্ধমান গৌরীপুরত রাজবাটী সাজে। বর্ধমানত এই ঠাইখন উন্নতিশীল নগর, ইয়াব “শাটাবাণ” প্রবাদ চাবলগীয়া বঙ্গ। ইয়াব গুণবতে পোমারী নামক ঠাইত অশো-কাঠোৰ দিনা ব্রহ্মপুত্র প্রান উপলক্ষে বহুবাটোৰ সমাগ কবিয়াত এখন বহুৎ মেলা বহে। “ছলপান” নামক ঠাইত এখন মহাপুকুন্দীয়া সত্র আছে। ডেকসোয়া পল্লতত মুছলমানবিলাকব এখন পরিষদ স্থান আছে।

(পল্লভজোয়াৰ)

পল্লভজোয়াবো এখন ডাক জমিদারী। চারিও-ফালে পল্লভ, শালদহ হই থকাব কাববে ইয়াব নাম “পল্লভজোয়াব” বা “পল্লভ জহর” হৈছে। এই জমিদারী ৫০ আক ১০ অনা অংশ জমিদারব বাসভবন বহুবিধাবী নামক ঠাইত, আক ১০ পাচ অনা অংশ জমিদারব বাসভবন কপুসী নামক ঠাইত। ধৰবিলাকট এটা পাথার গুণবত মহামতি হোয়াব মকীৰ আছে। তাব দৈনন্দিন পূজা-অর্জনাব কাশেণ মাটি দি বিশেষ ভবন্দহত করা আছে। দেবী-পূজাব সমরত মদাসমারোহেবে সৈতে গুণিধাব মেংগাঃ-সকল জ্বাি আটাইবিলাক খাৰীৰ থকা খোয়াব দিহা কবি দিয়ে। গৌরীপুরবহাৰ ৪ মাইল উত্তর পশ্চিম ফালে “কপুসী” এই জমিদার-বাৰীৰ উত্তর-পশ্চিম ফালে দুমাইল গলে এটা সৰু নাটিকা পায়াৰ। এই পায়াব গুণবত বিজ্ঞানী বঙ্গা পকীক্ষিত সমরব এটা গড় কাছলৈকে জেউব কীৰ্তি কানী খোলা কবি লগিছে। এই ঠাইখনত ৭০-৮০ হাত পরিমাণ দীঘল এটা পুখুরী আছে। ইয়াব উত্তর পাৰত এটা পকীখবর ভদ্রাশেব থকা জনা যায়। মাজে ২ স্বন্দর ২ ফল দলব গছ গজনি আক নানা তবহর শিলব কটা মুষ্টি পরি থকা দেখিবলৈ পোতা যায়।

বহুত ইটা পৰি আছে। এইবোৰ আৰ্হি-বাৰিৰ ইটাৰ দৰে নহয়। এক বৰ্গাকৃত পৰিমাণ আৰু শিলৰ নিচিনা টান। গড়ৰ মাজত পকাঁথৰ বেটো আৰু তন্তু আৰ্হিৰ চিন আছে। আৰ্হিও সেই হাৰিৰ মাজত গুঠাব কোঠা থকা পকাঁথৰ চিন আছে।

বিজ্ঞানী মহাৰাজ কুৱলৈয়ে দেশ বিজয় কৰি আহি জেঠানৰ নামনিভাগ এখন বিজন কাননৰ মাজত এই ৰাজধানী স্থাপন কৰাৰ কাৰণে এই নগৰৰ নাম “বিজনী” হ’ল। এই বিজ্ঞানী বৰজাই হাৰাব নামেৰে এজন প্ৰথম পৰাজনী বীৰপুৰুষক সৈন্যদাৰু পাতি গোৱালবিলাকৰ সৌভাষ্যৰ পৰা যি অক্ষয় নিৰাপদে বাৰিছিল সেই অক্ষয়ৰ নাম হাৰাবাংচাট পৰণবা, আৰু বিবিজয়ৰ সময়ত ব্ৰহ্মপুৰৰ জন বা সৌ-ভাগ্যত শাল, শিমু দুৰ্ভেবে পৰা সাজি নৈবোৰ পাৰ হৈছিল দেখি এই অক্ষয়ৰ নাম দুটাখাট চৰণবা হৈছে।

গুৱালপাৰ চহৰৰ বিপৰীত কালে ব্ৰহ্মপুৰ নৈৰ সৌক্যে ৩ মাইল আত্মত এটা পৰ্বত আছে। এই পৰ্বতৰ চাৰিও ফালে ১৮টা শিলাৰ খোপ আছে। এই প্ৰাচীন কালত বৌদ্ধী ৰূপবিলাক ইয়াৰ ভিতৰতে আঁকি খোপ-সাধনা কৰিছিল বুলি জনা যায়। এই নিমিত্তে এই পৰ্বতৰ নাম বৌদ্ধিৰ বোণা আৰু তাৰ কাৰণত থকা ঠাই বিনিও বৌদ্ধিৰ বোণা বুলি প্ৰসিদ্ধ। ই-ৰাজবিলাকে গোমনতখনে এই ঠাইখনতে ব্যাৰুজা কুঠি পাতে। এই ঠাইখনতে ননৈ নৈৰ মুখ আৰু হুইটালী নৈ আহি ব্ৰহ্মপুৰ নামেৰে স্নেহত সন্নিহিত হৈছে। ইয়াৰ জল-বায়ু স্বাস্থ্যকৰ। বিজ্ঞানী বৰজা ৰাজধানী আৰু এখন তৰ্জিল-কাৰীও আঁকিলেকে আছে। ইয়াৰ তলত কেইখনমান গাওঁ লৈ বৌদ্ধী, কাটনী, ডিহি গঠন কৰা হৈছে। ইয়াত এনে এটা ৰূমজুতি আছে যে এখন মাহুৰৰ এজনী কটা বৰণৰ ভাল শুভনী গাঠি আছিল। মাহুৰনী সাজ বেগি বৰণে আছিল নিতৌ পলায় যায়। এই নিমিত্তে গৰাকীজনক গৰখীয়া লৰাটোক বহুত কৰুৰ্ণনা ৰাফা বোলাত, এদিন গৰখীয়া লৰাটো গৰুজনীৰ পিচ খৰি যাতেত যাতেত বৌদ্ধী থকা এটা খোপত সোমাইলৈ। বৌদ্ধিৰবে তেওঁক দেখি কাৰণ

জানিব পাৰি গৰুজনীৰ গাখীৰ খীৰাই তিনিটা ভাগে স্নেহতে ধাৰলৈ দি পিচত গৰুকে স্নেহতে তাক বৰলৈ গৰুজী পঠালে। সেই দিনাবে পৰা লৰাটোৱে ভাত-পুৰি খাবলৈ এৰিলে। অৰুচ ইপিনে তাৰ গা লাগ দা পুঠি হবলৈ ধৰিলে। লৰাটোৰ কিবা কোনৰ স্নেহ বুলি বাগেৰে নামা ঠাইৰ পৰা দূৰৰ বেনাৰ বিচি ধৰাত, বৌদ্ধিৰবে জানিব পাৰি চক্ৰবেশেৰে তেওঁকেন দিও আছিল। আৰু এখন কল্যাণতৰ আগতে কট আছিল তাৰে ওপৰত লৰাটোৰ মুখখন বেলেগী পোহাত, মুখ বেগিলত পিঠিত এটা চাপৰ নবাত জা তিনিটা গুলাই পৰিল আৰু বৌদ্ধিৰবে তাক লৈ গুচি থক, সেই দিনাবেপৰা এই ঘটনাৰ পিচত কেইবাটাও বোজা ঘাব বজ হৈ যায়। ইয়াৰ পিচত লৰাটোৱে স্নান দৰে ভাত-পানী খাবলৈ ধৰিলে। উপস্থিত কৰা মাজ বিলাক আৰু গৰাকীজনে লৰাটোৰ মুখৰপৰা অমূল বৃত্তা জানিব পাৰি, বৌদ্ধিজনক বিচাৰিবলৈ ধৰিলে, যে তেওঁক কতো নেপালে। এই পৰ্বতৰ নামনিভাগ চক্ৰন বা জুগলপ দেবৰ এখন নাম আছে। অশোকীয়েই দিনা ইয়ালৈ ব্ৰহ্মপুৰ ব্ৰান উলগেৰে বহু যাত্ৰীৰ সন্ধান হৈ থাকে।

যেতিয়াপা গাওঁৰ কাষৰতে কাৰাইটাৰী গাওঁ বৌদ্ধিযোগাৰ পৰা ই-ৰাজৰ কুঠি গুৱালপাৰলৈ তুলি নিয়া লগে লগে এই বৌদ্ধিযোগাৰ বৰজা থকা উঠি যোগা সৰ্গদাৰপৰণৰ স্তবিদাৰ নিমিত্তে কাৰাইটাৰী গাওঁত মল্লৰ এক শনিবাৰে হাট বহুওতা হয়, এই হাটখন আন্তৰ্জাতক চলি আহিছে। ৰজিমাৰাৰ মাজৰবিলাকে এই হাট বিত্তৰ পাণ-ভায়েল আনি বিক্ৰয় কৰে। এই পাণ-ভায়েল আন আন বেপাৰীবিলাকে কিনি লৈ গুৱালপাৰ, লক্ষীপুৰ, দামচা, নিৰাবি, কুমাৰী প্ৰভৃতি প্ৰান্তিক হাট বিলাকত বিক্ৰয় কৰেগৈ।

ই-ৰাজী ১১১১ চনৰ পৰা ইষ্টাৰ-বেঙ্গল বেঙ্গল বেংলাৰ কাৰণে, আৰু জলপথেৰে ব্ৰহ্মপুৰলৈ সি জাহাজ চলাসে কৰাত বাণিজ্য-বাণ্যৰ জন্মে বিপৰিভেদে পৰিবলৈ ধৰিলে। ইতিপূৰ্বে বেংলাৰ, আৰু জাহাজ চলাসে নবকাল কালত বেংলাগু, পাবনা, সিংগাৰু, জগ

ৱালকিল, বংগ, দিনাজপুৰ প্ৰভৃতিৰ বেপাৰীবিলাকে কুৰু বৃষ্ণ নৌকাযোগে না না স্থানৰপৰা না না বিহ না পৰ আনি অভাৱ মোচন কৰিছিল। গুৱালপাৰৰ জন্ম নৈৰ তীৰৰ চুলাইল পৰ্য্যন্ত বাণী এই নৌকা-যোগে অতি বিতাপন শোভা সম্পাদন কৰিছিল। ইয়াৰ দ্বাৰে কাৰণে পুৰোচিত নমুনা বহাৰ বিবাহ ধৰিছিল। এই ৰজাৰ আৰ্হিলৈকে আছে।

জলপথেৰে গুৱালপাৰৰ গাবো-কপাহ: লা, বব, মৰিহ, ধান, মাহ, মৌ-সিটা, মৰা-পাট, শাল, সোণাক, মৰ, গম্বাৰী, কট, ৰামু, আজাৰ প্ৰভৃতি বহুমূলীয়া গাট, দৰি, চৰু, মাখন, স্নত আৰু বিত্তৰ মাজ বিদে-কট ৰজাৰী হৈ থাকে। আৰু উত্তৰ গাব, অৰ্থাৎ টাটাট আদি কৰি অক্ষয়ত উৎপন্ন হোতা উক্ত বস্ত্ৰ ধাক পাণ, কামোল, জমবিবা টেঙ্গা, এড়ি মুগা হুতা, হাৰ কাৰণে আদি কৰি বহুত বস্ত্ৰ পণ্যকৰে (বেগওৰ) বিক্ৰমলৈ পৰানী হৈ থাকে।

এই জিলাত উত্তৰ আৰু দক্ষিণ টাঙ্ক বোড নামেৰে দুটা জাহাৰ আছিল আছে। উত্তৰ টাঙ্ক বোড দক্ষিণ টাঙ্ক বোডৰ দৰে স্ত্ৰম নহয়। ইয়াৰ চাৰে ২ হাৰি পৰ্বতে বেৰি আছে। হাটদিবাৰী, বাইমানা, মইখামাৰা, ফকা, চিগি, বিজ্ঞানী ও মানস নৈৰ ওপৰেদি এই টাঙ্ক গৈছে। ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ দেখা ৰুজাইগুৰিৰ পৰা ব্ৰহ্মপুৰ জিলাৰ বেৰকটাৰলৈ ৪০০ মাইল। দক্ষিণ টাঙ্ক বোড পুৰ্বীৰ পৰা সৰ্গদাৰলৈকে ৫০০ মাইল। এই বোড এই জিলাৰ গুৱালপাৰ, ফকিবগৰ, জমাদাৰ-গাট, জমডোবা, লক্ষীপুৰ, বায়লা, আগিয়া, কুমাৰী, সৰ্গদিহি, ও ধুপদাৰৰ ওপৰেদি গৈছে। এই জিলাৰ বিবেগল পৰত পুৰ্বী, সৌৰীপুৰ, বালাজন গোশালক-ৰ, বাসবাৰী, চিপকাই, শাপটগাম, ফকিৰাগ্ৰাম, জোৰবাৰা, বাগুগাট, বজাইগাট, বিজ্ঞানী, এইবোৰ বিবেগল পৰত পুৰ্বী, সৌৰীপুৰ, বালাজন গোশালক-ৰ, বাসবাৰী, চিপকাই, শাপটগাম, ফকিৰাগ্ৰাম, জোৰবাৰা, বাগুগাট, বজাইগাট, বিজ্ঞানী, এইবোৰ

বিবেগল পৰত পুৰ্বী, সৌৰীপুৰ, বালাজন গোশালক-ৰ, বাসবাৰী, চিপকাই, শাপটগাম, ফকিৰাগ্ৰাম, জোৰবাৰা, বাগুগাট, বজাইগাট, বিজ্ঞানী, এইবোৰ

লৈ আহি আমগুৰি গ্ৰামত অস্থান কৰেদি। পিচত এই গাওঁৰ গৰাকীয়ে এটা ঘৰ সাজি যি সেৱা পূজাৰ নিয়ম প্ৰবৰ্ত্তন কৰি দিয়াত গাওঁলীয়া লোকৰ আগ্ৰহ আৰু ভক্তি ওপৰে। তেতিয়া বিজ্ঞানীৰ স্বৰ্গীয় মহাৰাজা মফসলমাৰে ইয়াৰ যোগে জুজিব পাৰি, বহা থৰৰ বিধানী বিঘা আৰু শামগুৰিৰ গৰাকী বেনামা ও নাৰাধাদাস এই দুয়ো ভায়েককে দৈনন্দিন পূজা অৰ্চনাদি কৰিবৰ কাৰণে বা ১১১০ চনত মুঠে ৪১/১০ বিঘা নিষ্কৰ দেওতাৰ লিখা-পতা কৰি দিয়ে। বহাগ বিহুত, ভাদ মাহত শ্ৰীশ্ৰীমহৰ আৰু শ্ৰীশ্ৰীমহৰ দেবৰ তিথি মহোৎসৱত, শ্ৰীশ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মদিনীত আৰু যোগে যাত্ৰাৰ সময়ত ইয়াত মহোৎসৱাদি হৈ থাকে। বিজ্ঞানী কেচিবিহাৰ ৰাজ ষ্টেৰ আৰু সৰ্গদাৰপাৰৰ সহায়ত বা ১০১২ চনত ভোগ আৰু নাট মন্দিৰ ডাঙৰ কৰি টিনেৰে সজোৱা হৈছে। এই গাওঁৰ অক্ষয় আৰুও থকা বৰুভাৰা গাওঁৰ পাহাৰৰ মাজত ৮৩৩৮৬ৰে ধেৰে পাটালি নামেৰে এখন থান পাতি থৈছিল। পিচত তাতে থকা অক্ষয়ৰ পদচিত্ৰখন লৈ কৰাবলৈ গুচি যোৱাত, এতিয়াও তাৰ চিন যোগা নাই। এই পৰ্বত শ্ৰেণীৰ দক্ষিণ ভাগে মলিগামৰ বহুত এখন বিতাপন যোগাশ্ৰম আছে। আৰু চাকনাৰাভী গ্ৰামৰ অত্যাচ ভৈবৰ চুৰা নামক গগৰৰ ওপৰত ঠৈবৰ দেৰৰ প্ৰস্তৰ নিৰ্মিত কালাপাহাড় কৰ্ত্তক ভয় মুৰ্ত্তি আৰ্হিলৈকে দেখিবলৈ পৰো যায়। ইয়াৰ সেৱা পূজাৰ কাৰণ বিজ্ঞানী মহাৰাজাই বিতকুৰ্মি দান কৰেগৈ। বহাগ বিহুৰ দিনৰ পৰা বহাগৰ ৩দিন লৈকে বাত্ৰীসকলৰ সন্ধান হৈ থাকে। ইয়াত ৰূপিবৰ মানদণ্ড আছে।

পামুগাট আৰু আইটাৰ্গাওঁৰ মাজত থকা ভূমীধৰ পৰ্বত, গাৰ্বতা গাওঁত থকা ভাৱৰীয়া কটা, আৰু দেৱান বিহুত থকা নাককাটা পৰ্বতৰ বিষয় এনে এটা আখ্যান আছে যে,—ভাৱৰীয়া ভূমীধৰৰ সক ভায়েক আৰু ভূমীধৰী ঠৈমীয়েক আছিল। ভাৱৰীয়াৰ ঠৈতে ভূমীধৰীৰ প্ৰেমভাৱ থকা জানিব পাৰি, ভূমীধৰে ভায়েকক বীৰবৰা গ্ৰামলৈ শেদি নিয়ে, আৰু তাতে তেওঁক জগত কৰি কাটি পেলায়। তাৰে পৰা আৰ্হিলৈকে মুঠত এখন শ্ৰীশ্ৰীমহৰ দেবৰ পদশিলা (পদচিত্ৰ)

সেই পাঠ্যের গছ গছনি শূন্য হৈ হুংৎ শিক্ষাক্ষেত্র দুভাগ হৈ পবি আছে। এই নিমিত্তে এই পাঠ্যের নাম "গাউন্টিকা" হৈছে। তাহা পিণ্ডিত ভূমিদেবীৰ মাকটো কাটি পেলো; এই নিমিত্তে এই পৰ্ণতৰ নাম "মাককাটি" হৈছে। যোৱা ১৮২৭ খৃঃ ভাষণ ভূমিদেবীৰ মাককাটিৰ চিত্ৰিত থকা এই স্তম্ভত প্ৰৱৰ্ত্তন বহু ধৰি গন্থমে ফালৰ নামনিত বাগবি পৰিছে। ভাৱবীয়া কটাব কোনো অংশ উদ্ধাৰি (ছিটিক) গৈ বি ঠাইত পৰিছে সেই গাৰ্ৱৰ নাম "ছিটিকা" গাওঁ হৈছে বুলি কয়।

উত্তৰৰ চুচা নামক পৰ্ণত সমগ্ৰ অসমৰ ভিতৰত ওৰা। এই পৰ্ণতৰ কাবত থকা দলানী বিলত বহত খোলা আছে। মহাপুৰুষীয়া ধৰ্ম-প্ৰৱৰ্ত্তক শ্ৰীশংকৰ দেৱ বেতিয়াৰ খাচৰামলৈ আহিছিল, তেতিয়া এই বিলত মায়েৰে সুৰোভৈ প্ৰতি যোৱাত এটা এটা কৰি, কড়ি পেলাই যোৱাত এংশণ কড়িয়ে হুহুৰিলে। এই নিমিত্তে আহিছিলকৈ এই খোলা বোৰ আৰু তাৰ কাবত থকা গাওঁখন শব্দৰ যোতা বুলি প্ৰয়াত।

অভয়াপুৰীৰ ওচৰত থকা শালমাটি গাওঁত গছ-গছনি থকা এটা টিলাৰ ওপৰত স্তম্ভাকা শিলাৰ ন'ভৰ আদি উত্তৰ নাম সন্মান আৰু প্ৰৱৰ নিৰ্মিত্ত কিছুমান দেৱ-দেৱীৰ ওয় মূৰ্ত্তি দেখিবলৈ পোৱা যায়।

পাচোনীয়া গাৱঁৰ কোটিয়াৰ পৰ্ব্বতশ্ৰেণীক আৰু ভূমিদেৱীৰ বুড়াই পাঠ্যৰ ওপৰতো দেৱীবাটী আৰু শিৱ-লিঙ্গ আদি পুৰ্ব্বকীৰ্ত্তি দেখিবলৈ পোৱা যায়। সুহৰ-মাৰি, মন্যাস, হট-টুটীয়া, কুৰিঙা, আৰু অন্ধপুত্ৰ এই পঞ্চমতৰ সন্মত স্থলত আছে দেখি এই গাওঁখনৰ নাম পঞ্চমীয়া বা পাচনীয়া হৈছে। এই গাৱঁৰ পৰ্ণতত অন্ন খনি আছে।

উত্তৰ শালমাৰা থানাৰ ওচৰত দক্ষিণ-পশ্চিমফালে এটা পৰ্ণত বহুত ভিতৰত থানমুখ শিলাৰ নিৰ্মিত্ত মন্যাস দেৱৰ প্ৰতিমূৰ্ত্তি আছে। ইয়াৰ বাহেও কালী, গণেশ প্ৰকৃতি দেৱদেৱীৰ মূৰ্ত্তি দেখিবলৈ পোৱা যায়। মহাপুৰুষিৰ সময়ত বগল মাহৰ ছত দিনলৈ শাক্তীৰ সমাগন হয়। কুঁচিকাট আৰু বীৰবোড়া গাৱঁত বাবেশ্বৰী দেৱীৰ থান আছে।

দুৱৰীৰপাৰ দহ এথাৰ মাইল পূবে উপত্যকাত দক্ষিণফালে এখন বুঢ়া-বুঢ়ীৰ থান আছে। বিহুৰ সন্মত দিনা ইয়াত অশ্বমেধ যাত্ৰীৰ সমাবেশ হয়। অন্ধপুত্ৰৰ কাবতে পাগলাটোৰকৈ নামক পৰ্ণতত আয়ত থকা এখন প্ৰথমা বননিৰ মাজত এটি শিৱমন্দিৰ আছে।

স্বৰ্গীপুত্ৰৰ ওচৰত বাৰা বিক্ৰমেদেৱ নগৰৰ পৰাশংকৰ আহিছিলকৈ দেখিবলৈ পোৱা যায়।

দোণপোখাত শ্ৰীশ্ৰীমাৰুদেৱৰ বংশৰ মাদিকাবীয়া পুতা এখন মহাপুৰুষৰ সন্ম আছে। মাঘ মাহত ইয়া ডাঙৰ মহোৎসৱ হয়।

হাৰাবাটীৰ কুফাই গ্ৰামৰ টেকেৰী পৰ্ণতত উম্মৰী দেৱীৰ মন্দিৰ আছে। বিহু নীৰ বজাসকলে বিহুৱা দি নিচেই পূজাৰ বন্দৰত কৰি ৰাখিছে। এই পৰ্ণত বহুত বাম্বৰ আছে। ইবিলাকৰ মাজত এজন কয়, আৰু এজনী বানী বানৰী থাকে। এনে এটা প্ৰান্ত আছে যে বিহু নীত ৰজাৰাণীৰ সাল-সলনি হয় এই বান্দৰ ৰজা বানীয়ে সাল-সলনি হয়। বৰ্ধনমা ইয়াৰ প্ৰত্যেক প্ৰমাণ দেখিবলৈ পোৱা যায়। বহু অজয়ত বেতিয়া বানী ৰাজপাটত বহে, তেতিয়া ইয়াৰে তেনেদুৰা পৰিবৰ্ত্তন হয়। আৰু বেতিয়া অকল ৰজা ৰাজপাটত বহে তেতিয়াও তেনেদুৰা পৰিবৰ্ত্তন হৈ যায়। কিছুমান বান্দৰে হুযোগ পালে বাৱীৰাণীৰ লগত লৈ যোৱা প্ৰমাণ কল অসি চুৰ কৰি লৈ গৈ। এইবিলাকক লুটীক বান্দৰ বোলে। পূজাৰ সময় আমবিলাক বান্দৰ মন্দিৰৰ বিশাল প্ৰস্তৰ প্ৰাণক আহি বেমেজালি ভাৱে মুখ-বাৰা কৰি থাকে। পূজাৰ অন্তত বেতিয়া পূজাৰী বা দেউৰীয়ে বহু পাৰত কল প্ৰদান লৈ ৰয়ালক মাতিল, তেজি ৰজা বান্দৰে আহি প্ৰাৰুনাহিত্তে নিজ মানসত বহু পূজাৰ কল প্ৰদান আদি আৰু বাৱীবিলাকে সি বহু আদি খাই গুচি যায়। আচৰিত্ত বিহুৰ ৰীয়ে, বেতিয়া বহু বান্দৰ আহি শিলাৰ চাপত থকা তেতিয়াবেশ্বৰা আটাইবিলাক বান্দৰে শাৰ দি ভাৱে বহি থাকে। বেতিয়া কল প্ৰদান কৰি, হেঁৱা

বুটৈ গৈ গুচি যায়। আৰু দি মাহুহৰ হাতবন্দা একো বহু নগৰ, তাৰ কিবা এটা আচৰিত্ত বিপদৰ সন্ধাননা উঠে বুলি জানিব লাগিব।

(ধৰ্ম)

এই জিলাত হিন্দু আৰু ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী মনুষ্যৰ সংখ্যাই সৰহ। হিন্দু জাতিৰ ভিতৰত ব্ৰাহ্মণ, গাৱৰ, কলিতা, ৰাজবংশী, কোচ, নাগিচ, মদাৰী, মনুৱা, জলপা, যোগী, ডোম, কৈবৰ্ত্ত আদিৰ বাহে আছে। বৰ্ধনমা, ৰাভা, গাৰো আদি হাইত জাতি আছে। কুৰ্মীয়া সম্বন্ধত আন আন ঠাইতপৰা বৈজ, মাহোৱাৰী, শিৰ, কুৰ্মী, মনুৱা, চাওঁতাল প্ৰভৃতি জাতীয় মাহুহ আহি বাস কৰিবলৈ ধৰিছে। ব্ৰাহ্মণ, গাৱৰ, ব্যাতীত আন আন জাতিৰ ভিতৰত বিধবা বিৰাহ প্ৰচলিত আছে বৰ্ধনমা সময়ত বাৰবংশী জাতিৰ মাজত কিছুমানে যজ্ঞহৰ গ্ৰহণ কৰিছে। বিখ্যাত ঐতিহাসিক আৰু ভাষাতৰ্ব্বিত পণ্ডিত মিষ্টাৰ বেইনৰ মতে, আৰ্য্য জাতিৰ ভাৱতবল্লে অহা ঠালৰ মাহুহ দুভাগ হৈ, এভাগ পশ্চিম কোনে হাইবাৰ উত্তাৰেদি, আৰু আন ভাগ পূব কোনে পাটকাই দুৱাৰেদি, একে সময়তে ভাৰতত প্ৰবেশ কৰিছিল। আৰ্য্য জাতিৰ যে এটা দলে উত্তৰ পূবেদি আহি অসমত উপনিবেশ স্থাপন কৰিছিল, সেই সম্বন্ধে বিৱাস যেনো প্ৰমাণ বহুত আছে। মিষ্টাৰ হেট্টেই চাহাবেও অসমৰ ইতিহাসত এই বিষয়ে কট-উজাতকৈ লিখি থৈছে। হেট্টেৰ মতে পুৰণি অসমৰ ব্ৰাহ্মণ ও কলিতা জাতি আৰ্য্য জাতিৰ বংশধৰ। ইহঁতৰ আকৃতি প্ৰকৃতি আৰু সামাজিক আচাৰ বাহাৰ অনাৰ্য্য জাতিবিলাকতকৈ বহুত বেলেগ।

(ভাষা)

এই জিলাত অসমীয়া, বঙ্গালী আৰু পাৰ্শ্বত ভাষাৰ প্ৰচলন আছে। ইয়াৰ আলৈ ভাষা অসমীয়া। কিন্তু তাতো বঙ্গালী আৰু ঢেকেৰী ভাষা মিহলি হৈছে। ইং ১২২২ চনতপৰা ঞ্জলবিলাকত অসমীয়া ভাষাৰ কিতাপ দিয়া হৈছে।

কোচ বংশীয় মহাবাজ নৰনাৰায়ণ ১৫৫৫ খৃঃ আহোম ৰজা চুকাৰ্মাৰ খৰ্গদেৱলৈ যি চিঠি লিখিছিল তাৰ ভাষা জানিবৰ কাৰণ চিঠিখন উদ্ধৃত কৰা গলঃ—

"যদি সকল দিগ্‌দুষ্টি কৰ্তালাকাৰ সমীপ প্ৰচলিত হিন্দুৰ হাৰ হাঙ্গসকল কৈলাস পাণ্ডেৰ মশোৰাশি বিৰাজিত জিপিণ্ডেৰ জিহ্ম তবৰিনী সলিল নিৰ্ঘল পলিত্ত কলেৰৰ দীপম প্ৰচণ্ড বীৰ হৈধো মধ্যালা পাবাৰাৰ সকল দিগ্‌কামিনী ধীৰমান গুণ সন্ধান শ্ৰীশ্ৰীপৰ্বনাৰায়ণ মহাবাজ প্ৰত্যপেথু—

শেখৰ কৰ্ণাটক। এণা আমাৰ কুশল তোমাৰ কুশল নিশ্চয়ৰ বাঞ্ছা কৰি। এনে তোমাৰ আমাৰ সন্মেষে ল্পশাৰক পৰাণপূৰ্ণ গতাযত হইলে উভতাহুকল শ্ৰীতিৰ বীৰ অধুৰিত হইবে বহে। তোমাৰ আমাৰ কৰ্তব্য যে বহুতাক পাই পুশিত কলিত হইবেক আমাৰ সেই উদ্দেশ্যত আহি। তোমাৰো এগোটি কৰ্তব্য উচিত হয়। নাৰব তাৰু আপনে জান অধিক কি লিখিম। সত্যানন্দ কৰ্মী ৰাৰেবৰ শৰ্মা কালকেহু ও ধুমা সৰ্দাৰ উত্তম চাউনিয়া জামৰাই, ইমৰাক পাটাইতেছি তামৰাৰ মূলে সকল সমাচাৰে বৃথিগা চিতাপ বিদায় দিবা। • • • ১৪৭৭ নম্ব আখাৰ।"

বিঘাৰ গীতো মিশ্ৰিত ভাষাত তিব্বোজাভিলাকে গায়; যেনেঃ—

"বৰ আহিল বে—সাল বিসাল কৰি বহিল বে। শাল গাছেৰে ভাল পিৰা—বহিছে বকতা বে। গোহাৰ পূজা কৰে অকণা চৌধুৰী, বধনা শিৱাতে বহি বে।"

"কোৰপৰা আহি নাউয়া এ বহিগি শিলত, মদা চৰা কৰা যদি মৰিবি কিলত।"

"কোন মাটত যাৰি বাবে জল। ভবিবাক হে—চলা সখী বউ জল তুলি সো যোগাবে কলীৰ তৰি বে।"

"কোৰপৰা আহি নাউয়া এ যুৰে লিলা হাত কিবা জাতি কিবা কুল নকলি আমাক।" ইত্যাদি—

ঈপ্পলগোনে দাস, তিহিৱাৰ।
কৌমাৰী, গুৱালাপাৰ।

তুমিয়েনে বেবি, গৌৰৱ-আধাৰ
সৰুৱা দেখৰ শেৰণীভূতা
বিমিতা প্ৰকৃতি গাই নানা তানে।
যাব পুণ্যময় মহিমা গাথীৰূ

গুপ্ত দণ্ড ধৰি হাৰি হিমাচল,
গাঁথিছিল আগে তোমাকে ধাতা,
অন্ধ দেশ পিচে, তোমাক সংযোগি,
তুমিহে প্ৰাচীনী আসাম মাতা।

মহাপুণ্যময় অগ্ৰৰ আকৰ
নিৰাধি তোমাক ভগত-আই;
আচৰিলে তপ ব্ৰহ্মা, হৰি, হৰে,
পুৰণি কালত শোভি ই ঠাই।

আৰাধি মাথাক স্থাপিলে ভগত,
কাৰিছিল ভৱ মনন হৰে।
সতী-ভিন্ন-অঙ্গ পৰি পালে পুহ
ঈয়াতে হেৰুৱা কীৰ্তন গৰে।

তেতিয়াবেপৰা আৰ্ধাৰ বসতি,
আসাম আমাৰ পৱিত্ৰ দেশ,
ধৰ্মাৰণা আৰু পুণ্যভূমি নাম,
নাই যত ভগ কেশৱ দেশ।

মণি, বত্ৰ, কাম, সৌমাৰ নামেৰে,
চাৰিটি পীঠত কৰিলে ভাগ;
কৰি ন'ত বাস বাঢ়ে নিত্যলক্ষ,
নেলাগে অকৰণে চিন্তাৰাগ।

সিট কামপীঠ, উৎসৰ্গিলে গিৰী,
উমাৰ বিয়াত যৌতুক কৰি;
ভগতজননী দিলে ততে বৰ,
নহৰ ঈয়াত চুক্তি মাৰী;

যত ততে মৰি হৰ মুকুৰীম,
মোৰ প্ৰসাদত অলখা নাই;
সহাই বসন্ত ব'ৰ শীতবাত,
অশুভ, অশুভ হব সদায়।

তেতিয়াবেপৰা স্বৰ্গত্ৰয়ময়,
নাই কোনে আৰু কেশৱ দেশ।
স্বৰ্গমহী তুমি, বেধেৰ জননী,
সৰ্ব শঙ্ক্ৰভৰা আসাম দেশ।

খাভ, ভোগা যত বসন, কুৰণ,
তোমাত একেবে নাটনি নাই,
বিবিধ ভূগাণ্য খনিছেৰে ভৰা,
অৰুণা অক্ষয় আসাম আই।

কিবা মনোচৰ শোভে শৈলমালা,
উচ্চ তৰুবাহি, অক্ষয় সদায়,
চন্দন অগ্ৰক লতা নানা বিধ,
বিবিধ কৃত্ৰমে অগ্ৰক বিলায়।

অতি স্বৰ্গভগ, মন নদীচয়,
গুপ্তিত পৰিক দেখিলে শোভা,
উপবীত যেন ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদ,
দীৰ পুণীৰ ফটিক প্ৰভা।

পাশ্চাত্য জাতিৰ কামান গৰ্জ্জন,
বৰটোপ, বোমা, বন্দুক, গুলি,
সকলোৰে হেতু, বান্ধন ইয়াতে,
প্ৰখ্যাত প্ৰথমে উৎপন্ন বুলি।

বৰাহ জ্যোতিষী, বহু গনি পতি,
নোৱাৰি বৃষ্টিৰ, গহৱ গতি,
নৱগ্ৰহত কৰিলে নিশ্চয়,
বাৰি চকু তাত সজে পতি।

ধ্বংসকলৰ পুণ্য তপোবন,
কত প্ৰসিদ্ধ দেহব নিলায়,
বশিষ্ঠ, কামাখ্যা, মাধৱ প্ৰকৃতি,
কত পীঠস্থান কুণ্ড পুণ্যময়।

কাশী, প্ৰয়াগৰ সমকক্ষ বুলি,
শাহুৰ নিৰ্ণিত মুক্তিৰ স্থান,
আসাম নামেৰে ভূমিহে তোমাৰ,
নাই তুলা দেখি তোমাৰ আন।

"আ"-সকলোতে সমনীতি আছে,
অথবা সিক্ৰেতু নাম আসাম,
প্ৰতাপী আৰোম শালক তোমাৰ,
তাৰ প্ৰতিশপ্ত সেৱেগা নাম।

দানৱ ভূপতি শাসিছিল ধৰা,
সামানীতি শুনে বহি প্ৰজাক,
গোন প্ৰথমতে মহীৰু নামে,
ক্ৰমে দৈত্যবংশী নৃপতিজাক।

তাল চাপৰিৰ বীৰ-সংকীৰ্ত্তন,
পাতাল পুৰীৰ নৰ্ত্তক গীত;
হেতিয়াৰে পৰা, বন ভূতি চিত্ৰ,
বেৰিলে জুনিলে জুৰাই চিত।

অহৰ জাতিৰ আত্মৰী চিকিৎসা,
ক্ৰম ময় শুনে ৰোগৰ নাশ;
ধনুৰী বেলে পোন প্ৰথমতে,
কৰিলে বেজালি গুচালে ভ্ৰাম।

অনৰ নাৰ্হিতা কল্পিণী দুয়াৰী,
ভীমক ৰজাৰ গ্ৰন্থগনন,
এই আসামতে ললে জনম,
নৰকৰ কৃত্য ঘোড়শীপন।

নিছিল ক্ৰম্বে নবকক মাৰি,
যোড়ন হাৰ্হাৰ অক্ষৰী নাৰী,
কামৰ তনয় অনিকল্প দেবে,
বাণৰ তনৱা উষা অক্ষৰী।

কৰ্ণনাশা গিৰী আৰু অগ্নিগুড়,
পৰি পৰি ব'ল ভূতিৰ চিন।
মন্ত সিংহ সম ভগৱত্ৰ বজা,
জাগে তাৰ কথা কীৰ্ত্তি অসীম।

আৰোম বংশীৰ নৃপতি সৰব,
সুগমীয়া চিন দেখি বিহয়,
প্ৰাসাদ, মন্দিৰ, গড়, পুষ্কৰিণী,
পৰি আছে ভীম কামানচয়।

যেই পিনে চাৰা। সেই পিনে পাৰা।
অন্ততৰ চিন ভূতিৰে গৰা।
বিশাল আকাশে শত মুখে গায়,
আসাম দেশৰ গৌৱৰ কথা।

হায়! হুমৰি পৰে অশ্বনীৰ,
জয়মতী সতী তোমাৰ কৃতি,
অক্ষৰে অক্ষৰে অকিছা হিয়াত,
নহৰ বিশ্বত আসাম জাতি।

শত জাহ্নৱীৰ জলতো অধিক
জয়সাগৰৰ পৰিষ্ক নীৰ
তৰ পদবজ সংশ্লেষ্ট গানৰ
য'ত এৰিছিয়া পুণ্য-শৰীৰ।

আৰু কত জনা আসাম ললনা,
ফুল, মৃগা আৰু কৃত্ৰম আৰি,
ভূলাগে যখন, হেৰুৱালে প্ৰাণ,
ধৰিছিল গুলি মাচল পাতি।

সিগৰ সতীও তোমাৰ সন্তানী,
যাক হুমৰবে পাতক হৰে,
আসাম মাতুৰ বেধেৰ সন্ততি,
হুমৰি চহুৰ শোভক হৰে।

ললিত কবিতা মাদুৰী সতীত
ৰতোতা বিখাৰ আছিল কৰি,
অনন্তকন্দলী, বামনস্বৰভী,
শঙ্কৰ, মাধৱ পুণ্যৰ ছবি।

আরু কতজন দামোদর আদি,
কবিছিল সব বর্ষ প্রচোব ;
সিসর কবির বিশিষ্টসরস
পুতি মাজ হল জুবি সংসার ।

সিদিনাও সেয়া ভোমাবে সন্তান
তীকু প্রতিভার আনন্দবাম,
কর্ণধরী বৃশি হ'ল হৃদিগাত,
জ্বাই চৌদিশে তোমাব নাম ।

অত প্রতিভার অত ঐশ্বর্যব,
অত বীরহর জননী তুমি ।
নাই আজি কোনো তেজস্বী সন্তান,
আসাম কেবল অগান তুমি,

পৰমুখাপেকী, পৰমাজ্ঞাবাহী,
আপোনাব তব নাই মনত ;
মাহুদ বিপদ, পুশুংহাব প্রোভ,
মানিছে সোবোপা সন্তান বত ।

সকলো দেশৰ কোস্তত বতন,
তুমিয়েনে বেবি, আসাম আই ?
হৃদিয়ে বিদেহী, কি দিম উত্তৰ,
আজি অসমীয়া নিস্কায়ী প্রায় ।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী,
ঘোৰগাট, তবাজান ।

মন্ত্ৰ-সাহিত্য ।

মন্ত্ৰ পুৰিবিলাকো আমাৰ দেশত সাহিত্যৰ এটা বিশেষ অঙ্গ । মন্ত্ৰ-পুৰিবিলাকৰ ছাৰোচনা নকৰিলে সাহিত্যৰ গুৰি ধৰা অসম্ভৱ কথা । দেৱত ভাষাত সাহিত্যৰ প্ৰথম অভিব্যক্তি আমাৰ দেশত নিম্নকালিত পিতৃ আৰু মন্ত্ৰত । মন্ত্ৰবিলাকৰ ভাব আৰু বচনা প্ৰণালী প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি মন কৰিলেই এই মন্ত্ৰবিলাক প্ৰাচীন বৃশি ৰানিব পাৰি । ব্ৰহ্মপ্ৰাচীন মন্ত্ৰবোৰৰ বচনা কাণ নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিলেহে প্ৰকৃত পক্ষে অসমীয়া সাহিত্যৰ আদিকাল বা জন্ম শকু নিৰূপিত হ'ব আৰু তাৰ লগে লগে অসমীয়া ৰাতিৰ জ্ঞান, বিজ্ঞা, আচাৰ-ব্যৱহাৰ আদিও কৃত প্ৰাচীন কালৰ-পৰা চলি আহিছে তাকো জ্ঞানিব পৰা যাব ।

মন্ত্ৰশাস্ত্ৰিত, অৰ্থাৎ মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ কৰি তাৰ দ্বাৰা ঐশ্বৰ বা দেৱতাসকলক সন্তুষ্ট কৰা নাইবা তাৰ দ্বাৰা বোগ বাসি গুচোৱাৰ বিশ্বাস হিচাপে জাতিৰ অতি প্ৰাচীন আৰু মজাগত । যেতিয়াপৰা মাহুদৰ মনত তৰ জতি বা মন্ত্ৰ পাঠৰ দ্বাৰা ঐশ্বৰক সন্তুষ্ট

কৰিব পৰা ভাব উপস্থিছে, ত্ৰেতিয়াসেবপৰাই মন্ত্ৰ দ্বাৰাই মন্ত্ৰ ব্যাপি উপলব্ধ কৰা ভাবে মাহুদৰ মন উদ্ভৱ হৈছে । এই এই ভাব মাহুদৰ মনত সন্মিলনে গুপ্ততা সমনামিক ভাব । এই তয়ো ভাবৰ কাণ্ড কাৰ্য মন্ত্ৰক আছে । এক ভাববশৰা আন ভাব সাহিছে । গভিৰক অতি প্ৰাচীন কালতে ছুভাগ মন্ত্ৰৰ সৃষ্টি হৈছে । ছুভাগ প্ৰধান মন্ত্ৰৰ ভিত্তবত প্ৰথম ভাগ হৈছে, পৰবেশ বা পৰবেশৰ বিকৃতি স্বৰূপ দেৱতাসকলৰ আৰাধনাত প্ৰযুক্ত হোৱা বৈদিক পৌৰাণিক তান্ত্ৰিক প্ৰকৃতি নহে । দ্বিতীয় ভাগ হৈছে, পৰবেশৰ বা তেওঁৰ বিকৃতি প্ৰকাশক দেৱতাসকলৰ অক্ষৰপাৰলী গুণ্ডাৰা বোগ ব্যাপি প্ৰকৃতি গুচোৱা কাৰ্য্যত প্ৰয়োগ হোৱা নানা প্ৰকাৰ মন্ত্ৰবিলাক । মন্ত্ৰৰ এই এই বিভাগেই প্ৰধান আৰু অতি বিভাগ । পিতৃ মন্ত্ৰবিলাক, জাৰণ উচাটন আদি কাৰ্য্যত প্ৰয়োগ কৰাৰ বাবে, নানা উপবিভাগ সৃষ্টি হৈছে ।

মন্ত্ৰ উচ্চৰণ কৰা মাৰেই আমাৰ মনত পাবে দেৱতগ আৰাধনা কৰা নাইবা বোগ ব্যাপি গুচোৱাৰ অৰ্থ

প্ৰয়োগ হোৱা বিশেষ ভাবে ৰচিত আৰু বিশেষ ভাবে উচ্চাৰিত বিশেষ শব্দ সমষ্টিৰ কথা ।

এই শব্দ সমষ্টিৰ আচলতে কিবা শক্তি আছেনে নাই, নাইবা শব্দ সমষ্টিৰশৰা কেতিয়াবা কিবা বিশেষ বল লাভ কৰিব পাৰিলে নোৱাৰি, ইত্যাদি বিয়দ মাৰোচনা কৰা এই প্ৰবন্ধৰ মোকো উদ্দেশ্য নহয় । এই প্ৰবন্ধ উদ্দেশ্য, অসমীয়া ভাষাত ৰচিত মন্ত্ৰবিলাক মন্ত্ৰে ইতিহাস আৰু সাহিত্যৰ কালেদি আলোচনা কৰা; আৰু মন্ত্ৰবিলাক কাৰ্য্য দ্বাৰা কোন সময়ত প্ৰথম ৰচিত হৈছিল আৰু তাৰ ভিত্তবত আমাৰ জাতীয় আচাৰ, ব্যৱহাৰ, সভ্যতা প্ৰকৃতিৰ বিষয়ে কিবা কথা থাকিলে গাৰো অহী-সমাজত প্ৰকাশ কৰা । গতিকে, মন্ত্ৰ শব্দৰ পৰ্বত সিদ্ধি অৰ্থ বুদ্ধিলে নাইবা " মননাত জায়তে মনং তদা মন্ত্ৰ ইতি বৃত্তঃ " এই ব্যুৎপত্তিগত অৰ্থৰ বাবে সকলো মন্ত্ৰকে সামৰি ললেও, ইয়াত কেবল অসমীয়া ভাষাত লিখা মন্ত্ৰৰ বিশেষ ভাগটোহে আলোচনা কৰা য় । অসমীয়া মন্ত্ৰবিলাকৰ জন্ম পৰিণতি দেখুৱাবৰ অৰ্থে আৱশ্যক অহুসৰি বোগ ব্যাপিত প্ৰয়োগ হোৱা বৈদিক পৌৰাণিক আৰু তান্ত্ৰিক শাস্ত্ৰৰ বিষয়েও চমুকৈ ইই চাবি আখাৰ কথা কোৱা হ'ব ।

সম্পূৰ্ণ ভাষাত ৰচিত মন্ত্ৰৰ নিচিনা অসমীয়া ভাষাত ৰচিত মন্ত্ৰবোৰ তিনিটা বিভাগ আছে । কিন্তু অসমীয়া ভাষাত দেৱতাত আৰাধনাত প্ৰয়োগ কৰা মন্ত্ৰৰ সংখ্যা অতি অল্প । জাৰণ উচাটন আদি কৰ্ম্মত প্ৰয়োগ হোৱা মন্ত্ৰ বহুত থাকিলেও, সেইবিলাক মন্ত্ৰ স্বপ্ৰতিষ্ঠ সাহিত্যৰ পৰ্য্যব নহয় । গতিকে, অসমীয়া ভাষাত বোগ ব্যাপিত প্ৰয়োগ হোৱা মন্ত্ৰবিলাকেই স্বপ্ৰতিষ্ঠ সাহিত্যৰ শ্ৰেণীত ৰখা য় । সেই দেখি, ইয়াত সেইবোৰ মন্ত্ৰহে আলোচনা কৰা য় হ'ব ।

মিসুৰ সকলো কথাৰ, অৰ্থাৎ সভ্যতা, জ্ঞান, বিজ্ঞা, বৃত্ত, বৃত্ত, কলা আদিৰ মূল ভাব বেনেইক বেদৰ ভিত্তবত আছে, তেনেইক মন্ত্ৰবিলাকৰো মূল ভাব বেদৰপৰা পোৱা । অৰ্থৰ বেদত আন আন নানা কথাৰ নিচিনা বোগ ব্যাপিত প্ৰয়োগ হোৱা মন্ত্ৰও বহুত দেখিবলৈ পোৱা য় । অৰ্থৰ বেদৰ দ্ৰুটা এটা মন্ত্ৰ সাৰণ ভাষত

লিখা প্ৰয়োগ বিধিৰ সৈতে তলত উল্লেখ কৰা হল ।

জব আদি বোগত প্ৰয়োগ হোৱা মন্ত্ৰঃ—প্ৰয়োগ বিধি-
“তথা জবতি সাবতি নাজীত্ৰণেযু তদুপমন্ কামান্ত
অনেনৈব হুক্তেন মুৰ্ছশিৰোবানিদ্ধিত বন্ধু বন্ধনং কেত্ৰ
মুক্তিকয়া বন্ধিক মুক্তিকয়া বা সপিলেপনং চৰ্চ্ছ খৰা মুৰ্ছেন
অগন নাভী ত্ৰণ মুখানাং বননচ কাৰ্ধাি ” অৰ্থাৎ
জব অতিসাৰ আৰু নাভীত্ৰণ আদি বোগত তলত লিখা
মন্ত্ৰেৰে আঁতৰাইয়া মুহূৰ্থে নিশ্চিত জবী বান্ধিব,
নাইবা পথাৰৰ মাটি আনি বা উঁই-হালকুৰ মাটি
আনি, জাবি লৈ ব'হি দিব । নাভীত্ৰণ হলে ত্ৰণৰ
মুখত গাৰীৰৰ চামৰিৰে বেগ দিব আৰু ত্ৰণৰ মুখ
ৰুই চৰ্চ্ছণ্ডৰ দ্বাৰা বান্ধি ৰাখিব । মন্ত্ৰঃ—“বিদ্যা শৰত্ৰ
পিত্ৰব : পৰ্চ্ছত্ৰঃ কুৰিযামস । বিদ্যা তত্ত্ব মাতবঃ
পুৰিৰী ত্ৰিবি বহ্মাৰিঃ ” অহুদাৰ অনাৱশ্যক । গৃহ-
পালিত পশু আদিৰ বোগত প্ৰয়োগ কৰা মন্ত্ৰ :—
প্ৰয়োগবিধি—“তথা গৰাব বোগ প্ৰশমন পুষ্টিপ্ৰজনন
কৰ্চ্ছহ অনেনৈব হুক্তেন মনবণং কেবলঃ উদকং বা
পায়মেৎ ” ভাৱাৰ্থঃ—গৰক বোগ গুচাবলৈ, অনেক গৰক-
জটপুষ্টি কৰিবলৈ, তলত লিখা মন্ত্ৰেৰে গোপ মিহলি কৰক
পানী জাবি পুতাব । মন্ত্ৰঃ—“অথো ব্ৰহ্মকৰ্চ্ছিৰ্চ্ছা ময়ো অগ-
বয়াত্তঃ পুৰ্চ্ছত নমুনা পয়ঃ । ” কৃত প্ৰেত পিশাচ আদিৰ
উপশ্ৰৱ নিৰাণ কৰা মন্ত্ৰও অৰ্থৰ বেদত আছে ।
প্ৰয়োগবিধি—“আৰ্হি কৃত পিশাচ চাচ্ছাই নাফনী
বায়বত্বা বতকণ্যহোমাদিনী অথেসৌ ইভাপনোদন
বুক্ত কৰ্চ্ছবানি অপনোদন কৰ্চ্ছনি অনেন গণেন হুঁ-
দিত্যৰ্ধ । ” অৰ্থাৎ, আৰ্হি কৃত পিশাচ আদি খেদোৱা
আৰু মিহুতৰ উপশ্ৰৱ নিৰাণ কৰা ত্ৰ্যামতকণ হোম
আদি খেদোৱা কৰ্ম্মসকল এই খেদোৱা মন্ত্ৰসকলে
কৰিব । মন্ত্ৰঃ—“ৰুহি দেব বনিকতো হস্তা দাসোবচ কুৰিৰ্চ্ছ
ইত্যাদি । লোক শিক্ষাৰ অৰ্থে বেদৰ আন আন কণা-
বিলাকৰো বিদেৰ মূল ভাব বলা কৰি পুতাব আদি
শাস্ত্ৰত অৰ্থ বিস্তাৰ কৰা হৈছে, আৰি সেই দৰেই
ঐশ্বৰ বা দেৱতা সন্তুষ্টৰি মন্ত্ৰকে প্ৰায় কৰি বোগ
বাদি গুচোৱা মন্ত্ৰবিলাকৰো পুৰাণ শাস্ত্ৰত আলোচনা

কবিছে। পুরাণবিদ্যাকর্তা অরু আদি নানা বোধের নানা প্রকার মন্ত্র, অপদেবতাসকলব উপাস্ত্র নিৰাধার মন্ত্র আৰু বন্ধা আদি কাৰ্গ্যত প্রয়োগ হোৱা বহুত মন্ত্র আছে। আন কি. গছলতাকৈ আদি কবি ধান মাথ প্ৰকৃত শত্ৰুৰো পোক কবি: আদি নিৰাধাৰ কৰা মন্ত্ৰও পুৰাণ শাস্ত্ৰত অনেক আছে। সেইবোৰ পৌৰাণিক মন্ত্ৰ অত্ৰকৰণ অসমীয়া মন্ত্ৰবিদ্যাকর্তা আদি পুৰাণবিলাকৰ দৰে তন্ত্ৰ শাস্ত্ৰতো নানা প্ৰকাৰ মন্ত্ৰ আছে। তন্ত্ৰ শাস্ত্ৰ মন্ত্ৰৰ ভঁৰাল বুলিলেও বেচি কোটা নহয়। কিছু তন্ত্ৰ শাস্ত্ৰ মন্ত্ৰবিদ্যাকত লক্ষ্য কৰিবৰ বিষয় এইটো যে, তন্ত্ৰ মন্ত্ৰবিলাক আছিল দুৰ্বোধ্য; যেনে "হিদি মিলি কিনি কিনি হুঙী হুঙী হুঙী" ইত্যাদি। এইবোৰ ৰোগ ব্যাধি আদিত প্ৰয়োগ হোৱা মন্ত্ৰ। বুদ্ধিক, সৰ্প, আদিৰ বিৰ নিৰাধাৰ মন্ত্ৰও তন্ত্ৰত আছে। অত্ৰত তন্ত্ৰ নীক্ষা কৰ্ণত প্ৰয়োগ হোৱা স্নেহতালিকাৰ বীজ মন্ত্ৰৰ বিষয় এই প্ৰবন্ধত একো কোৱা নহব। পুৰাণ আৰু তন্ত্ৰশাস্ত্ৰ মন্ত্ৰবিলাক উদ্ধাৰ কৰি প্ৰবন্ধ দীঘলীয়া কৰাৰো সন্ধান নাই। বিসকলৰ কৌতুহল আছে, নাইবা হিদকলে এইবোৰ ভাল দৰে আলোচনা কৰিব খোজে, তেওঁলোকে পুৰাণ, তন্ত্ৰ প্ৰকৃত আলোচনা কৰিলে ভাল দৰে জানিব পাৰিব। আৰ্জি কালি শাস্ত্ৰ গ্ৰহ অপ্ৰাণ্য নহয়।

আমাৰ দেশত হিদকলে এতিয়ালৈকে কাৰি হুঙী চিকিৎসা ব্যৱসায় চলাই আছে, সেই আত্মিক গুণাৰিলাকৰ বিশ্বাস আৰু তেওঁলোকৰ ভিতৰত এই বিশ্বাস পুৰুষাঙ্কমে চলি গৈ আছে যে, আমাৰ অসমীয়া মন্ত্ৰবিদ্যাকৰো মূল অৰ্ধৰ পৰা। এইকথা একে বাবে অৰ্ধকো বুলিব নোৱাৰি, কাৰ অৰ্ধৰ বেদত যি দৰে বিশেষ বিশেষ বোণত বা কাৰ্য বিশেষে বজ্ৰ বিশেষেৰে হোম কৰাৰ প্ৰথা আছে, অসমীয়া মন্ত্ৰতো সেইদৰে বিশেষ বিশেষ কাৰ্গ্যত বিশেষ বিশেষ বজ্ৰৰে হোম কৰাৰ প্ৰথা আছে, আৰু সেই দৰণৰ হোম এতিয়াও আত্মিক গুণাৰিলাকে কৰে। যেনে হোম বাণ মৰিবৰ হলে তন্ত্ৰৰ হুঙীত ধাতুকৰ গুড়িৰে হোম কৰিব লাগে। অৰ্ধৰ বেদৰ গোপন ব্ৰাহ্মণত আৰু এটা

কথা আছে; সেই কথাৰো জৰা-সুকা মন্ত্ৰ বা আত্মিক চিকিৎসাৰে অৰ্ধৰ বেদৰপৰা গুণাৰা তাক প্ৰমাণ কৰে; সেই দেখি সেই কথা সাধনাচাৰ্যৰ ভাষ্যত তন্ত্ৰত তুলি দিয়া হ'ল। যথা:—

"অন্ত বেদন্ত সৰ্প বোধাস্ত পক্ষ্যাপদেব: অন্ধত সমমন্ত্ৰব: ব্ৰাহ্মণা উপস:। এই বেদৰ (অৰ্ধৰ) পৰ্বণ আদি পাচন ইত্যবেদ ব্ৰাহ্মি হুঙী কৰিছে।" ব্ৰাহ্মণে মৰিৰো ঠেংকতে প্ৰাচীৰ দক্ষিণ উৰীচী: হু: মুঙ: ইতি প্ৰক্ৰমা পক্ষবেদান নিৰমিহিত সৰ্পক পিশাচবেদ: অত্ৰবেদ: ইতিভাসবেদ: পুৰাণবেদ:। ব্ৰাহ্মি হুঙী কৰা এই পক্ষ উপবেদৰ ভিতৰত সৰ্পকো পৰা সৰ্পকলমৰ চিকিৎসা (অৰ্ধ) শূলে খোৱাত হু: হু: কৰা মন্ত্ৰ, পিশাচবেদৰ পৰা পিশাচ ব্ৰাহ্মণিলাকৰ পিশাচ আৰু অপদেৱতা সম্ভাৱ্য মন্ত্ৰবিলাক আৰু অত্ৰবেদৰপৰা সকলো বোণৰে আত্মিক চিকিৎসা প্ৰণালী গুণাৰা বুলি অহুমান কৰিব পাৰি। আট ইয়াত অহুমান কৰিব পাৰিহে বুলিহে, কাৰণ উ সৰ্পবেদ আদি অৰ্ধবেদৰ উপবেদসকল এতিয়াও বজ্ৰ ভাবে আৰি দেখা নাই। বোধ কৰো, সেইসকল এজি কাল সাধৰ অতন গৰ্ভত লীন হৈছে।

ভাৰতবৰ্ষত অতি প্ৰাচীন কালৰপৰা তিনি বৰদ চিকিৎসা প্ৰণালী প্ৰচলিত আছে। আত্মৰৈকিক, অদৌতিক আৰু আত্মিক। আত্মৰৈকিক শাস্ত্ৰ মত অহুমান নানা প্ৰকাৰ গছ-শতা আৰু মজলা আদিৰ যোগত হৈয়া কৰা তৈল, দুত, অৰ্ধি আসব, পাচন ইত্যাদিৰে যোগ গুচাতো বা ৰোগ উপশম কৰিবৰ চেষ্টাক আত্মৰৈকিক চিকিৎসা বোলে। অৱমৃত সকলৰ আত্মিক আৰু শাস্ত্ৰ শাস্ত্ৰ অহুমান নানা প্ৰকাৰ গাভ্ৰ, উপগাভ্ৰ, বি, উপবি, বিশপৰীক বন বা পাৰদৰ নানা পনিমিত্ৰিৰ দ্বাৰা হৈয়া কৰা উৰ্ধবেৰ বোণ গুচাবৰ চেষ্টা কৰা প্ৰণালীক অদৌতিক আৰু নানা প্ৰকাৰ জৰা হুকা মন্ত্ৰ তন্ত্ৰ ইত্যাদিৰ দ্বাৰা ৰোগ উপশম কৰা প্ৰণালীক, নাইবা বৃত্ত প্ৰেৰ পিশাচ আদিৰ ক্ৰোধ দুষ্টি আৰু অৰুণা দুৰ কৰি থাকি হক বা আন প্ৰাণীক ব্ৰহ্ম কৰা প্ৰণালীক আত্মিক চিকিৎসা বোলে।

আত্মিক চিকিৎসা প্ৰণালী অত্ৰবেদৰপৰা গুণাৰা বুলি অহুমান কৰিব পাৰি বুলি আগেয়ে কোৱা হৈছে। এই অহুমানৰ হেতু তন্ত্ৰত দিয়া গুটিকে ধৰিব পাৰি। প্ৰথম কথা, চিকিৎসাৰ জৰা হুকা প্ৰণালী অত্ৰবেদৰপৰা গুণাৰা নহলে, ইয়াক আত্মিক বোলাৰ আন কোনো ভাণ কাৰণ দেখিবলৈ পোৱা নোৱাৰ। বিতীয় কথা হৈছে এইটো, আত্মিক গুণাৰিলাকেহে সাধৰ যি আৰু তৃত পিশাচ আদিৰ মন্ত্ৰও জানে আৰু সেই মন্ত্ৰৰে চিকিৎসা ব্যৱস্থা কৰে। ইয়াৰ দ্বাৰাও আমৰ অহুমান সত্য বুলি বিবেচনা কৰিব পাৰি, যিহেতু অত্ৰবেদ, সৰ্পবেদ, পিশাচবেদ আদি পৰম্পৰে সম্বন্ধ-মুক্ত এক অৰ্ধৰ বেদৰ উপবেদ।

আমাৰ দেশত অতি প্ৰাচীন কালত আত্মৰৈকিক চিকিৎসা প্ৰণালী প্ৰচলিত আছিলনে নাই তাক আৰ্জি স্থিৰ-কৈ কোৱা নহ'ল। আত্মৰৈকিক চিকিৎসা প্ৰচলিত থকা নকৰা বিষয়ে তৰু সাধাৰণিগেও সিদ্ধান্তাধীসকলে প্ৰে ষ্ট্ৰোমৌতিক মতে আমাৰ দেশত চিকিৎসা কাৰ্য কৰিছিল আৰু অনেক তাহ্নিক বস্তুজি প্ৰচলিত আছিল, তাক অহুমান কৰিবৰ ব্যৱস্থা কাৰণ আছে।

আমাৰ দেশত আত্মৰৈকিক আৰু অদৌতিক চিকিৎসাৰে বিশেষ প্ৰচলিত নাছিল, তাক ডাঠকৈ কৰা গৰি। মন্থে বিদেৰপৰা আত্মৰৈকিকবিলাক বৈদ্যসকলক আদি ৰত্নসকলে মাটি-বাৰী আৰু শিতাপ দি এই দেশত বহু কৈনো প্ৰয়োজন নাছিল। আৰ্জিও আমাৰ দেশত আত্মৰৈকিক আৰু অদৌতিক প্ৰণালীটকৈ চিকিৎসাৰ আত্মিক প্ৰণালীকে বেচি প্ৰচলিত। আৰু আত্মিক বেজৰ সংখ্যাও সম্বহ। ক্ষেত্ৰপিনিম্যান ইংৰাজী পশ্চিম নগৰীয়া আৰু তাৰ পোকে পোৱা অলপ সংখ্যক গৰীয়াত বাকৈ দেশৰ অধিক পৰিমাণ লোকেই আত্মিক চিকিৎসাৰে বেচি পৰিমাণে বিশ্বাস কৰে। যি ইয়াৰ বিয়াৰ কোনো ভাল শিকিত মাহুহে বৰ্তমান আত্মিক চিকিৎসা প্ৰণালী অৱগণন কৰি চিকিৎসা ব্যৱস্থা নকৰাত আৰু দেশৰ শিকিত এৰে ভ্ৰম্ৰসকলৰপৰা কোনো দয়াহুতুতি ৰোগোৱাত, বিশেষকৈ গুণাৰিলাকৰ আত্মিক মন্ত্ৰৰ গুণিৰসকলো সেই সেই মন্ত্ৰৰ গায়ক নে ৰতক তাৰ কোনো স্থিৰতা নাই।

অসমীয়া মন্ত্ৰবিলাকৰ বচক আৰু কোন মন্ত্ৰ কোন সময়ত বচিত হৈছিল তাৰ ভাল দৰে মীমাংসা কৰিব নোৱাৰিলেও, মোটা মোটি ভাবে এটা ধাৰণা কৰিবলৈ

দক্ষত আৰু মন্ত্ৰবিলাকৰ যথার্থ উচ্চাৰণ কৰি বেলেগ বেলেগ মন্ত্ৰৰ বেলেগ বেলেগ স্বৰৰ কম্পন তুলিব নোৱাৰাত, অত্ৰবেদৰ সময়ত আত্মিক চিকিৎসা প্ৰণালী দিনে দিনে হীন আৰু লোপ হৈ আহিছে। অক্ৰমে এই প্ৰণালী নোৱাৰো বহুকে উপক্ৰম হৈছে। অপ্ৰাসক্তিক হলেও, ইয়াত এটা কথা কৈ খোৱা উচিত বুলি তাৰ উল্লেখ কৰিলোঁ। মই জনা পক্ষত (কামৰূপ) বাইহাটা অঞ্চলৰ মৃত দৰ্শিয়াম ভক্ত বুলি আত্মিক বাতৰিৰ গুণা এজনৰ স্বৰৰ কম্পন তুলি মন্ত্ৰপাঠ কৰিব পাৰিছিল। আৰু সেই কাৰণেই বিয় চিকিৎসাত তেওঁৰ বিশেষ ব্যাতিও আছিল।

আমাৰ দেশৰ অতি প্ৰাচীন আত্মিক গুণাৰিলাকেই আমাৰ দেশত প্ৰচলিত থকা অসমীয়া মন্ত্ৰবিলাকৰ বচক। আন কি, আন দেশৰ প্ৰচলিত অনেক মন্ত্ৰৰো বচতিয়া অসমীয়া মাহুহ, এই কথা মন্ত্ৰবিলাকৰ ভণিতাৰ প্ৰতি ভাল দৰে চালেই কৰ পাৰি। প্ৰায় মন্ত্ৰৰ প্ৰত্যেকত আছে "বক্ষা কৰা কামৰূপৰ কামাখ্যা মাই"। কামৰূপৰ মাহুহ মন্ত্ৰৰ বচক নহলে এই কথাৰা প্ৰত্যেক মন্ত্ৰৰ শেষত নোৱাৰিলেহেঁতেন।

সাধাৰণতঃ মন্ত্ৰৰ বচক কামৰূপী মাহুহ বুলি কৰ পাৰিলেও, কোন মন্ত্ৰ কোনে ৰচনা কৰিছে তাক জানিবৰ কোনো উপায় নাই। মন্ত্ৰৰ কোনো পুথিতে বচকৰ নাম নাই। মন্ত্ৰত বচকৰ নাম নথকাটোও প্ৰাচীন পদ্ধতি। সম্ভৱতঃ মন্ত্ৰবিদ্যাকর্তা কোন মন্ত্ৰ কোন কৰিবৰ বাবে প্ৰণীত কৰা কথা নাই। পুৰাণ শাস্ত্ৰত ১১ জন মন্ত্ৰ-বচক ৰখিব নানা পোৱা যায়। কিন্তু তাৰপৰা কোন মন্ত্ৰ কোন গুণিপ্ৰণীত ইয়াক জনা নাযায়। বৈকিক মন্ত্ৰবিদ্যাকৰো এই অস্থিৰা দেখি, পৰবৰ্তী কালত মন্ত্ৰবিলাক পাঠ কৰাৰ আগতে মন্ত্ৰৰ গুণিছন্দ প্ৰকৃতভাৱে উল্লেখ কৰাৰ বিদি প্ৰবৰ্ত্তিত হয়। কিন্তু বৈদিক মন্ত্ৰৰ গুণিৰসকলো সেই সেই মন্ত্ৰৰ গায়ক নে ৰতক তাৰ কোনো স্থিৰতা নাই।

অসমীয়া মন্ত্ৰবিলাকৰ বচক আৰু কোন মন্ত্ৰ কোন সময়ত বচিত হৈছিল তাৰ ভাল দৰে মীমাংসা কৰিব নোৱাৰিলেও, মোটা মোটি ভাবে এটা ধাৰণা কৰিবলৈ

হলে, অসমীয়া ভাষাত মত বচনৰ আৰম্ভ আৰু তাৰ জন্ম পৰিণতিত কেতিয়াগৈকে চলি আছিল সেই বিষয়ে দেশৰ কথিত ভাষাত গ্ৰন্থ ৰচনাৰ আৰম্ভ, বচিত গ্ৰন্থৰ ভাষা তাৰ আৰু উপাখ্যান বহু আদিৰ দ্বাৰা সিদ্ধে সাহিত্য সঞ্চয়ী আন আন গ্ৰন্থবোৰৰ ৰচনাৰ কাণ আদি সম্বন্ধে আলোচনা কৰা হয়, সেইদৰে মহাবিলাকৰ সম্বন্ধেও আলোচনা কৰিবলৈ চল পোৱা যায়। আৰু সেইদৰে কৰা আলোচনা অসৌকৰ্ম্য নহয়।

মহাবিলাকৰ অনেকত পৌৰাণিক উপাখ্যানবিলাকৰ বৰ্ণনা থাকিলেও সকলো মন্ত পুৰাণ ৰচনাৰ আগৰ কালত নহয়। অনেক মন্ত যে পুৰাণ ৰচনাৰ আগৰ কালত বচিত আৰু অনেক আগৰ বচিত মন্ততো যে পিচে পুৰাণৰ উপাখ্যান যোগ কৰা হৈছে, তাক নিঃসন্দেহে কব নোহাবিলেও, অম্ভমান কৰিবৰ ব্যপ্তি কৰাৰ আছে। মহাবিলাকৰ অধিকাংশই স্মৃতি বা উপাসনামূলক; সেই হেতু মহাবিলাকৰ বচনা কাৰ্য বিধৰ আলোচনাকৰিব লাগিলেই প্ৰথমে আমাৰ মনত পৰে এইটোলৈ, কোন সময়পৰ্য্যবসানে আমাৰ দাৰ্ভিক জনসাধাৰণৰ কথিত ভাষাত ঈশ্বৰক উপাসনা কৰা আৰু গ্ৰন্থ ৰচনা কৰাৰ প্ৰথা প্ৰচলিত হও? ভাৰতবৰ্ষত যে বৌদ্ধ ধৰ্মৰ প্ৰচাৰৰ পিচতেই জনসাধাৰণৰ কথিত ভাষাতে ঈশ্বৰ উপাসনা কৰা আৰু গ্ৰন্থ ৰচনাৰ প্ৰথা প্ৰচলিত হয়, ই সকলো শিক্ষিত লোকৰে জনা কথা। আৰু এই কাৰ্য্যৰে যোজ্যচাৰ্ঘ্য-সকলেহে গণমতে কৰে সিও সকলোহে জনাভাত। সেই হেতু আমাৰ দেশৰ দেশী ভাষাৰ মহাবিলাক এই দেশত বৌদ্ধ ধৰ্মৰ প্ৰাচুৰ্য্যৰ হেতুৰ পিচত বৌদ্ধ মতিসকলৰ দ্বাৰা বচিত হৈছিল বুলি কলে একো অসৌকৰ্ম্য নহয়; কাৰণ, প্ৰাচীন কালত এই দেশত বৌদ্ধ ধৰ্মই জনসাধাৰণৰ ধৰ্ম আৰু বৌদ্ধ শ্ৰমণবিলাকেই জনসাধাৰণৰ পঢ়িলাক আৰু চিকিৎসক আদি আছিল। ইয়াৰপৰাই বৌদ্ধ শ্ৰমণসকলে দেশ বিশেষত ধৰ্মজ্ঞান আৰু সভ্যতা প্ৰচাৰ কৰিছিল। বৌদ্ধ ধৰ্মসকলৰ পৱিত্ৰ তীৰ্থ বুদ্ধদেবৰ পৰিনিৰ্ব্বাণৰ স্থান বৈশাখী নগৰ এই দেশতে থকা বুলি কোনো কোনো পণ্ডিত মত প্ৰকাশ কৰিছে। এক বা মনে দেশৰ জনসাধাৰণ এই দেশক এতিয়াও বৈশাখী মানি জনা যায়।

এই বৈশাখী অৰ্থাৎ, পৰবৰ্ত্তী কালৰ কামৰূপ দেশৰ বৌদ্ধ ভিক্ষুসকলেই যে অসমীয়া মন্তৰ প্ৰথম বচক আছিল, তাক অহীন কাৰণেও অম্ভমান কৰিব পাৰি।

বৌদ্ধবিলাকৰ ধৰ্মৰ মূল স্বয় কৃতদম্ম। কৃত বা প্ৰাকীসকলৰ হৃদ মাতেন কৰা বৌদ্ধ ধৰ্মৰ প্ৰধান মন্ত আৰু বৌদ্ধবিলাকৰ প্ৰধান কৰ্ম্ম আছিল। এই কাৰণেই বৌদ্ধ ভিক্ষুসকলে বিশেষকৈ চিকিৎসা বিদ্যা আলোচনা কৰিছিল। নাগাৰ্জুন প্ৰভৃতি প্ৰসিদ্ধ বৌদ্ধ আৰু বহুগ্ৰন্থ প্ৰণেতাগণক বৌদ্ধ আছিল। বৌদ্ধ বিলাকে কৃতদম্ম প্ৰকাশ কৰিবলৈ লোকৰ উপায়ক অৰ্থে, প্ৰচাৰক সুবিধাৰ নিমিত্তে, চিকিৎসা বিদ্যাৰ আলোচনা কৰিছিল। সেইদেৰেইই অম্ভমান কৰিব পাৰি যে ভেঙেবিলাকেই প্ৰথমেই চিকিৎসা কাৰ্য্যৰ সুবিধাৰ বাবে অম্ভবেদনসমূহ এই মহাবিলাক ৰচনা কৰিছিল। এই অম্ভমানৰ আৰু এটা ভাল হেতু আছে—যি বৌদ্ধ সকলে পৰবৰ্ত্তী কালত ছিলমান, মহাশয় আদি সৌন্দৰ্য গঠন কৰি মন্তৰ ভ'ৰাল তত্ত্বশাস্ত্ৰবোৰ প্ৰণয় ৰচনা কৰিলে, সেই বৌদ্ধবিলাকেই অসমীয়া মন্ত আদি বচক বোলাও কোনো অসম্ভব বা মুক্তিৰ বিহাৰ দেখা নাযায়। অসমত আঞ্জিও সকলো ধৰ্ম্মপ্ৰচাৰক যোগ্যক: কৃতদম্ম আৰু ঠাই বিশেষে সেইবোৰৰ এক একে মন্ত প্ৰচাৰৰ সুবিধাৰ অৰ্থে চিকিৎসা বাসগৃহ চলাই আছে। এই প্ৰথাও বৌদ্ধ ধৰ্ম্মৰে যুগান্ত প্ৰথাৰ অৰ্থাৎ, ধৰ্ম্মপ্ৰচাৰকে চিকিৎসা বাসগৃহ চলাইয়ে চিনি। সকলো যুগতে আৰু সকলো স্থলে প্ৰাথমিক কৰাটো ধৰ্ম্মপ্ৰচাৰৰ অঙ্গসকলে ব্যৱহৃত ঠাই আছিলে। বুদ্ধদেব, বিষ্ণুপুত্ৰ, খ্ৰীষ্টভক্তদেৱ প্ৰভৃতি জীৱনীত তেনে ঘটনাৰ বহুত উল্লেখ দেখা যায়। মহাবিলাকৰ ভিত্তবত অ্যপেক্ষিত আধুনিক কালত বচি হোৱা মন্তও অনেক আছে; সেইবিলাক এতিয়া আৰু আদি মন্তৰ ভাষাৰ প্ৰতি ভাষ দাৰে বসোণ কৰিবলৈ বিজ্ঞলোক মাৰেই বুদ্ধিৰ পাৰিৰ বে, অৰ্থম পক্ষে অসমীয়া কিছুমান মন্ত বৌদ্ধ দেৱাৰ প্ৰমাণ বচিত গোৱাৰ সমসময়তে বচিত হৈছিল। আদি চনাৰ সুবিধাৰ অৰ্থে অসম বা পুৰ্বই সময়

মন্তৰে বৌদ্ধ শ্ৰমণসকলে কামৰূপী ভাষাত বচনা কৰা থাকি আদি কালি নেপাল দেশৰপৰা আনি মহামহো-পাখ্যায় হৰপ্ৰসাদ শাস্ত্ৰী মহাশয়ে বঙ্গালী বুলি প্ৰচাৰ কৰা নোহা গ্ৰন্থৰ কেইকাকিমান পদ আৰু মন্তৰ পুৰিহোৱা কেইকাকিমান পদ ভুলত তুলি দিলে। বদি দুয়ো পদৰ দ্বাৰা গঢ় আৰু লিখাৰ ভঙ্গিত একে ধৰণৰ হয় তেনেহলে যে মহাবিলাকে প্ৰথমতে লোৱা গ্ৰন্থৰ লগত একে সম্বন্ধে বচিত হৈছিল, এই কথাত কোনো সন্দেহ নাথাকে।

মহামহোপাখ্যায় শাস্ত্ৰীয়ে বৌদ্ধ দেৱাবিলাক বঙ্গমা বুলি প্ৰচাৰ কৰাৰ আগতে ভাবি চোৱা উচিত আছিল যে নেপাল এক সময়ত প্ৰাচীন কামৰূপ ৰাজ্যৰ স্বত্বকৃত আছিল; আৰু অনেক কাললৈ নেপালৰ ব্যৱস্থাপন লগত কামৰূপৰ ব্যৱস্থাপন বিবাহ আদি প্ৰচলিত আছিল; সেইবোৰ কাৰণেহে কামৰূপী ভাষাত লিখা পুৰি নেপালত পোৱাৰ সম্ভৱ হৈছে। বৰ দেশৰ লগত নেপালৰ তেনে সম্বন্ধ কৰা আছে গণ্য।

দাহা।

কহন্তি গুৰু পৰমাৰ্থেৰি বচি।
কৰ্ম্ম কুব্ধী সমাদিক পাট।
কমল বিকাশন কহিলে অম্ববা।
কমল মধু পিৰিত বোকে ভম্ববা।

মন্ত্ৰ।

তিন নৈশু নৈৰাণকাৰ।
নাম কহন্তি জুনিমা সত্ৰধাৰ।
বুধ বুধুৰ বহু পাট।
শুন শুন ব্যাদি হোৱে পাট।

দোহাঁ।

ভুগা ধূলি ধূলি আত্মবে আত্ম।
আত্ম ধূলি ধূলি নিৰবাৰ মেত্ম।
ভেউবে কেৰ অ নপাৰি আই।
শান্তি ভনী কিপ সত্ৰাৰি আই।

মন্ত্ৰ।

ভাশু ইটা ভাশু মাটি।
আত্মধূলি দেখ কাটি।
সাত সমুত্ৰ ভেউৰে কেৰাই।
কল গাঠি কাতি নাশই।

দোহাঁ।

ধূলি দুহি পিটা ধৰণ নয়াই।
বৰেণ ভেঙলি কুষ্ঠাবে বাই।
আত্ম ধৰ পণ স্বলভোৱা আতি।
কালেত বৌৰি নিল আধবাতি।

মন্ত্ৰ।

হচং বুধা হচং দুহি দুহি ভগৱত্ৰ।
হৰ কাণি হচং বুধা হচং দাকৰা পোৰা।
বি আতি ধূলিলে ভেত নিধাই ধাৰি।
হচং পৰম ঈশ্বৰ ভগৱত্ৰ।

দোহাঁ।

এতকাল হাঁই আছিল অম্ববে।
এবে মেই বুদ্ধিলো সপ্তক মোহে।
এবে চিঅ বাণ মন্ত্ৰ নটা।
গল সমুদে টনিয়া পইটা।

মন্ত্ৰ।

শুন শুন ব্যাদি আছিলি মোহে।
বিবতাই কহিলে বোহে।
চিঅ বাস বি অ বাস ব্যাদিগণ।
পইটা তুলি কহিলো চন।

এইবিলাক মন্ত আৰু দেৱান্ত পইটা চিঅ বাস বিস্মৃতি, ভেঙলি, হচং, কালি, বুধা, গুলি, হুৰি, ভেউৰ, তামু, ধূলি, পাট, কহন্তি আদি শব্দ আৰু হুইবো ৰচনা প্ৰাণালী লক্ষ্য কৰিবৰ বিষয়। ইয়াতে এই কথাখোৰো কৈ পাখি উচিত যে এই দেৱাবিলাক মই সাহিত্য পাৰিষদ পত্ৰিকাৰপৰা আৰু মহাবিলাক নগৰাধীৰ ভোমাসনী কলিতা বুলি এখন বেষৰূপৰা সংগ্ৰহ কৰিছোঁ।
নাথ পৰম হৰ্যোগী সিদ্ধাচাৰ্য্যসকলৰ সময়তো অনেক মন্ত বচিত হৈছিল। তাৰ প্ৰথম বহুত মন্ত

আছে। যেনে—“সিদ্ধ গুরু পরা, বলা কবা কামরূপের কামাখ্যা মাত”। ইয়াত সিদ্ধ গুরু শব্দর ধারা কাক বুঝাইছে ভালকৈ বিবেচনা কৰি চোৱা উচিত। ওজা-বিলাসে হুইবকম অৰ্থৰ কথা হয়। কিছুমানৰ মতে সিদ্ধ গুরু মানে ধাৰ গৰা মন্ত্ৰ শিকি সিদ্ধি লাভ কৰা যায়, তেওঁ, অৰ্থাৎ মন্ত্ৰ শিপাব গুৰু। আন কিছুমানে কয় যে গুরু মানে বি অজ্ঞানতা দূৰ কৰিব পাৰে। অজ্ঞানতা দূৰ কৰা কাৰ্য্যত সিদ্ধ একমাত্ৰ পন্থা জানী পন্থম যোগী শশানবাসী মহাদেৱ; গতিকে সিদ্ধ গুরু মানে মহাদেৱ। দেৱাসিন্ধেৰ মহাদেৱ যে সিদ্ধ গুরু পদৰ ব্যাচ্য হব পাৰে, ইয়াত অৱশ্যে দেখোতে আৰ্পিত কৰিব লগা কথা একো নাই। কিন্তু মন্ত্ৰ সাহিত্যত যে এই ছন্দো অৰ্থ সঙ্গত নহয় তাক অঙ্গপ ভাবি চলোই হব। মহাদেৱক সিদ্ধ গুরু বুলিব পাৰিলেও সিদ্ধ গুরু শব্দে যে দেৱাসিন্ধেৰ ভগৱান মহাদেৱক বুজায় এনে কথা বা প্ৰয়োগে বক্তা নাই আৰু অভিজ্ঞান সাহিত্যত এনে অৰ্থ কৰা নাই। গতিকে এই মন্ত্ৰধাৰ বিশেষ মূল্য নাই। দ্বিতীয়ত, সিদ্ধ গুরু শব্দে শিক্ষাগুরুক বুজোৱা হলে, এই কথাখাৰ অৰ্থাৎ—“সিদ্ধ গুৰুৰ পাৰা বলা কামরূপ-পৰ কায়াখ্যা মাত”—মন্ত্ৰৰ শেষ ভাগত নাথাকি আদি ভাগতে থাকিবলগেহেত, যিহেতু সকলো অসমীয়া পুথিতে প্ৰথমতে গুরুক নমস্কাৰ কৰা প্ৰথাহে প্ৰচলিত আছে। তাক শাৰ অমুদ্যবেও মন্ত্ৰসাচৰণ বন্ধকৈ আদিতে গুৰুক নাম অৰ্ঘ কৰাৰ প্ৰথা আছে। কোনো কোনো প্ৰাচীন ন্যাসো মন্ত্ৰ গ্ৰন্থত এই প্ৰথাৰ বচনৰ হিচাব দিবৰ কোনো স্ৰেতু নাই। একো কাৰ্য্যই কাৰণ নহলে নহয়। গতিকে যেতিয়ালৈকে কোনো কাৰণ, অৰ্থাৎ মন্ত্ৰৰ পুথিত প্ৰগতহে গুরুক অৰ্ঘ কৰিব লাগে এনে-দুটা বিশেষ নিয়ম পোৱা নাযায়, তেতিয়ালৈকে সাগা-ব্যাঙত আন পুথিত বি হৰে আংতে গুরুক নমস্কাৰ কৰে, মন্ত্ৰৰ পুথিত সেই প্ৰথাকেহে অমুদ্যবে কৰিব লাগিব।

ইয়াত আৰু এটি চাব লগা কথা এই যে, সিদ্ধ গুরু কথাটো সদাৰ “কামরূপ কামাখ্যা”ৰ লগত যোগ হৈ আছে। ইয়াৰ ধাৰা এইটো অমুদ্যম কৰা অঙ্গত

নহব যে—সিদ্ধ গুরু মানে কামরূপ কামাখ্যাতে যোগ সাধন কৰা আৰু জনসাধাৰণৰ নাৰত ঈশ্বৰৰ ধৰত্ৰাৰ বুলি সম্মানিত হোৱা কোনো সিদ্ধ মহাপুৰুষ। হঠমাত্ৰ প্ৰতীপিকা বুলি প্ৰাচীন সঙ্কত পুথিত সিদ্ধাৰ্চ্যাসকলক নামৰ এজন তালিকা পোৱা যায়। সেই তালিকা দেখিলে, মন্ত্ৰৰ পুথিৰ সিদ্ধগুরু পদৰ যে অৰ্থ সেই সিদ্ধাৰ্চ্যাসকল, তাত কোনো সন্দেহ নাথাকে। যিহেতু, সেই তালিকাৰ ভিতৰতে থকা শ্ৰেষ্ঠ ঈশ্বৰক পোৰকন্যাপৰ নাম মন্ত্ৰ পুথিবিলাসত বিশেষৰূপে পোতা যায় কথা—“কৰ্ম মৰ্ত্য পাতালক পোৰকন্যাপৰ পাৰ বলা কাক কামরূপ কামাখ্যা মাত” ইত্যাদি। অনেকে ভনে এই গোন্ধৰ নাম বৌদ্ধ ধৰ্মত আছিল; আৰু অনেকৰ মতে ওঁ বিন্দু বৈক সত্যাসী। পোৰকন্যাপ বৌদ্ধই হওক নাইবা হিন্দুয়েই হওক এই কথাৰ ইয়াত বিশেষ প্ৰয়োজন নাই। এওঁ যে অতি প্ৰাচীন কালৰ লোক আৰু এওঁৰ সময়তে নাইবা এওঁৰ অভিজ্ঞান নাথ পৰ্বৰ ভাৱে আঁমাৰ দেশত বিশেষৰূপে থকাতে, অন্ততঃ কেতবিনিন্যাস অসমীয়া মন্ত্ৰ পুথি বচিন হৈছিল, তাকে কোৱাৰে ঘাই উদ্দেশ্য। এওঁৰ বিষয়ে পুৰুষ-বঙ্গ প্ৰাচীন কামরূপ ব্যাঙত প্ৰচলিত থকা ময়দানচীৰ গীত আৰু আন আন কিছু কিছু বনা যায়।

সৰ্বসাধাৰণৰ অৱগতিৰ নিমিত্তে হঠমাত্ৰ প্ৰতীপিকাতৰ পৰা সিদ্ধাৰ্চ্যাসকলৰ নামৰ তালিকা তলত বুলি দিয়া হল :—

- ঈশ্বানিন্যোৰা মংসোম সাবানক ভৈৰৱাঃ।
- চৌকী মীন গোৰক কিপাৰু বিশেষণাঃ।
- নামো ভৈৰৱো বোণী সিদ্ধিবুদ্ধাক কৰ্ভিতঃ।
- কৌৰ্ভিকঃ হুবনমঃ সিদ্ধ পাদম্ব চৰ্ণবাঃ।
- বাসৱী পুত্ৰাপান্ধ নিতানাখ্যাসি এধনঃ।
- কপালী বিন্দুনাথক কাৰ্কাটীৰধাৰহৰঃ।
- খাৰাসঃ প্ৰহুৰেণক যোবান্যাক চিত্ৰিনিঃ।
- ভাম্বকী নবদেৱশ্ব বধঃ কাপালিকপ্ৰথাঃ।
- ইত্যাদয়ো মৰ্যাদিকাঃ হঠমাত্ৰ প্ৰভাৱতঃ।
- থথবিষ্ণু কাশ্যমন্ত্ৰ নামাৰে বিষ্ণুৱাচ্যতঃ।

ঈশ্বৰিলাকৰ ভিতৰত অনেক নাম বা শব্দ মন্ত্ৰৰ বুঝিবাৰত আৰু আন আন মৌখিক বহুতো আছে। ঈমাৰ নাম বলা মন্ত্ৰও বহুত পোৱা গৈছে। “আমাৰ”ৰ বৰ্ণস্বৰ হৈ “আমা” হোৱা একো বিজ্ঞ নহয়। হৰ্যকো ঈমাৰ নাম থকা মন্ত্ৰ এই দেশলৈ মূল্যমান আহাৰ হওক আশংক্য ৰচিত হৈছিল; আৰু তাত “আমাৰ” নহ আছিল। পিত্ত কালক্ৰমে সিদ্ধাৰ্চ্যাবিলাকৰ কথা মন্ত্ৰৰ মন্তৰ পৰা আঁতৰি গৈ অতল পৰ্বত লুকোৱাত থাকে দেশত মূল্যমান প্ৰভাৱ প্ৰৱল হোৱাত মূল্যমানী হৈৰ বাচক “আমা” লৰাই কামৰ “আমাঃ” শব্দৰ ঠাই আঁকাৰ কৰিলে।

আমাৰ কৰাবিলাৰ ধাৰা এইটো কব পাৰি যে, বন্যোয়া মন্ত্ৰবিলাক বৌদ্ধ যুগতে ৰচিত আৰু সেই বিলাকে ভাৰাৰো বৌদ্ধ শোকাৰ ঈশ্বৰ ভাৱৰ লগত যুক্ত আছে আৰু প্ৰাচীন কেতবিনিন্যাস মন্ত্ৰ বচনা প্ৰাণীও এনে; আৰু নাথ পৰ্বৰ পোৰকন্যাপ প্ৰকৃতি সিদ্ধাৰ্চ্যাসকলৰ অমুদ্যমৰ সমন্বয়ত অনেক অসমীয়া মন্ত্ৰ ৰচিত হৈছিল। গতিকে এই অমুদ্যম বা আভাস গঠন হলে স্পৰ্শিত মিছা বুলিবৰ কোনো কাৰণ দেখিবলৈ পোৱা নাই। অসমীয়া সাহিত্যৰ গুৰি যে কত কাল পাৰাই ই বা তাক ঐতিহাসিকসকলেহে টিক কৰিব গৰিব; আৰু তাক ভনীতা আদিৰো বহু কাল আগতে বৰ কন্দীয়া ভাষাত লিখিত পুথি আছিল কিও স্থিৰ হ। এইবোৰ আশোচনা কৰিবৰ চলে লাগে ধন। ঈমাৰ মন্ত্ৰ। আমাৰ নাই ধনো আৰু এইবোৰ কাম কৰি পৰা কন্দী মন্ত্ৰহে। তথাপি আসাম সাহিত্য গৰা নাইবা কামরূপ অমুদ্যমৰ সমিতি নাইবা এইবোৰ ৰচিত অমুদ্যম থকা আন কোনো অৰ্ণবালা যোগক উন্মোগ কৰিলে যে একেবাৰে একো কৰিব নোৱাৰিব ধন নহয়। সেই দেখি তেনে কাম কৰিব হোৱা কোনো অমুদ্যম নাইবা কোনো ব্যক্তি বিশেষৰ স্থি-বিল অৰ্থে, ইয়াত অস্পৰ্শিক হলেও, কি উপায়নো এই অস্পৰ্শিকতাকাল সংগ্ৰহ কৰিবলৈ, কোনো পিত্ত-গোৰক বৈজ্ঞানিক ভাবে আশোচনাৰ সন্মোগ কৰি দিব পাৰি, সেই সম্বন্ধে তলত অঙ্গপ উল্লেখ কৰা হল।

এজন মাত্ৰহে মন্ত্ৰৰ পুথিবোৰ সংগ্ৰহ কৰি আৰু তাৰ আশোচনাৰ বাবে সকলো আছিল-পাতি গোটাই গৈ বৈজ্ঞানিক ভাৱত আশোচনা কৰা যে আমাৰ দেশৰ মাত্ৰহৰ পক্ষে অতি টান কাম, তাক নকলেও হব। আমাৰ দেশৰ শিক্ত মাত্ৰহৰিণি আন্তৰ্গমি স্বৰতে লেখিব পাৰি। এই আন্তৰ্গমি স্বৰত লেখিব পৰা মাত্ৰহৰিণিৰ ভিতৰতে যি দুই একে এইবিলাক আশোচনাত যোগ দিয়ে বা বিস্কলৰ যোগ দিবৰ ইচ্ছা আছে, তেওঁলোক আটাইবিলাক চাকৰি কৰা নাইবা ওকালতী আদি ব্যৱস্থাৰ কাৰ্য যোগক। এইবিলাক মাত্ৰহে চাকৰি বা ওকালতী আদি ব্যৱস্থাৰ এক এইবিলাক কৰিলে পৈট প্ৰৱৰ্ত্তনই নোহাৰে। আৰু এইবিলাক প্ৰক্ৰমাণক মিছৰ থাই ফুৰ মত দেখিব পৰা মাত্ৰহৰ সংখ্যা আমাৰ নাই বুলিলেও অতিৰিক্ত কৰা নহয়। গতিকে মন্ত্ৰ আৰু অৰ্থৰ অভাৱত পাৰে। ছুঁয়ে এইবোৰ বিচাৰি খোচৰাি সত্য অমুদ্যমকন্যাপৰা তেওঁলোকৰ পক্ষে অমুদ্যম। আৰু আন বিদেশী পণ্ডিতসকলেও মন্ত্ৰ পুথি-আদি সংগ্ৰহ কৰি মৌখিক গবেষণা কৰাৰ কোনো মূল্য নাই। কিন্তু মূল পুথি-পাৰিবাৰে একেৰূপে একে ঠাইতে গলে অনেক এইবোৰ আশোচনাৰ সন্মোগ পাব পাৰে। সেই দেখি সৰ্ব প্ৰথমে এই পুথিবোৰ সংগ্ৰহ কৰাই প্ৰথম কাম।

আহৰিক বৈজ্ঞানিকৰ যুক্ত্য আৰু আত্মবিক বেজাগীৰ অৱগতিৰ লগে লগে বেজালী মন্ত্ৰৰ পুথিবোৰ এনেই পাবলৈ টান হৈছে। তাত যি কিছু পুথি পোৱা যায় তাকো একেলগে একেজন বেজৰ ঘৰতে পাবলৈ নাই। তদুপৰি বেজৰিলাক এই পুথিবোৰ আন মাত্ৰহক দিবও আনখোকে। ইত্যাদি কাৰণত পুথিবোৰ সংগ্ৰহ কৰাও মন্ত্ৰ নহয়। তথাপি ঠায়ে ঠায়ে মূল্যান মাত্ৰহবিলাকক কোনো অমুদ্যমপৰা অমুদ্যোগ কৰিলে আৰু সেই মূল্যান মাত্ৰহবিলাকে ইচ্ছা কৰিলে, অনেক পুথি যে সংগ্ৰহ কৰি দিব নোৱাৰে এনে নহয়। পুথিবোৰ সংগ্ৰহত হলেও মূল পুথিবিলাক পোৱা নাযায়। গতিকে পুথিবিলাক সংগ্ৰহ কৰি টৈ তাক নকল কৰাৰও লাগিব। পুথি সংখ্যাত বহুত হলেও সকলোবিলাক

আকাশত ডাঙ্গর নহয়। অনেক পুথি ১০০।১২ পত্ৰীয়; ৫০।৩০ বা ১০০।১৫০ পাত্ৰ থকা পুথি বহু বেচি নহয়। সেই দেখি এইবোৰ পুথি নকল কৰাও ৫০০০-৩০০০ ম মান টকা হলেই হব বেনে লাগে। অৱশ্যে এই টকা বৰ সাধাৰণে বৰচ কৰিব লাগিব। এতিয়া প্ৰায় পাৰ্বে পাৰ্বে ছাত্ৰবৃত্তি, মাইবন বা মেট্ৰিকৈশ পঢ়া ল'ৰা বিজাৰিয়ে পোৱা যায়। এই ল'ৰাবিলাকৰ বাবেই তেওঁলোকক পৰিশ্ৰমিক ৰূপে ২।৪ টকা দিগেই পুথি নকল কৰাব পাৰি। কেৱল এই নকলবোৰ মূলৰ অৰ্দ্ধেক হৈছেনে নাই তাক চাবলৈ মাহুহৰ দৰ্কাৰ হ'ব। এই কাম খুসৰ পণ্ডিত আৰু টোলৰ অধ্যাপকসকলৰ দ্বাৰা কৰান পাৰি। তেওঁলোকক শুদ্ধবোধ কৰিলে পুথি মোকাবিলাদি চোৱা কাম তেওঁলোকক আনন্দেৰে দৈতে কৰি দিব বুলি মোৰ বিশ্বাস। এই প্ৰণালীয়ে সমুখৰ পুথি (মিদান পৰা) যথ আৰু পোৱা যাব) সগ্ৰহ কৰি গুৱাহাটীৰ কানকুপ অস্থানস্থান সন্নিহিত নাইবা বোকাটৰ সাহিত্য সভাৰ পুথি-উদ্যোগত একেলগ কৰি ৰাখিলে ভবিষ্যতে দেখিহেই হওক নাইবা বিশেষকৈই হওক, পণ্ডিতলোকৰ আলোচনাৰ বাবে সুবিধা হ'ব। আৰু অসমীয়া সাহিত্যৰ সম্প্ৰদিকৈ অগ্ৰস্ৰিত ইতিহাস বন্দনাকো বিশেষ সগ্ৰহ হ'ব পাৰিব।

মোৰ বক্তব্য গায় শেষ হৈ আহিল, দু-এঘাৰমান কথা কৈ এই প্ৰবন্ধৰ সাধনবি মাৰিব লাগিব। অস-মীয়া মন্থবোৰ কি কি কাৰ্য্যত প্ৰয়োগ হয় তাৰ কথাও পাচত অতি সংক্ষেপে উল্লেখ কৰা হৈছে। কিন্তু সেই মন্থবিলাকৰ ব্ৰত প্ৰধান ভাৱৰ বিষয়ে এতিয়াও কোনো কথা কোৱা হোৱা নাই।

সকলো কাৰ্য্যতে প্ৰয়োগ হোৱা মন্থবোৰ হুঁচাপে বিচ্ছিন্ন। এভাগক বোলে সিদ্ধ মন্থ আৰু আন ভাগক বোলে সাধা মন্থ। সিদ্ধ মন্থবিলাক প্ৰায় আটাইখিনি-যেই তত্ত্ব শাস্ত্ৰৰ বীজ মন্থ বোলে। তত্ত্ব শাস্ত্ৰ যে এই কানকুপ দেশৰ শাস্ত্ৰ, কানকুপ দেশতেই তা স্তম্বিক মন্থৰ সৃষ্টি আৰু পুষ্টি হৈছিল এই কথা নকলও হ'ব। আৰু এই কাৰণেই কানকুপৰ মাহুহ মাহুই কিছুখনিমানে তাম্বিক আছিল, আৰু এতিয়াও আছে। মুখ্যতঃ এই

হেতুকেই তত্ত্ব শাস্ত্ৰৰ বীজ মন্থবোৰ সাধন কৰিত ভাৱা-লৈও অধিবৰিষ্কৃত আকাৰে আছিল। তত্ত্ব জীৱী, স্ত্ৰীয়া স্ত্ৰীঃ হং ইত্যাদি বীজ নাইবা তাৰ মন্থ আৰু দুই এটি শব্দৰ যোগত একো একো বীজ মন্থ হয়। অসমীয়া ভাষাতো তেনে ভাবে একো একোটি মন্থৰ তাৰ লগত আৰু আন আন দুই এটি শব্দৰ যোগে একোটি বীজ বা সিদ্ধ মন্থ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। এইবিলাক মন্থ পুৰুষকালত সিদ্ধভাষাসকলৰ মুখপৰা কলাইছিল আৰু সেই সেই গুৰুকে এৰাৰ উদ্ভাৱন কৰিলেই এই মন্থবোৰৰপৰা ফল লাভ হৈছিল। সেই দেখিয়েই এই মন্থবিলাকক সিদ্ধ মন্থ বোলে। এই সিদ্ধ মন্থৰ উদাহৰণ দিব প্ৰবন্ধ বচোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই।

আন ভাগক বোলে সাধা মন্থ। এই সাধা মন্থবিলাক প্ৰায় পঞ্চ উদ্ভত সিদ্ধ। অনেকৰ অৱশ্যে যতি আৰু মিত্ৰাকৰৰ তেনে মিল নাই। এইবোৰ মন্থ আপেক্ষিক আধুনিক কালত বেহুসকলৰ দ্বাৰা বিচিত হোৱা তুলি অন্তমান কৰিব পাৰি। এই মন্থবোৰ স্বৰ লয় আৰু স্বৰযোগত উচ্চাৰণ কৰিব লাগে। তাৰ ফলত প্ৰত্যেক শব্দী মন্থ বা মন্থৰ প্ৰত্যেক শব্দ উচ্চাৰণ কৰোঁতেই বিশেষ বিশেষ শব্দৰ একোটি কম্পন উদ্ভৱ হয়। এই বে শব্দ বিশেষ বিশেষ কম্পন বা শক্তি, ই মাহুহৰ মন আৰু শব্দীৰ চয়োবো গুণৰত জিয়া কৰিব পাৰে আৰু সেই দেখিয়েই মন্থ গাই বেহুসকলে বহুত কঠিন বোণ আৰোপ আৰু উপশম কৰিব পাৰে। এই স্বৰৰ কম্পন তুলি মন্থ পাঠ কৰা শিকিবলৈ বেহুসবিলাকৰ অনেক দৰু আৰু অনেক শিকণ কৰা হ'ব। বিশেষতঃ বেহুসবিলাক সচ গুণাধৰণী লোকো হ'ব লাগে। এই মন্থবোৰৰ বাবে অনেক সাধন কৰিব লাগা গতিকেই এইবোৰৰ নাম হৈছে সাধা মন্থ। এই সাধা মন্থ অস্তায় কৰিবলৈ নিজে পৰিশ্ৰম কৰিলেও নহয়। এইবোৰ কৰ্মত শূঁট, অভিজ্ঞ বেহুসক গুৰু মানি শিক্ষা কৰিব লাগে। তেহে হ'ব-যথ ভাৱে উচ্চাৰণ কৰি এঘাৰখ শব্দৰ যথায়ত কম্পন উপগ্ৰহ কৰিব পাৰি। ভাল বেহুে সাধা মন্থ স্বৰ লয় আৰু স্বৰযোগত উচ্চাৰণ কৰি বৈশ্লীক জাৰিবলৈ ধৰিলে বৈশ্লীৰ ওচৰত থকা আন মাহুহেও সেই মন্থৰ গতি

গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। কামৰূপ জিলাৰ বাইহাটা অঞ্চলৰ প্ৰায় ততক বুলি এখন বেহুে স্বৰ লয় আৰু হৰংবাণত হৰংবাণ পাঠ কৰিব পাৰিছিল। সাধা মন্থৰ উদাহৰণ ৰূপে ততক কেইকামিন মন্থ তুলি দিয়া হ'ল।

ব্ৰহ্ম বোলে জনা বিবালীগণ,
মহুহৰ ধৰা কোন কোন আছে।
শৰণে কৰিবা নকৰিবা আন।
মিছা মাত্ৰা যদি চলাই কামিন নাক কাণ।
প্ৰথমতে বৰ বিবালী গাথা বাঢ়ি,
ভাই কহিলা ব্ৰহ্মত গোচৰি:
শুন পিত মহুহৰ মুখে থাকোঁ ধৰি,
বাব গোটী গোমবৰ মই মই থাকোঁ ধৰি।
মুণ্ডে বিধ চৰি বল হৰে হীন,
এতেকে জানিবা বৰ বিবালীৰ চিন।

আৰু বেচি উদ্ধৃত কৰাৰ সক্ষম নাই। মন্থৰ ভাষাৰ সজ্ঞ কৰণগা বহুত আছে। কিন্তু সেই সকলো বৰাৰ আলোচনা কৰিব লাগিলে স্বকীয়াকৈ নকৰিলে নোৱাৰে। সেই দেখি তেনে চেষ্টা ইয়াত কৰা নহ'ব। এই সাধা মন্থ পঠিতে এইবোৰ আলোচনা কৰিলে এই ভাষাপূৰ্ণ কথা গুণাব। সংক্ষেপে ইয়াকে কৰ পাৰি এ মন্থবিলাকত সজ্ঞতমূলক, সজ্ঞত, প্ৰাকৃত, বুদ্ধিৰ বোৱাৰা প্ৰাচীন কালৰ বুদ্ধলোভ শাস্ত্ৰৰ অসমীয়া মন্থৰ নিচিনা ভাষাৰ শব্দ, অসমীক অসমীয়াত বা-ব'ৰ হোৱা শব্দ, দাঁতি কাষৰীয়া আদিৰ উচ্চাৰণ শব্দ আৰু বীৰী পাৰত শব্দও পোৱা যায়। সাধাৰণতঃ বৰা-লোভান" বোলা যায়, তেনে শোৰোমত জিয়া মন্থও আছে। এইবিলাক সকলোৰে পুৰক পুৰক উদাহৰণ দিব লাগিলে এই প্ৰবন্ধ বাঢ়ি যাব। সেই দেখি সেইবোৰ উঠা নকৰি মন্থ সাহিত্যৰ বন্দন প্ৰণালী কেনেকৈ কৰা কৰে বুদ্ধিৰ মোৰোৱা অসমীয়াৰ পৰা আজি কালিৰ প্ৰাক্ত অসমীয়াত পৰিণত হ'ল, তাক দেখুৱাবৰ অৰ্থে প্ৰাক্ত অসমীয়াত পৰিণত হ'ল, তাক দেখুৱাবৰ অৰ্থে মন্থবোৰ বুদ্ধিৰ মোৰোৱাৰ পৰা বুদ্ধিৰ পৰা ভাৰাটলৈ কেইকামিন মন্থ তুলি দিহাৰহাঃ—

বুদ্ধিৰ মোৰোৱা ভাষাঃ—

কাল কাৰল পাটলৈ বাই।

কাল কাৰল পৰিহা বাই।
কাৰলা মন্থ কৰিলা বিব।
ৰাধা চাপ মন্থবি।
ভিষ্ণিবৰ স্তত।
কতলা বৌৰী উঠে উঠে।
ভেট্টেচে বান্দসে হেলও মাৰে।
চুচকাল বিবালো।
উৰুকা বাহা চুচকাল ভাঙ্গা মুখকল ভাঙ্গো।
ভাঙ্গো চৌবী গাটী।
ঈশ্বৰৰ আছায়ে চুচকল তাপি কৰিলোঁ নাশ।
ভাৰ শশী তুলাৰ বান্দ দিলে।
তঃ শোকৰ মেহিলা বান।
শশী শশী থিকা আৰু মুকুতাৰ হাৰ।

কিছু বুদ্ধিৰ পৰা ভাষা, যেনেঃ—

চক্ষু হ'ব পৌসাই মিছা ভাটী
মেলিলো চুচকাল সৰু হাবা কলৰ পাটী।
মৰিলোঁ মাজিৰ পাৰিহা আনবি।
মেলিলো মৰু কলৰ পাটী।
গাভৰুক কহাৰ্থল মেলিলোঁ বৌধীৰ।

বুদ্ধিৰ পৰা ভাষা, যেনেঃ—

উপজিলা ৰাজি দিনত গৈলা।
পুৰুষহিচে এৰা এৰি উঠেলা।
নকলো জীৱন কৰিলোঁ ভেদ।
এতেকে দিলেক জ্বৰিত বেদ।
জুগুতিগ তোৰ বাহা মন্থ।
মৰামিলো তোৰ মনৰ শব্দ।

আধুনিক প্ৰাক্তল ভাষা, যেনেঃ—

শুন জনা ব্যাধি হোৱা কৰোঁ জন্ম জাতি।
স্বৰ্গত হস্তে তোৰ তৈল উৎপতি।
যুগী কৰিবাব ব্ৰহ্মাৰ উভা মন।
সাহিত্যৰ মন্থৰ সাজি কৰিলা গুৰু মন।
হাট, ভবি, নাক, কাণ, চকুক বে হিলা।
প্ৰাণ দিব কাৰ্ণি ব্ৰহ্মা মনত ভৰিলা।
হাৰু হাৰু কৰে সবে তুলি আছে পাট।
সৰে আছে কেৱল নাহিকে মাজ বাট।

ইহাটো মহাবিলাকৰ আখ্যান বৰষ বিধেও হুই আখ্যৰ কোৱা উচিত সেনা ভাবে। মহাবিলাকৰ দিনটি কথা সকলো পুৰাণ শাস্ত্ৰত মিল আছে। সেই তিনিটি কথা লক্ষণে কলে এয়ে হয়। ব্ৰহ্মই স্বপ্নন কৰে, বিষ্ণুয়ে পালন কৰে, আৰু কালকল্পী কল্পনেৰে স্তোত্র কৰে। অসম্ভৱ শৌৰাণিক উপাখ্যান মন্ত্ৰৰ ভিতৰত বি পোৱা যায় সেই বিলাক পুৰাণ শাস্ত্ৰৰ লগত মিল নাই। আৰু অনেক উপাখ্যান বিকৃত যেন দেখা যায়। ইয়াৰ দ্বাৰাও মহাবোধৰ যে অতি প্ৰাচীন, অনাৰ্হা, পুৰাণৰ বিষয়বোৰ জন-সমাজত ভাল দৰে প্ৰচাৰ হোৱাৰ আগতে বচিত, তাকেই প্ৰমাণ কৰে। পৌৰাণিক আখ্যানৰ ভিতৰত অমৃত মণ্ডন, ধন্যজ্ঞ জ্ঞান বীৰভঙ্গৰ উৎপত্তি ইত্যাদি কথা মন্ত্ৰৰ পুথিত আছে। আৰু আধুনিক ভাটীগাণী মন্ত্ৰত বেটুঙা লখিমবৰ গল্পও পোৱা যায়। ভাটীগাণী মন্ত্ৰ বেটুঙা লখিমবৰ উপাখ্যানমৌই। ইয়াৰ বাহিৰেও অনেক গল্প মন্ত্ৰত আছে। সেইবিলাকৰ সে মূল কি তাক পোৱা বৰ টান। তলত ছটামান হেঁনে গল্পৰ সংখ্যক টোকা দিয়া হল।

১। মন্ত্ৰৰ বাবেৰে বীৰসকলক পেবাত বন্দী কৰি থৈ দিছিল। পিত্ত শ্ৰীবামচেন্দে বাৰগুণ বধ কৰি বিভী-বধক ব্যাৰগাটত বহুতাই বীৰসকলক পৰীক্ষা চাবৰ অৰ্থে ভলা গছত ধৰিবলৈ দিলে। বীৰে ধৰা মাৰে ভলা গছডাল মৰিল। তাৰ পিচত শ্ৰীবামচেন্দে মন্ত্ৰ মাতি ভলা গছডাল জীয়ালে। সেইদেখি এতিয়াও ভলা গছৰ আগত বিয় থাকিল।

২। সৃষ্টিৰ প্ৰথমত ব্ৰহ্মদেৱে "অচল গিলন কাৰ" গোপাল নবসিংহক স্বপ্নন কৰিলে। গোপাল নবসিংহে নাচি নাচি কুৰে আৰু যত বিয় ব্যাধি আছে যানে ধৰি ধৰি ধায়।

৩। বৈষ্ণৱগণে ব্ৰহ্মত মোচৰ দিলে, যে পিত্ত আমি বেধৰ বাহিৰা গাঠি আৰু কিতাপ কোৱাৰণ গাঠি মানিব নোৱাৰোঁ। আপুনি উপায় কৰোকা। তেতিয়া ব্ৰহ্মদেৱে কিছু সময় মৌন থাকি গুপ উচ্চাৰণ কৰি উচ্চ শব্দ কৰিলে। পিচত বেধৰ বাহিৰা কিতাপ কোৱাৰণ গাঠি কাটি ও কৰি দিবলৈ শু কৰতি উপৰণ হল।

সামাজিক কথাও মহাবিলাকত কিছু পোৱা যায়। যদিও এতিয়া তাৰ বিশেষ আঁতি-ভৰি নাই তথাপি তাৰ মূল্য আছে। তাৰ প্ৰহুইজ্ঞান হাল আৰু সকলো মন্ত্ৰৰ পুথি আবিষ্কৃত হলে এইবোৰ কথাৰ আঁতি-ভৰি নোৱাৰ বুলি কোনো কৰ পাৰে? তাৰ ভিতৰত তলত কিছু উল্লেখ কৰা হল।

পাত জাতি কোঁৱৰ কথা আছে। তাৰ ভিতৰত আশুখোৱা কৌচ এৰিণ। গাৰো চাৰি জাতিৰ কথা আছে; যেনে, হান্না গাৰো, জখলা গাৰো, যখন গাৰো, চকাৰ শোৱা গাৰো। কছাৰী তিনি জাতিৰ কথা আছে; যেনে, মূল নোৱা কছাৰী, চোৰ কছাৰী, আৰু কেঁকোৱা নোৱা কছাৰী। সাত জাতি কেওঁৰ কথাও আছে, যথা—ভেৰ কেওঁ, টেৰ কেওঁ, জাৰো কেওঁ, হাঁকৰি কেওঁ, কৈবৰ্ত কেওঁ, আটকুৰি কেওঁ, শুদি খেপাণী কেওঁ। ছত্ৰাশ্ৰিত জাতি মহাবোধ উল্লেখ আছে

ইয়াৰ বাহিৰেও মন্ত্ৰৰ পুথিত এইবোৰ কথা পোৱা যায়:—বামগিৰী কছাৰী আৰু বামগিৰী সন্ন্যাসী বুলি উল্লেখ বা এখন মাল্লহৰ নাম; শঙ্ক বুলি এখন প্ৰসিদ্ধ বেধৰ কথা আৰু অৰুণা হল বুলি এটি প্ৰসিদ্ধ মূলত অৰুণা মন্ত্ৰ সিদ্ধ হোৱাৰ কথা আছে। শুভ শাস্ত্ৰত অৰুণা মন্ত্ৰ বুলি এটি মন্ত্ৰ আছে আৰু সেই মন্ত্ৰৰ অনেক মহিমাও বৰ্ণিত আছে। সেই অৰুণা মন্ত্ৰই অসমীয়া মন্ত্ৰৰ পুথিত উল্লেখ কৰা অৰুণা মন্ত্ৰ হয়নে নহৰ টিক কৰা টান। অনেক আধুনিক মন্ত্ৰৰ পুথিত কিবিধি বলাৰণ কথা পকাৱৰে এই মন্ত্ৰক আধুনিক ৰোগা হৈছে। হাটন, হেঁনে আৰু বিৰী কন্তেবাৰ নামে মন্ত্ৰৰ পুথিৰ ভিতৰত আছে। আচৰিত কথা, আগত এটি বীজ দি, আজাৰ নামৰ মন্ত্ৰ কৰা হৈছে, যেনে হং আৱায়, নমঃ; এইবিলাক কথা মই বিখিনি মন্ত্ৰৰ পুথি দেখিছোঁ তাৰ পৰাৰে কোৱা। মন্ত্ৰৰ পুথি অসংখ্য, মই তাৰ আঁত সানাত অংশৰে দেখিছোঁ।

লিখিত মন্ত্ৰৰ বাহিৰেও মুখে মুখে প্ৰচাৰিত কোঁৱৰ অনেক মন্ত্ৰ আছে, যেনে:—শ্ৰোণ জৰা, আলা জৰা, ভিন্গা জৰা ইত্যাদি। এই বোমৰ সংখ্যা কোৱা অসম্ভৱ।

ইয়াৰ বাহিৰেও আৰু এক শ্ৰেণীৰ মন্ত্ৰ আখ্যৰ লগত প্ৰচলিত আছে। সেই মহাবিলাক "দীৰ্ঘা-বীৰ" বোলে। এই জাতীৰ মন্ত্ৰ বেদবিলাকতকৈ সচ-বীৰ মন্ত্ৰত ডকতসকলেই বেচি জানে। "দীৰ্ঘাৰচাট" নামক উচাটন আদি নামী কাণ্ডিত প্ৰোগণ কৰা হয়। ইয়াৰে মন্ত্ৰ প্ৰায়ে শ্ৰীচৈতন্য, হৰিবাগ, শ্ৰীশঙ্কৰ প্ৰভৃতিৰ নাম হুই।

মন্ত্ৰৰ পুথিবিলাকৰ ভিতৰত আৰু তলত তিনি শ্ৰেণীৰ নাম পোৱা যায়। এক শ্ৰেণীৰ নাম হৈছে সঙ্কত-মন্ত্ৰ, এক শ্ৰেণীৰ নাম হৈছে দেশৰ ভাষাৰ অৰুণক, আৰু এক শ্ৰেণীৰ নাম হৈছে বৃদ্ধিৰ নোৱাৰ। পাকুৰী বৰ্ণমাৰি নিমিত্তে তলত তিনিও শ্ৰেণীৰ মন্ত্ৰৰ নাম হেঁনে লিখা হল।

- সঙ্কতমূলক নাম।
- হতী সৰ্পচাক, বাম সৰ্পচাক, বীৰভঙ্গগোপাল, নসিংহ, বহুসুট, গাভুড়ী ইত্যাদি।
 - দেশৰ ভাষাৰ অৰুণক নাম।
 - বাৰভণ্ডি, ওঁৰভণ্ডি, বেজালী, ভাটীগাণী, বাৰ-মোহিনী ৩হেমোহিনী, বিহালী, বেজালী, কছানা কালী ইত্যাদি।
 - বৃদ্ধিৰ নোৱাৰা নাম।
 - পায়া স্বপগিৰী, মেছন্দৰী, চামন, কলপ, ইলি, হেঁনে
 - লিখিত ইত্যাদি।

- শ্ৰেণীভেদ নকৰি তলত কিছুমান মন্ত্ৰৰ নাম দি এই প্ৰথম শেখ কৰা হল, যেনে:—
- ১। ওঁৰভণ্ডী ২। অৰবাৰ ৩। ইলি ৪ খোখন্দ ৫। শকুণী ৬। সৰ্পচাক ৭। সৰু নাৰায়ণী ৮। বৰ নাৰায়ণী ৯। বহুসুট ১০। গাভুড়ী ১১। নাগিনী ১২। তিনিভনী ১৩। ন-ভনী ১৪। বাৰভণ্ডী ১৫। মনিবাৰ ১৬। কাল-বেজালী ১৭। ভাটীগাণী ১৮। সৰ্পচাক ১৯। অৰুণসৰ্পচাক ২০। হুতীসৰ্পচাক ২১। নাড়ীসৰ্পচাক ২২। বামসৰ্পচাক ২৩। উৰাণুসৰ্পচাক ২৪। অৰুণকৰতি ২৫। উৰাণুকৰতি ২৬। বামকৰতি ২৭। কালকৰতি ২৮। অৰুণকৰতি ২৯। শুক-কৰতি ৩০। মইমূলকৰতি ৩১। কল্পকৰতি ৩২। অৰু-কৰতি ৩৩। বীৰাকামিনী ৩৪। ভৈৰৱদেৱান ৩৫। ভৈৰৱী ৩৬। সৰু নবসিংহ ৩৭। বৰ নবসিংহ ৩৮। অৰুণা ৩৯। দীক্ষাচাট ৪০। লাভাচাট ৪১। শনিচাট ৪২। লাভাৰুগিৰী ৪৩। কালবহু ৪৪। বাজমোহিনী ৪৫। শৰুবেমোহিনী ৪৬। দেৱমোহিনী ৪৭। বাটজাৰা ৪৮। বাটজাৰা ৪৯। সুপ-জাৰা ৫০। কলপ ৫১। চামন ৫২। মেছন্দৰী ৫৩। অৰু-চাৰণ ৫৪। ক্ষেত্ৰেশাল ৫৫। বিলাহীবেজালী ৫৬। হিমালয় ৫৭। কাম্বুকাননা ৫৮। হৰাৰকৰতি ৫৯। গোপাল নবসিংহ ৬০। পক্ষীৰাজ ৬১। দেৱকৰতি ৬২। বীৰভঙ্গ ৬৩। মনিবাৰ ইত্যাদি।

শ্ৰীপ্ৰতাপচন্দ্ৰ গোস্বামী।

৩হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী।

বিলাপে আসামে আজি কিয়া ডুহুইট; কলৈ গল চেমচন্দ্ৰ হাৰ নাই নাই। সন্মাল হেমৰ জ্যোতি হ'ল হা-হাৰকাৰ। আসাম সাহিত্য ক্ষেত্ৰে আজি অন্ধকাৰ। সোঁ স্তনী। পাৰ গীত উদাহৰ মনৰে হেৰু অৰিবে স্নেহগণে সমগ্ৰদে; বজাই মূলধ, চোণ অতি বং মনে।

উজ্জৈ স্বৰ্গত আজি আনন্দৰ ধ্বনি, শোকৰ বিধৱা কান্দে আসাম জননী। সন্মাল হেমৰ জ্যোতি হ'ল হা-হাৰকাৰ। আসাম সাহিত্য ক্ষেত্ৰে আজি অন্ধকাৰ। সোঁ স্তনী। পাৰ গীত উদাহৰ মনৰে হেৰু অৰিবে স্নেহগণে সমগ্ৰদে; বজাই মূলধ, চোণ অতি বং মনে।

নিনাও সকলো চোরা। এই জগতব,
জান বিলাসব হেতু জন্ম মাছহর।
মাছহেই দিয়া নাম পোহব আন্ধার,
মাছহ নোহোতা হলে নিনাও সংসার।
জানব মৃত্তি এই মানবের জাতি,
কু-নামেবে নকবিধা ইয়াৰ জঘাতি।
বঢ়াই লোকব জান জেদি জীবন
নহয় মৰণ তাৰ জন্ম বিজ্ঞান।
ধৰ্ম হেমাচ্ছ তুমি জীবন পঢ়িগাঁ,
মাতৃ-ভাৰা দেহাতেই জীবন কটাগাঁ;

জনমোতে ধৰিছিলি কান্দোন বেতিয়া
হাঁহিছিল পৰিচালো বন্দেবে ভেতিয়া।
তুমি গলা হাঁহি হাঁহি জেবে স্বৰ্ণধাম
কন্দুগাই সকলোকে, বাশি যশ নাম।
দেশৰ অপাৰ কতি বাব মৰণত
সাৰ্থক জন্ম তাৰ এই মৰণত।
কতি হল আসামৰ তোমাৰ মৃত্যুত,
দিওক ঈশ্বৰে শান্তি তোমাৰ স্বৰ্গত।

শ্ৰীকলমাকান্ত ভট্টাচাৰ্য

গুৱালপৰীয়া লোকৰ সাহিত্য চৰ্চা।

গুৱালপাৰ প্ৰাচীন কামৰূপৰ প্ৰধান স্থান। মহাবাহু
নবনাৰায়ণৰ সম্ৰাজ কোচবিহাৰ আৰু গুৱালপাৰেই প্ৰাচীন
কামৰূপী বা অসমীয়া ভাৰা চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰস্থান আছিল।
আজি আমি নিৰোৰ গ্ৰন্থকে আগত লৈ অসমীয়া ভাষাৰ
বিভিন্ন চন্দ্ৰকিত্তি বঢ়াইছে, প্ৰায় সেই সকলোবোৰৰ জন্মস্থান
গুৱালপাৰ আৰু কোচবিহাৰ। এইবোৰ গ্ৰন্থৰ মৰণ-
সিনিৰ লিপক সেই কালত কোচবিহাৰত আৰু গুৱাল-
পাৰত বাস কৰা বা অজ্ঞানত কৰা মনীষিকল।

ইবোৰ আমোৰৰ প্ৰথম ভাগত বেতিয়া আমাৰ
প্ৰদেশত বঙ্গলা ভাষা চলিবলৈ ধৰে, সেই সময়ত অজ্ঞাত
জিলাৰ দৰে গুৱালপাৰেও কিছুদিন কিং কৰ্তব্য বিয়ত
হৈ আছিল। বেতিয়া আমাৰ প্ৰদেশৰ দুৰদৰ্শী লোক-
সকলৰ ঐকান্তিক মতত পুনৰ আমাৰ চিত্তমীয়া ভাষা
চলিবলৈ আৰম্ভ হয়, সেই সময়ত গুৱালপাৰে নামা
কাৰণত আমাৰ লগত পুৰাত্নক যোগ দিব নোৱাৰিলে।

তাৰ দলত আজি কিছুমান সূচকীয়া চক্ৰান্তত জগৎ
পাৰে ভাষাক বঙ্গালী ভাষা বুলি প্ৰতিপন্ন কৰিছে।
কিছুমানৰ অহোপুৰুষাৰ্ণ চলিবলৈ ধৰিলে। বি
গুৱালপাৰে অজ্ঞাত কিলগৰ দৰে ভাষা চৰ্চাত সম্পূৰ্ণ
যোগ দিব নোৱাৰিলেও বহু নকৰি বহি থকা নহি;
আৰু আজিগৈকে সেই জিলাৰ ভাইসকলে সাহিত্য
উন্নতিৰ অৰ্থে নিৰোৰ কাম কৰিছে, সি সত্ৰ লিখ
বাসীয়ে কৰাতটক সংখ্যাত আৰু মূল্যত কম নহয়। অসং
সাহিত্য সমিজনৰ পুৰুষীত বহা ৯ম অধিবেশনৰ সভাপতি
সমিতিয়ে গুৱালপৰীয়া জহলোকে লিখা, প্ৰকাশ কৰা
আৰু সম্পাদন কৰা কিতাপৰ তালিকা এটা প্ৰকা
কৰিছিল; আমি তাক তলত দিছোঁ। এই তালিকাত
দেখিলে গুৱালপৰীয়া ভাইসকলৰ অসমীয়া সাহিত্য
কিমান আগ্ৰহ তাক বুজিব পাৰি।

গুৱালপাৰবাসীয়ে লিখা, প্ৰকাশ কৰা আৰু সম্পাদন কৰা কিতাপৰ তালিকা :-

- ১। কৰণ কনি—বিবিধ কবিতা পুথি; অসমীয়া; লিপক—শ্ৰীমত সীতামাধৱ ব্ৰহ্ম চৌধুৰী; প্ৰকাশক—শ্ৰীমত নিৰাল
চন্দ্ৰ বৰুৱা চৌধুৰী; ছপা।
- ২। নতুন ধাৰাপাত—অক্ষয় পুথি; অসমীয়া; লিপক ও প্ৰকাশক—শ্ৰীমত পাৰ্বীমোহন নাথ; ছপা।
- ৩। পতঙ্গ পঠি—কথাশিক্ষা; অসমীয়া; লিপক ও প্ৰকাশক—শ্ৰীমত পাৰ্বীমোহন নাথ; ছপা।
- ৪। ভীষ্মৰ শৰণগা—সমিয়াকৰ ছন্দৰ কাব্য; অসমীয়া; লিপক—চৌধুৰী; ছপা।
- ৫। শ্ৰীমঙ্গল যোমা—বৰ্ণ-পুথি।
- ৬। স-সৰ চিত্ৰ—উপজ্ঞাপ; অসমীয়া; লিপক—শ্ৰীমত চিত্ৰাংকৰ পাটগিৰি; প্ৰকাশক—শ্ৰীমত যুগলচন্দ্ৰ
সিংহ; ছপা।
- ৭। বিৰাত পূৰ্ণ—বৰ্ণ-পুথি; পুৰণি অসমীয়া; লিপক—৩৮বিশেষৰ; হাতে লিখা। কোচ-বেহাৰ বাজ লাইব্ৰেৰীত
পোৱা যায়; লিপক গোবীপুৰ বজাৰ পুৰুষকম।
- ৮। জয়দেৱ-স্মৃতি—বৰ্ণ-পুথি; পুৰণি অসমীয়া; লিপক—৩৮জয়সিংহ; হাতে লিখা। কোচ-বেহাৰ বাজ
লাইব্ৰেৰীত পোৱা যায়; লিপক বগবিহাৰীৰ জমিদাৰৰ পুৰুষকম।
- ৯। বিষ্ণু বাজৰশাহী—ঐতিহাসিক পুথি; বঙ্গলা; লিপক ও প্ৰকাশক—৩৮জয়সিংহ; ছপা।
- ১০। হৰিবংশ—কাব্য; অসমীয়া; লিপক—কাৰ ৩৮ভৱানন্দ; সম্পাদক—পণ্ডিত শ্ৰীমত বনামাধৰ বিজ্ঞানচাৰ; হাতেলিখা।
- ১১। কঠী ভোজ—বৰ্ণ-পুথি; সংস্কৃত আৰু বঙ্গলা; সম্পাদক—পণ্ডিত শ্ৰীমত বনামাধৰ বিজ্ঞানচাৰ; হাতেলিখা।
- ১২। পুণ্ডমালাৰ্ণব—কাব্য; সংস্কৃত; লিপক—পণ্ডিত শ্ৰীমত বনামাধৰ বিজ্ঞানচাৰ; হাতেলিখা।
- ১৩। কালীৰমণা—বৰ্ণ-পুথি; পুৰণি অসমীয়া; লিপক—৩৮গৌৰীশঙ্কৰ ভট্টাচাৰ্য; হাতেলিখা।
- ১৪। অৰুণেশ্বৰ মঞ্জ—বৰ্ণ-পুথি; পুৰণি অসমীয়া; হাতেলিখা; গোবীপুৰ বাজলাইব্ৰেৰীত পোৱা যায়।
- ১৫। বগৰ শ্বাশুৰবিহাৰ—স্বাভাৱিকা; অসমীয়া; লিপক—৩৮ শ্ৰীমত বামলোচন দাস; হাতেলিখা।
- ১৬। পদ্মলা—কবিতা-পুথি; অসমীয়া; লিপক—শ্ৰীমত মহিষুদ্দিন আন্ধাৰ; হাতেলিখা, বৰ ভাগ কিতাপ।
- ১৭। প্ৰলোভ চন্দ্ৰিকা বা ধৰ্মানামাছায়া—বৰ্ণ পুথি; অসমীয়া; লিপক—শ্ৰীমত হৰকিশোৰ চৌধুৰী; হাতেলিখা।
- ১৮। সজিত আৰণ মালা, ১ম ভাগ—অসমীয়া; লিপক—শ্ৰীমত হৰকিশোৰ চৌধুৰী; হাতেলিখা।
- ১৯। গীতমালা—বৰ্ণ পুথি; অসমীয়া; লিপক—শ্ৰীমত হৰকিশোৰ চৌধুৰী; হাতেলিখা।
- ২০। শব্দবিজয়—নাটক; অসমীয়া; লিপক—শ্ৰীমত গোবিন্দপ্ৰসাদ দাস পাটগিৰি; হাতেলিখা।
- ২১। ভূমিকম্প—খণ্ড কাব্য; কামৰূপী ভাষা; লিপক—৩৮বৰেশ্বৰ গ্ৰহাচাৰ্য; হাতেলিখা।
- ২২। মাৰ্গত সিংহ—বৃহত্তমূলক নাটক; অসমীয়া; লিপক—শ্ৰীমত মনিনচন্দ্ৰ বৰা; হাতেলিখা; অসমৰ ভূমি-
পুৰ বিশেষ বিবন্ধ।
- ২৩। শান্তভঙ্গ—সামাজিক নাটক; অসমীয়া; লিপক—শ্ৰীমত মনিনচন্দ্ৰ বৰা; হাতেলিখা।
- ২৪। অদ্বৈত—পৌৰাণিক নাটক; অসমীয়া; লিপক—শ্ৰীমত মনিনচন্দ্ৰ বৰা; হাতেলিখা।
- ২৫। প্ৰতিজ্ঞা—নাটক; অসমীয়া; লিপক—শ্ৰীমত মনিনচন্দ্ৰ বৰা; হাতেলিখা।
- ২৬। দোহাৰী—ভূগোলবিদ্যাৰ দোহাৰ ভাষা; অসমীয়া; লিপক—শ্ৰীমত প্ৰভাতচন্দ্ৰ অধিকাৰী; হাতেলিখা।
- ২৭। কবিতাৰ কিতাপ—খণ্ড কাব্য; অসমীয়া; হাতেলিখা।
- ২৮। মনজনীত আৰু বাজনীত—গজ পুথি; অসমীয়া; লিপক—শ্ৰীমত প্ৰভাতচন্দ্ৰ অধিকাৰী; হাতেলিখা।

- ২২। বহির্নৃত্য-ক্রো-উপকথা; অসমীয়া; লিখক আৰু প্রকাশক—শ্রীযুত গিৰীজনাথ নাথ; ছপা।
- ৩০। ৩প্রগল্পম্ৰাণ যোহৰ জীৱনী—জীৱনী; অসমীয়া; লিখক—শ্রীযুত গিৰীজনাথ নাথ; ছপা।
- ৩১। ৩শতকদেবৰ জীৱনী—জীৱনী; অসমীয়া; সাংগ্ৰহকোষা—শ্রীযুত পদ্মলোচন ডিহিৰাৰ; প্রকাশক—বালচন্দ্ৰ শ্রীযুত চুৰ্গাৰ বৰকটকী; ছপা।
- ৩২। গীতা—পদ্মত ভাৱনি; অসমীয়া; লিখক—শ্রীযুত কেশৱচন্দ্ৰ চৌধুৰী; হাতেলিখা।
- ৩৩। মহাজাৰত—পদ্মত চমুক লিখা; অসমীয়া; লিখক—শ্রীযুত কেশৱচন্দ্ৰ চৌধুৰী; হাতেলিখা।
- ৩৪। বাৰংলী কুলপ্ৰাণী—বাৰংলী জাতিৰ বিবৰণ; বঙ্গলা; লিখক—শ্রীযুত হৰকিশোৰ অধিকাৰী; ছপা।
- ৩৫। কথোত্তৰ—ঐতিহাসিক নাটক; অসমীয়া; লিখক—শ্রীযুত হৰশীলকুমাৰ চক্ৰৱৰ্তী; এম. এ. ডি. বি. এ. হাতেলিখা।
- ৩৬। শ্ৰীশঙ্কৰদেৱ—নাটক; অসমীয়া; লিখক—শ্রীযুত হৰশীলকুমাৰ চক্ৰৱৰ্তী এম. এ. ডি. বি. এ. হাতেলিখা।
- ৩৭। ৬ধৰি শেখ—পদ্যত লিখা জীৱনী; অসমীয়া; লিখক—শ্রীযুত ভগৱানচন্দ্ৰ বৰুৱা; হাতেলিখা।
- ৩৮। সংকীৰ্ত্তন—সংকীৰ্ত্তনৰ পুথি; অসমীয়া; লিখক—শ্রীযুত ভগৱানচন্দ্ৰ বৰুৱা; হাতেলিখা।
- ৩৯। ভূগোল—অসমৰ; অসমীয়া; লিখক ও প্রকাশক—৩মুখী হাৰত উম্মা; ছপা।
- ৪০। আগামৰ ভূগোল; অসমীয়া; লিখক ও প্রকাশক—শ্রীযুত কেতুৰাম দাস; ছপা।
- ৪১। বৰ্ণমালা পৰিচয়—অসমীয়া; লিখক ও প্রকাশক—শ্রীযুত উমেশচন্দ্ৰ দাস; ছপা।
- ৪২। নগ পৰহীতা—নাটক; অসমীয়া; লিখক—শ্রীযুত জ্ঞানচন্দ্ৰ দাস; হাতেলিখা।
- ৪৩। বাহ্মীকি—জীৱনী; অসমীয়া; লিখক ও প্রকাশক—শ্রীযুত গোবিন্দচন্দ্ৰ দাস; ছপা।
- ৪৪। ব্যাসদেৱ—জীৱনী; অসমীয়া; লিখক ও প্রকাশক—শ্রীযুত গোবিন্দচন্দ্ৰ দাস; হাতেলিখা।
- ৪৫। বশিষ্ঠ—জীৱনী; অসমীয়া; লিখক—শ্রীযুত গোবিন্দচন্দ্ৰ দাস; হাতেলিখা।
- ৪৬। বিষ্ণুবিষ্ণু—জীৱনী; অসমীয়া; লিখক—শ্রীযুত গোবিন্দচন্দ্ৰ দাস; হাতেলিখা।
- ৪৭। দ্বৰ্গাশা—জীৱনী; অসমীয়া; লিখক—শ্রীযুত গোবিন্দচন্দ্ৰ দাস; হাতেলিখা।
- ৪৮। ভীষ্ম—জীৱনী; অসমীয়া; লিখক—শ্রীযুত গোবিন্দচন্দ্ৰ দাস; হাতেলিখা।
- ৪৯। ব্যাকৰণবোধ—ব্যাকৰণ; অসমীয়া; লিখক—শ্রীযুত গোবিন্দচন্দ্ৰ দাস; হাতেলিখা।
- ৫০। নিমৰা—যোগশিক্ষা; অসমীয়া; লিখক ও প্রকাশক—শ্রীযুত বিজ্ঞানাপ বৰুৱা; ছপা।
- ৫১। বিতঙ্গ স্নাতন ভাগৱতী ধৰ্ম—ধৰ্ম-শাস্ত্ৰ; অসমীয়া; লিখক—শ্রীযুত বিজ্ঞানাপ বৰুৱা; ছপা।
- ৫২। কথা নিমৰা—গদ্য; অসমীয়া; লিখক ও প্রকাশক—শ্রীযুত বিজ্ঞানাপ বৰুৱা; ছপা।
- ৫৩। জুবিদী—বাহ্মজাতি লিখক কবিতাৰ কিতাপ; বঙ্গলা; লিখক ও প্রকাশক—শ্রীযুত পদ্মলোচন ডিহিৰাৰ; ছপা।
- ৫৪। স্তম্ভ-নিগ্ৰহ বধ—গীতাভিনয়; বঙ্গলা; লিখক—শ্রীযুত পদ্মলোচন ডিহিৰাৰ; হাতেলিখা।
- ৫৫। গাৰ্বেণালা—সক সৰু গা-হোৱাৰাৰ বাবে বৰ্ণপৰিচয়; অসমীয়া; লিখক আৰু প্রকাশক—শ্রীযুত পদ্মলোচন ডিহিৰাৰ; ছপা।
- ৫৬। জয়মালা—বাহ্মজাতি বিবৰণ কবিতা; বঙ্গলা; লিখক—শ্রীযুত পদ্মলোচন ডিহিৰাৰ; হাতেলিখা।
- ৫৭। গোৱালপাৰাণ্ডা কথা—ঐতিহাসিক; অসমীয়া; লিখক—শ্রীযুত পদ্মলোচন ডিহিৰাৰ; হাতেলিখা।
- ৫৮। কুলপ্ৰাণী—বাৰংলী জাতিৰ ইতিবৃত্ত; বঙ্গলা; লিখক—শ্রীযুত হৰকিশোৰ অধিকাৰী; হাতেলিখা।
- ৫৯। স্তম্ভ হৰণ—নাটক; অসমীয়া আৰু বঙ্গলা; লিখক—শ্রীযুত পদ্মলোচন ডিহিৰাৰ; হাতেলিখা।
- ৬০। অক্ষয়—পদ্যপুথি; অসমীয়া; লিখক—শ্রীযুত ইন্দ্ৰমোহন দাস; হাতেলিখা।

- ৩১। সাতভাঙা—গল্পপুথি; অসমীয়া; লিখক—শ্রীযুত ইন্দ্ৰমোহন দাস; হাতেলিখা।
- ৩২। সোণৰ মালা—প্ৰথম পুথি; অসমীয়া; লিখক—শ্রীযুত ইন্দ্ৰমোহন দাস; হাতেলিখা।
- ৩৩। বেদান্ত ধৰ্মন—ধৰ্মন; অসমীয়া; লিখক—শ্রীযুত চুৰ্গাকীৰ্ত্তৰ শাস্ত্ৰী; হাতেলিখা।
- ৩৪। শতচনীৰ পাচালী—বঙ্গলা; লিখক আৰু প্রকাশক—শ্রীযুত বোধিনীকান্ত চক্ৰৱৰ্তী; ছপা।
- ৩৫। মঙ্গলচক্ৰীৰ পাচালী—বঙ্গলা; লিখক আৰু প্রকাশক—শ্রীযুত বোধিনীকান্ত চক্ৰৱৰ্তী; ছপা।
- ৩৬। মণিক মিত্ৰৰ উপাখ্যান—সাধুকথা; বঙ্গলা; লিখক আৰু প্রকাশক—শ্রীযুত বোধিনীকান্ত চক্ৰৱৰ্তী; ছপা।
- ৩৭। বিষ্ণু ও বিষ্ণু উপাসক—ধৰ্ম-সম্বন্ধীয়; বঙ্গলা; লিখক—শ্রীযুত নবেশ্বৰ দাস; ছপা।
- ৩৮। মেঘ ভাষা—গণিত সম্বন্ধীয়; বঙ্গলা; লিখক—শ্রীযুত কেতুৰাম দাস; হাতেলিখা।
- ৩৯। কল্পপুৰে মহাশাস্ত্ৰ—ধৰ্ম-সম্বন্ধীয়; বঙ্গলা; লিখক—৩ক্ৰমমোহন চক্ৰৱৰ্তী; ছপা।
- ৪০। গৃহসূত্ৰ—জ্যোতিষ সম্পৰ্কীয়; বঙ্গলা; ৩ক্ৰমমোহন চক্ৰৱৰ্তী; হাতেলিখা।
- ৪১। বড়োদি মিচা আয়েন—বড়োজাতি সম্বন্ধীয়; বড়ো ভাষা; লিখক—শ্রীযুত নৰপতি চৌধুৰী ও শ্রীযুত গঙ্গাচৰণ চৌধুৰী; ছপা।
- ৪২। গোঁস্বাট মেঘাই—বড়োজাতি সম্বন্ধীয় কবিতা; বড়ো ভাষা; লিখক—শ্রীযুত ৰূপনাথ ব্ৰহ্ম নাছাৰী; ছপা।

শ্ৰীনন্দিনাথ গোস্বামী।

পূজ্যপাদ ৩নবদেব অধিকাৰ গোস্বামীৰ কথা।

- ৩ শ্ৰীশ্ৰীনবদেব অধিকাৰ গোস্বামী নগাঁও জিলাৰ গটিলত দেৱ মামোদৰ দেৱে মামৰদেৱৰ পৰা পৃথক হৈ দক্ষিণপাট বঢ়া পুৰুষী সন্নত ১৮৫১ চনৰ কাণ্ডন মাহত ৩শিখৰে গোস্বামীৰ ঔলোত আৰু ভদ্ৰেশ্বৰী দেৱীৰ পাটবাৰিগিলত দুখন সৰু ভাঙ্গণৰ লৰা, বান্দীগোপাল দেৱৰ পিতৃ হয়। এজন নিৰহনদেৱ আৰু আন জন গৰ্ভত জন্মগ্ৰহণ কৰে। তেখেতৰ ভাগৰ গৰাকী অবি- দেৱৰ পিতৃ হয়। নিৰহনদেৱ আৰু আন জন আৰু ৩৩ভঙ্গণৰ গোস্বামী ভেগেতৰ ভাঙুয়েক আছিল কাক ভায়ে আগৰ অধিকাৰ ৩বাৰদেৱ গোস্বামী তেখেতৰ বৰপিতাক আছিল।
- অসমৰ আন আন সত্ৰৰ দেৱে দক্ষিণপাট সত্ৰও বৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰবৰ্ত্তক সত্ৰ। শত্ৰুদেৱ স্বামী হোৱাৰ পাচত নগাঁৱত মামৰদেৱৰ লগত পাটবাৰিগিল এখন সত্ৰ পাতে আৰু পাচত মামৰদেৱৰ লগত ভিতৰি কিছু কথাত মতান্তৰ

গটিলত দেৱ মামোদৰ দেৱে মামৰদেৱৰ পৰা পৃথক হৈ

বেলেগে সত্ৰ পাতে।

পাটবাৰিগিলত দুখন সৰু ভাঙ্গণৰ লৰা, বান্দীগোপাল

দেৱৰ পিতৃ হয়। এজন নিৰহনদেৱ আৰু আন জন

গৰ্ভত জন্মগ্ৰহণ কৰে। তেখেতৰ ভাগৰ গৰাকী অবি-

দেৱৰ পিতৃ হয়। নিৰহনদেৱ আৰু আন জন

আৰু ৩৩ভঙ্গণৰ গোস্বামী ভেগেতৰ ভাঙুয়েক আছিল

কাক ভায়ে আগৰ অধিকাৰ ৩বাৰদেৱ গোস্বামী

তেখেতৰ বৰপিতাক আছিল।

অসমৰ আন আন সত্ৰৰ দেৱে দক্ষিণপাট সত্ৰও বৈষ্ণৱ

ধৰ্ম প্ৰবৰ্ত্তক সত্ৰ। শত্ৰুদেৱ স্বামী হোৱাৰ পাচত নগাঁৱত

মামৰদেৱৰ লগত পাটবাৰিগিল এখন সত্ৰ পাতে আৰু

পাচত মামৰদেৱৰ লগত ভিতৰি কিছু কথাত মতান্তৰ

৩নবদেব অধিকাৰ গোস্বামী দক্ষিণপাটৰ ১২শ অধিকাৰ

৩ এই স্তম্ভৰ দুখৰে আদি কেৱলৰ চিত্ৰটি লগাইছোঁ।

সম্পাদক, আ. সা. প. পত্রিকা।

পুৰুষ। এখেতৰ মিনত মন্থৰ বহুত উন্নতি হয় আৰু সাল-সলনি হয়। নিচেই কম বয়সতে বৃদ্ধা সহবৰণা ৩৭বছৰে গোপাৰীৰে ৩৮বছৰে গোপাৰীক চোকা বুদ্ধি আৰু অসীম সাহেৰ তিনি দেখা পাই মুন সৰলৈ আহি আৰু উপলব্ধ পণ্ডিত শিকৰুৰ তনত সংস্কৃত অধ্যয়ন কৰিবলৈ বিচাৰে। অসমীয়া ভাষাতে এখেতে হিন্দুৰ সকলো বেদ, দৰ্শন আৰু সংহিতা পঢ়ি অধ্যয়ন কৰা দেখি, এখেতক পঢ়াবলৈ দল-অধিকাৰ কামৰূপৰণা অনা মধ্যমখোয়াপাৰ পণ্ডিত ৩৭বছৰে ভট্টাচাৰ্যই বিচিতি পাইছিল। নিচেই মানবত্বত এখেতৰ ভাগ্যতৰ বাবেও সেয়ে তেনিবলৈ পাইছিল সেয়ে এখেতৰ দৰ্শন সাহিত্য মুখপতিৰ প্ৰগঢ়তা অসমান কৰিব পাৰিছিল।

৩৮বছৰে গোপাৰীৰ পতিভাগি, সমাধাপ আৰু আটাইতকৈ তথ্যৰ সকলোৰে প্ৰতি নিষ্ঠাৰ মন, এই নিষ্ঠা কৰেৰে নিবিত্তে তেখেত সোৱাৰ মাহুৰ মনত চিৰস্মৰণীয় হৈ থাকিব। অনা-পুত্ৰা সফলো লোকে তেখেতৰ লগত কৰা-বাৰ্তা পাতিবলৈ গলে, কেতিয়াও অন্তৰ্ভূত হৈ নোৱাৰে আৰু দিগ্বিষয় কৰাকে হওক লাগিলে, তেখেতে পৰিবাৰিকৰূপে কৰা পাতিব পাৰিছিল আৰু নগ্না কথা নোশোৱা বুলি কৈ জানিবলৈ অলপো বেয়া নাপাইছিল। তেখেতে মুছলমান ধৰ্ম কামান আৰু বুটান ধৰ্মৰ বাহিৰেয়ো পঢ়ি আহিছিল। চাব চাৰুট, ইলিহট চাহাবে এয়া মন্তব্য হৈ তেখেতৰ লগত ধৰ্ম সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিব বা মন্তব্য পাইছিল আৰু কৈছিল যে তেখেতৰ দৰে সকলোৰেও জ্ঞান থকা হিন্দু পণ্ডিত আঁত বিলে। পশ্চিম এখন যোগী চাহাবেও এয়া তেখেতক বেয়া-সাক্ষ্যত কৰি তেখেতক খৰাপ গোৱায়ী বুলি বহুত প্ৰশংসা কৰিছিল।

গুৱাহাটীলৈ গ'ল কৰ্জন চাহাব আৰ্হেতে ৩৮বছৰে গোৰামাৰে হেতুক ভাতৰো কৰিবলৈ গৈছিল। প্ৰভু ঈশ্বৰে নিজৰ নাৰেত থাকি চাহাবৰ লগত বেয়া-সাক্ষ্যত কৰি চাহাবক আশীৰ্বাদ দিছিল আৰু ল'ৰা কৰ্জনে তেখেতক কাম কৰো-অৰ্থাৎ এশোৰ দি সমান কৰিছিল। চাব-বেমুন্দিৰ, ফুলৰ চাহাবেও এয়াৰ সঙ্গত দেখা দি গোৱায়ী আধৰেৰে ছপা কৰা এখন ভগৱৎগীতা দি তেখেতক

সমান বেধুংগা। তেখেত আঁত সাহিত্যিক ভাৱৰ পুৰুষ আছিল আৰু শিক্ষা-উষা, খোৱা-খোৱা, চমক-মুৰু সকলোতে আঁত সাহিত্যিক ভাৱত চলিছিল।

আমাৰ প'শত আধাৰে যুগ কাছাৰিত যোগেই বহুনা ভাৱ চলিছিল, বৰ সজাতে তেনে আঁতৰি নাট আঁৰিও বহুনা বা বস্তুপু ভাষাত চলিছিল। এই লিখকৰ লগত এই বিষয়ে প্ৰচাৰ বহুত তৰ্ক বিতৰ্ক হৈছিল। প্ৰথমে বেতিয়া প্ৰভু ১৯১১ জন তেজপুৰত চহৰ ছবিবলৈ গৈছিল আৰু লিখকে তেজপুৰ শিকৰুৰ কাম কৰিছিল, তেতিয়াই প্ৰভু ল'ৰা বেৰোৱানে এই বিষয়ে কথাবাৰ্তা হয়। পাচত বহু ভাষা একেৰাৰে—গুৱাহাটী পুস্তক সকলো নাট সজাৰ প্ৰভুৰে নিজে অসমীয়া ভাষাৰে বচনা কৰে; আৰু পাচলৈ প্ৰভুৰ অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰতি বৰ অস্থাৰ জন্মে, কেৱল নাৱ কয় যে "ভাত-মাৰ খোৱা ভাষাৰে লেখিবলগীয়া আৰু সংস্কৃতীয়া ঠাটত লেখিব লাগে।" এই অস্থাপনৰ ফলতে ১৯২৪ চনত "আসাম-সাহিত্য সভাৰে ৪০০০ হাজাৰ টকা লান কৰে, যাতে তাৰ ফলকৈ পুৰা অসমীয়া দৰ্শনিকগণ একোটি ছপা হৈ প্ৰকাশ পাই থাকে।

শিৱ কি পৰিশিষ্ট, সকলোৰে প্ৰতি প্ৰভু বৰ পটীয়া মনৰ কৰা বহুতে বহুত প্ৰকাৰে গম পায়। তুমীয়া ছাৰক পঢ়িবলৈ সহায় কৰা, কোনো মন্তব্য বিশেষ বিবৰত পৰিলে অৰ্থেৰে উদ্ধাৰ কৰাৰ উদ্যোগ বহুতো দিব পাৰি। কিন্তু ব্যক্তিগত হিচাবত ইয়া নিবিলে কোনোৰে কিমানি কোনো কৰাত বেয়া গম পাবে, গতিকে এই লিখকৰ জ্ঞানত বৃদ্ধা এটা বটল উল্লেখ কৰিলেই প্ৰভু অস্তৱৰ মানব পটীয়া বৰ্ধেই বৰ বুলি ইয়াত দিয়া হল।

লিখকে গুৱাহাটী কলেজৰ পুস্তক শিকৰুৰ কাম থাকোঁতে কটন কলেজত অসমীয়া ছাত্ৰ ভৰি হোৱা আৰু পঢ়াৰ অসুবিধা সম্পৰ্ক বাতৰি কাগজত লেখি প্ৰকাশ কৰা সোৱত কাৰ্য্যপন্থা দিয়াৰ পাচত আৰু বিদ্যাৰ পাই ওলালতা পঢ়িবলৈ কলিকতালৈ নাৰ অতিপ্ৰায় বেধুংগাই প্ৰভুলৈ এখন চিঠি লগে। তাত অজ একো কথাৰ উল্লেখ নাছিল। চিঠি দেখা

৩৭ দিনৰ পাচত প্ৰভুক সেৱা কৰিবলৈ যোৱা হল। সেয়া গুলি হৈছে। সেয়া কৰি উঠা মাত্ৰক "চাহাৰী" খোৱা চলনে তাৰ প্ৰভুৰে খবৰ গলে। এইটো ইয়াতে লোকা কিতবে যোগেই কোনো মাহুৰে সেয়া কৰিবলৈ প্ৰভুৰ প্ৰথম প্ৰৰ হৈছে, খোৱা-লোৱাৰ দিহা কৈছে ত'নাই; তাৰ পাচতহে অজ কৰাৰ আলাপ আৰম্ভ হয়। আমাৰো তেনে প্ৰেমৰ উত্তৰ শেষ হোৱাতকৈ প্ৰভুৰ প্ৰতি বৰা ভক্তসকলক বাহিৰলৈ যাবলৈ কৈ আৰু অমাক প্ৰভুৰ নিচেই কাৰ্টলৈ যাবি নি প্ৰভুৰে এইদৰে খোৱা-বাৰ্তা পাতে:—প্ৰভু—“ওলালতা পঢ়িবলৈ কলিকতালৈ যৈ বুলি লেখিছিল, যোৱা টিকনা কৰিছা নোনে?” ই—হয়, প্ৰভু টিকনা এক প্ৰকাৰ হৈছে।” প্ৰভু—“যাতৰ পটো আছে জানো?” (আমি এই অৰ্থেৰেই যোৱা হৈছিল যদিহে, বাক্য কৰিবলৈ পোৱা নাছিলো।) ই—প্ৰভু, সেইটোকে অলপ অসুবিধা।” প্ৰভু—“কিমান অসুবিধে, কলিকতাত থাকিবলৈ?” ই উ—“৪০০০ মান টকাৰ বদে বহিবা নহব।” প্ৰভু—“চাবি মাত্ৰত ৪০০০ টকা লাগিব ন? গুণত দৰি শৰত কৰিব লাগে।” উ—“প্ৰভু, যোৱা যাবলৈ আৰু তাৰ লগতে কিতাপো কিছু কিনিব লাগিব।” ই—“বাক, কলিকতালৈ যোৱাৰ এনপ্ৰায় মানৰ আৰ্হত

আমালৈ যোৱাৰ টিকনা লেখিব, আমি টকাটো পঠাই দিম, বা নিজেও লৈ যাবহি পাৰিব। এতিয়া নিশ্চিৎ আকৌ বহু হৈ যাব পাৰে, বুদ্ধিছা?” পাচত ভক্ত-সকলক মতাই আমি সাধাৰণ আলাপ আৰম্ভ কৰিলে। আকৌ পাচত যেতিয়া আমি ওলালতা পৰীক্ষা পাছ কৰি প্ৰভুক সেৱা কৰিবলৈ যাত, প্ৰভুক একো নোকেতা-কাঠকে আগৰ দৰে উল্কাতি কৰ, "চলিছা, এতিয়া তোমাক ওলালতাত ভক্তিৰ বাবে ২৫ টকা আৰু বহুখো-কীয়া "পটীয়া" বাবে ২৫ টকা লাগিব, হেৰ কাৰকিত চলিছাক ৪০ টকা ভঁৰালৰপৰা আমি দেখি, তেওঁৰ এই টকাৰ এতিয়াই দৰকাৰ হব।”

লিখকৰ এহে বৈ প্ৰভুৰপৰা পোৱা মনৰ এনে নৈয়। মাহে মাহে বিস্ময় অভ্যন্তৰ পৰিলে প্ৰভুৰে সহায় নকৰাকৈ নাখাৰিছিল। প্ৰভুৰ সহায়ত কেবাহানে শিৱ চাহৰ প্ৰতি দনী হৈ এতিয়া শিল্পিকৰ মাগিছে। বাণবিন্দতে ৩৮বছৰে গোৱায়ী এগৰাকী আদৰ্শ আৰু ভক্তিৰ উপলুক শুক আছিল, আৰু দক্ষিণপাট আৰু থাকে মানে তেখেতৰ নাম অলি থাকিব।

ধৰ্মত্বেৰে চলিছা

৩৭দ্বাৰতী দেৱী ফুকননী আৰু তেখেতৰ এটি প্ৰবন্ধ।

অসম দেশৰ পৰম পৌৰৱৰ স্বপ্ন, প্ৰান্তঃস্বৰ্গীৰ গানন্দ্যমান ফুকনৰ উত্তৰত আৰু পুৰ্বিভাৰত বাহুগুৰু ইনৰ দৰে গুৱাহাটী জাহাৰী ৩৭বছৰী দেৱীৰ গৰ্ভত পৰাৱতী দেৱীৰ জন্ম হয়। এট মাহীয়া দেৱীৰ ভনীয়েক হৰত্ৰয়ী দেৱীয়েই আমাৰ আন এখন পৌৰৱৰ বুলি আমাৰ প্ৰান্তঃস্বৰ্গীৰ অসম সন্ধান ৩৭পাৰ্ভিভ্যাম বৰকা ডাঙৰীয়াৰ লগে দৰী আছিল। এনে মাক-বাপৰে তত্ত্বাৰ্থানত প্ৰায়মী দেৱীয়েই দক্ষ বয়সৰে পৰা সংশ্লিষ্টক পাই মন মৰি আৰু বহু কৰিবলৈ নৈয় বহিবা পাৰিছিল।

পদ্মাৱতী দেৱী খোৰফাটৰ ৰুঙ্গেনৰ ঘৰ ৩৭শশবৰ ডেকা ফুকনৰ পুতেক ৩৮নদীয়াৰ ফুকন ডাঙৰীয়াটো পৰিছিল। ৩৮নদীয়াৰ ফুকন ডাঙৰীয়া হৰশিকিত, সুখাল আৰু গুণ মনৰ মাহুৰ আছিল। তেখেতে নদীয়াৰ কাছাৰিত, সেই কাষৰ এটি ডাঙৰ কাম কৰিছিল আৰু নদীয়াত থাকি তাতে তেখেতৰ মৃত্যু হয়। তেখেতৰ স্ত্ৰীৰ পাচত, পদ্মাৱতী ফুকননী সাধাৰণৰা গুৱাহাটীলৈ উঠিব পাচত, পদ্মাৱতী ফুকননী সাধাৰণৰা গুৱাহাটীলৈ উঠিব আৰু গুৱাহাটীতে যোৱা পুণ মাহত বৃদ্ধা বয়সত তেখেতৰ মৃত্যু হয়।

পদ্মাবতী সুকননী সেবিবল সভাস্থানী মাহুৰ আছিল। তেখেত দেখিবলৈ যেনে কননী, কথা বাগী, স্বভাৱ-চৰিত্ৰ আৰু চান-সুন্দৰতা তেনে গৰাৰ প্ৰকৃতিৰ আছিল। কোনো কাহ্নে নোহোৱা মাহুৰেও, তেখেতক দেখিলেই বা তেখেতে সৈতে হ-আলাৰ কথা পাতিসেই, তেখেতক ডাঙৰ জীয়াৰী আৰু ডাঙৰ বৈনী বুলি চিনিব পাৰি-ছিল। বোহা-কাটা, বন্ধা-কাটা, খব চণোহা, হাতিপি স্নেহাৰ স্বৰূপে আদি কৰি, আমাৰ দেশৰ গুণ থামৰ ত্ৰিভোতাৰ গাত থাকিব লগীয়া সকলো সন্তুৰণেই তেখে-তৰ গাত স্বৰূপৰূপে প্ৰকাশ পাইছিল। এই প্ৰবন্ধ লিখকৰ তেখেতৰ লগত অলপ লগা-ভাগা আছিল আৰু সেই সুহেই তেওঁ তেখেতক বাৰিফল সেয়া আছিল আৰু তেখেতৰ লগত তেওঁৰ বন্ধন এখন চিঠি পাও নিয়া-লিখিত হৈছিল। এই অলপীয়া দেখা-ভনা আৰু নিয়া-লিখিত, লিখকৰ মনত তেখেতৰ প্ৰতি প্ৰয়াত কৰি আৰু অগাৰ শ্ৰদ্ধা জন্মাবলৈ তেখেত সম্মত হৈছিল।

পদ্মাবতী দেৱীৰ গাত পুৰণি কালৰ ত্ৰিভোতাৰ আৰু বৰ্দ্ধমান পুৰৰ ত্ৰিভোতাৰ সকলো সন্তুৰণ একেলগে বিকাশ কৰিছিল। তেখেতৰ এলাৰে যেনেকৈ ঈশ্বৰত বিশ্বাস, ধৰ্মত মতি, সকলোবোৰক বন্দন-ভেনেহ আৰু সকলো কাৰ্যত পাৰ্শ্ববৰ্তীতা আছিল, ইকলমেও তেনেকৈয়ে সম্ভাৱলৈ আগবঢ়, উন্নততাৰ দাউতি, নতুন কথাবোৰ কৌতুহল আৰু সকলো কথাত সমাজত হুৰ্কাট আছিল। সেই বাবে, তেখেতক আমাৰ সমাজৰ পুৰণি কালৰ আৰু বৰ্দ্ধমান কালৰ ত্ৰিভোতাৰ আদৰ্শ-সমিলন স্থান বুলিব পাৰে।

অসমীয়া সাহিত্যলৈ, সেই পুৰণি কালৰেপৰা পদ্মা-বতী দেৱীৰ প্ৰাণ অহৰূপে আছে। তেখেতে বহুকাল পুৰেই এখন অসমীয়া কিতাপ লিখি প্ৰকাশ কৰিছিল। সেই কিতাপখনৰ নামটো সম্প্ৰতি লিখকৰ মনত নাই। সিৰাৰ নগাৰীত বহা পাৰ্হিত্য সমিলনলৈ তেখেতে তেজপতৰ স্বৰ্গীয় পিতৃবেৰৰ উদ্দেশ্যে এখনি ভক্তি আৰু ভাবপূৰ্ণ বচনা লিখি পঠাইছিল আৰু তাক ক্ৰীতুত স্বৰ্গীয়োৰ ভূকলমেৰে পৰিচালন আগত পঠাইছিল। তাৰ বাৰি-বেৰে সাহিত্য সমিলনলৈ তেখেতে "সমাজত ত্ৰিভোতাৰ স্থান" বুলি আৰু এটি প্ৰবন্ধ পঠাইছিল।

এনে পৰাকী গুণবতী আদৰ্শ মহিলাৰ মুহূৰ্ত্ত অসাম-সমাজৰ বহুত কতি হৈছে। পদ্মাবতী সুকননীৰ স্ৰে-কীৰ্তন অসামৰ অস্তিত্ব গণ। অগদীশ্বৰে তেখেতৰ আৰাধ-অপাৰ শাস্তি দিয়ক।

তেখেতৰ "সমাজত ত্ৰিভোতাৰ স্থান" বোলা প্ৰবন্ধটো পাঠকলগৰ অস্বপ্নিতৰ কাহ্নে আমি তলত লি-খিছোঁ:—

সমাজত ত্ৰিভোতাৰ স্থান।

আসাম সমিগনি সভাপত্ৰা "সমাজত ত্ৰিভোতা-স্থান" এৰ কথাটো বৈ এটি প্ৰবন্ধ লিখিব-কোৱাত, যথোচিত হ-আৰ্থবিধান কৰা বিবিধলৈ বহু-কটা হল।

আমাৰ মনোৰে পুৰা কালৰ আৰ্যবলকৈ নিত-কাৰ্য কৰি সমাজত মহাজনন-কৰণোৱা যেনেকৈ আম-সম্মান পাই যি শ্ৰেণীত শোভা পাইছিল, এতিয়াৰে আ-আদৰ্শকৈ ধৰি গোৱাই শ্ৰেণী। ত্ৰিভোতা গুণবতী মৰ্মলগ্নকৈ পৰাৱনী। ত্ৰিভোতাৰ স্বৰূপতা অশেষলৈ আমাৰ আনন্দকৰণৰা আৰ, তেনেহে, যেনে পাত্ৰেৰে গৰ হাৰিয়াৰ, আৰু তাকে পালেই আমাৰ যোৱা-বাহে। কিন্তু সেই বুলিয়েই আমি আমাৰ গুণ, বি-তেজ, কৰ্মতা, এইবিলাক প্ৰকাশি দেখুৱাব নোৱাৰিলে, সেই আমৰ সম্মান পাত্ৰলৈ আগত কৰিব নাপাওঁ। জাৰি আৰাৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰক পঢ়ি-পিঢ়ি সন্বেধান কৰি উ-ভাৱ, উচ্চ ধাৰা, তেজ, কৰ্মতা দেখুৱাব পৰা হ'ব বাগিৰে; আমাৰপৰা আম সকলোৰে উপকাৰ সিদ্ধিৰ বাগিৰে; হে-আমি আৰ, সম্মান পাবৰ আৰু উচ্চ হ'বো যোগে হ'ব পাৰোঁক।

স্ত্ৰী মাহুৰে মাতৃপৰূপা মহামায়া শক্তিৰ কথা। সেই শক্তিৰ প্ৰভাৱতে জগতখন বাহু ৰাৰি উঠি আছে। শক্তি নহলে কোনো কৰ্মই নহে, নহেই গুণে পাল্গী-জীৱনৰ প্ৰধান সঘল বুলি ধৰি ল'ব লাগে। ত্ৰিভোতা জীৱনৰ প্ৰধান কাৰ্য্য; এ সাধনা হৈছে সম্মান উপাৰ্ণ কৰা। সেইটো, ভাবি চালে, স্বভাৱাৰিক আৰু বৰ হুগেৰ গাৰী ত্ৰিভোতাৰ পৰাইছে সিদ্ধি হ'ব পাৰে। সেই ক্ৰী-দন সম্মানবিলাক, শিলা-ল-কুৰুৰ দৰে নোহোৱাওঁ

বলি-শক্তি, দি, ভাঙ্গ, কৰি ল'ব শৰীত বিহৰ হ'ব পৰা কৰিব পাৰে, তেখেত সাননা সিদ্ধি হ'ব পাৰে। ত্ৰিভোতাৰ পুৰী পুৰীভাত জীৱৰ সংসাৰ বুদ্ধি হ'ল। মজ মাতৃৰ শিকাত বুদ্ধি নহ'ব উল্লেল কৰিব পাৰে। একোজন মহাপুৰুষ-শ্ৰেণী উল্লেল কৰে, আৰু কোনো কোনো জন ৰজা হৈ, বাননীয়েৰ আৰু স্থানগনোৰে বাৰা; আৰু প্ৰজাক ভা-গেৰ অৱশ্যন কৰি ধৰ্ম প্ৰচাৰে হাৰাই শেণেক পঢ়িম হ'বিব পৰা শক্তি ধৰে। মাতৃৰ পৰাই কম, কৰ্ম আৰু শিকা, সেইগুণে মাতৃ শ্ৰেণী আৰু নমতা। *সম্মানৰ কাৰণেই মাতৃৰ প্ৰয়োজৰ বুলি মহাপুৰুষে উ-বৈছে। ভাণাৰ পাগো-ভাৰু অশ পৰাছে। কিয়নো, ভাৰ্যা পোহাৰ পৰা(ক)। জাগীৰী, আৰু নহে যত আৰু আৰ কৰি, পোহা বজ যোগান ধৰি স্বামীৰ শৰীৰ পুষ্টি সাধন কৰাৰ। সন্দে কথাত ত্ৰিভোতাৰ শ্ৰেণীত বৰ্তিব পাৰে। তাৰ পটভূমি, এইবিলাক:— যোগিবোৰে মহাশেৰে কাৰী পুৰী নিৰ্ধাৰ কৰি মহা-মাতৃক অধৰণীৰূপে স্থাপি নিজে অৱতিকা কৰি হাই ত্ৰিভোতাৰ শ্ৰেণীত দেখুৱাই দিছে আৰু বৈধুৰ্ত্তনাথ লজী-পত্ৰয়ে ভাণ্যাক ধনয়ত স্বাম দি উচ্চতা দেখুৱাই গৈছে। এনেকৈ পুৰাণ, ভাৰততো আৰ্যা আৰ্যগণকো মতি-শক্তিৰ অনেক দুঃপৰ আৰু, তাক সকলোৰে জানে। পুৰুষকৈ ত্ৰিভোতাৰ বুদ্ধিও তেওঁক এই কথাও লিখা-মাছো। সন্দৰ্শণৰা মৰ্ম শক্তি হলে আৰু গুণিবলগলক মাছো। ভাটয়া হলে, ত্ৰিভোতাৰ অসীম উন্নতি হ'ব পাৰে আৰু ত্ৰিভোতা উচ্চ স্থানে আৰু মাতৃ মাতৃৰ যোগা হ'ব পাৰে। জেইয়া সমাজ উপাৰু স্থানো পাব পাৰে; তাৰ প্ৰমাণ, পুৰী

সভাৰ বৰীকী সেইয়ে নিহৰ পৰিহে স্বভাৱৰ গুণত বৰ্তিব ল'ব কৰি স্বামীৰ আশ্বস পুষ্টিলৈ সভাবানক পীঠলৈ, শৰু-বৰ ৰাছা পুষ্টি হলে আৰু অধ শিকাকৰো চু-ভিক্সা মাৰি লগে। তেওঁ এক প্ৰকাৰ মাতৃৰে কাৰ্য্য কৰিলে। সৌপদীয়েৰে ভক্তি মৰ্য্যৰ প্ৰমাণ দেখুৱাই সমাজত তৰিক আৰ্যাদি পৰু স্বামীৰ আৰু গুৰুচৰ-সকল, সভাসমলগণৰা, বিদেগ নিহৰ, লগা, সম্মান বক-কৰিলে। আৰু সেই সৌপদীয়েই গুৰু পঢ়ে যেইয়া তেওঁৰ পক্ষ পুৰক ব'ব কৰিলে, অৰ্ছন পুৰাশোকত

পৰিহৰ বৈ পুত্ৰহত্যক ব'ব কৰিবৰ মনোৰে সৌপদীৰ ওচৰলৈ আৰ্হি অনাত, তেওঁ পুৰাশোকক ভুঙ্ক মানি ক্ষমা গুণৰ হাৰাই মনৰ বিচাৰত জাগৰ অৰনা জানি আৰু গুৰু মাতৃয়েও ব'ব শোক পাব বুলি পুত্ৰহত্যাক বৰিব নিৰি মুৰা কৰিও কাটি স্বামীৰ প্ৰতিজ্ঞা বাধিবলৈ কাৰুচী কৰি অস্বাভাৱ প্ৰতি মাতৃভাৰ বহিলে। কাছাৰী দেৱীয়ে বিৱাহে মুৰুৰুত পৰা। স্বামীৰ সমাজোপনী হ'বৰ মনোৰে চুত্ৰ ডাঠকৈ কাপোৰ বান্ধি কৰাৰ ধৰে হে জানি কয় কৰিলে; এণ নহা হ'ল তথাপি পুত্ৰ মুণ দৰ্শনৰ আকাজ্ঞা নহ'বি শ্ৰেণীকো বাধ বেগি নাচালে; যি ল'বাব মুণ চাবলৈ মাক বাতুল, তেনে দৰাক চাই প্ৰতিজ্ঞা ভুৰ কৰিলে। দুঃ পদ্মাবতী, স্বামীৰ ধাৰ্ম্য মধ্যখিট। মিহৰ আৰু পনাই সমানে ৰাঙ্গলী বিজা শিকিছিল। পিচে পনাই মিহৰটক বেচি মন্য হৈ বুদ্ধিৰ প্ৰপৰতা দেখুৱালে। এনে দুঃপৰ আৰু বহুত আছে। অভিব্যকলগলে নিঃশিনা ত্ৰিভোতাৰ চিত্ত চহুৰে চাই, সকলোৰা প্ৰাণাধীকুণে মজ শিকা দি মৰাৰপৰা জীয়ালে, অসীম উপকাৰ হ'ব পাৰে। আয়তকলেও পুৰ্ণৰ আৰ্হি-সকলগে মনত পেলাই যত কৰি, শিকাত মন দি সমস্তগু-ল্গতা হৈ সকলোৰে প্ৰীতিসাধন কৰি, সমনসিতা শক্তি ধাৰিব শাক্তমতী হৈ, মাতৃ মাতৃৰ দৰ্শন কৰিব পৰা হলেই, উচ্চ ধাৰাৰ যোগা পাত্ৰ হ'ব পাৰিব। আমি আমাৰ চৰিত্ৰ, গুণ, তেজপৰা সৰ্গৰনৰ উপকাৰিতা দৰ্শন পৰা হলে অৰুণে সমাজত উচ্চাধন লাভ কৰি মাতৃপূজা পাই পীঠক সাৰ্থক কৰিব পাৰোহাঁক।

পুৰা কালত ত্ৰিভোতাৰ মনুস্ত বিৱাহে শিকোৱা বীতি থকা সত্ত্বে হৈছে। সেই বিয়া গুৰুক্ষৰী, কিয়নো, সেই বিয়া স্বৰূষতী ইজা দেৱীৰ মুগ্ধপৰা ৰাজু হোৱা। সেই বিৱাহেই ত্ৰিভোতাক জান, বুদ্ধি প্ৰদানি ধৰ্ম্মপথ চিনাই দিব পাৰে। এতিয়া যেনে আমাৰ পক্ষে যোগ পোৱা যেন হোৱাতকৈ আমি একে বেধিয়েই হেৰোত পাৰোহাঁক। এই কাৰণেও ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰলৈ ৬০বাৰাই স্বৰূষীয়ে মনুস্ত পঢ়ি বিৱাত পাগতা হৈ শ্ৰীমন্ত ভাৰতবৰ কিছু আয়াৰ কৰ্ত্তৰ কৰি, আসামে লতে গুণ প্ৰকাশি মুকলি বৃতীয়া ভাবে লিখ-সাকি মনুস্ত বিজা

দিকার গৌরব সেবুর্গাই সমাজত আবেগ সমান গতি উচ্চ স্থান অধিকার করি গৈছে আৰু ভাৰতবৰ্ষতে এখন অন্যথা ত্ৰিভাৰতৰ আশ্ৰম স্থাপন কৰি, স্বৰ্গাধীশ্বৰকণৰ উপকৰণ মাৰি গৈছে। সংস্কৃত বিজ্ঞাৰে জ্ঞানকবী, তাৰ কোনো সন্দেহ নাই।

নবা সম্ভাৰণত স্বী পুৰুষকণৰ এইবিলাক পুৰনি কনীয়া কৰাৰে মনোবৰণ নহওব পাৰে; তেখেতসকলে নষ্টক গমি চালে বুলিব পাৰিব, আগৰ দিনৰ আৰ্য্য, আইনকণৰ দৰে শক্তিমতা, কনকতা চলাব আৰু সেই কনকতাৰ স্তম্ভক বৰ্ণন পৰা ত্ৰিভাৰতা আজি কালি নাই। মই বিজ্ঞা-বুদ্ধিদীনা প্ৰায় ৮- বছৰীয়া যোগা দিনৰ বৃত্তী। মোৰ মনত হলে পুৰাতনৰ কথা, আৰ্য্য আইনকণৰ চৰিত্ৰ সোৱাদ মাগে আৰু তেওঁলোকৰ ভাৰ-পাতি উচ্চ বেন পাঠ। সেইসকলৰ অধকণ বৰি দাব পাৰিলে থাক

জ্ঞানকবী সংস্কৃত বিজ্ঞা ভাণ্ডক শিক্ষা কৰিব পাৰিব আৰি সমাজত আকৌ উচ্চ স্থান পামইক, এনে আশা কৰোঁ। বিজ্ঞাৰতী ত্ৰিভাৰতাৰ গৌৰব বাচে আৰু উচ্চ স্থান লাভ হয়।

সভাপৰাৰা অধুৰুগীত পৰ এগনি পাঠী তাৰ উপাৰ্য্য প্ৰবন্ধকটোকে ইমান দিনে পঠাব পৰা নাই। কৰে বোণৰ পাঠিত পৰি আছে। এতিয়াও পাব বৰ অধি হৈছে আবেগ। কোনো কলে এই কেশাৰীকে নিদি পঠাই আৰে পালন কৰা হ'ল। লিখা অতি যত্ন হৈছে। মনোনীত হ'য় যদি, নিৰ্ভঞ্জন কমা কৰি দ্বায় লিখাব পাৰিব। নহলে, পাঠ নকৰিবও পাৰিব।

ইতি-
সিনীয়া
শ্ৰীপদ্মাতী দেৱী কুবননী
তথাগাৰী।

১৯৩০ চন, ১ অহিন।

৩ সুখালতা ছৰবা।

আমাৰ পৰম শ্ৰদ্ধাভাৱন শ্ৰীশ্ৰুত বনাকান্ত বৰকাকতী ডাক্তৰীয়া বিদ্বানী কন্যা অস্থানিতা ছৰবাৰ যোগা ৫ মে তাৰিখে অক্ষয় মুহূৰ্ত্তৰ কণা আমাৰ পাঠক পঠীকাসকলে আগুয়েই জনিছে। আমাৰ যোগা সংখ্যা ওলোৱাৰ ২৪ দিনৰ আগতে, কিন্তু ছপা হৈ যোৱাৰ পাচত, এই শোকৰ ঘটনা উল্লেখ; সেই সেই, যোগা সংখ্যাত আমি ইয়াৰ স্মৃতি কৰিব নোৱাৰিলোঁ।

সুখালতা ছৰবা অসমীয়াৰ গৌৰৱৰ স্থল আছিল। অসমীয়া মহিলাৰ ভিতৰত এৰেতেই প্ৰথমতে বিশ্ব-বিদ্যালয়ৰ উপাধি পাইছিল। এখেত দীৰ্ঘ জীৱন লাভ কৰি, বহুকাঠলে অসমীয়া মহিলাক আদৰ্শ দেবুৰাই, সাহিত্যৰ উন্নতি সাধন কৰি থাকিব বুলি আমি পৰম আশা কৰিছিলোঁ। ৪৩শীৰখে তাৰ বিপৰীত বাৰুতা কবিলে। আচল কাৰ্য্যক্ষেত্ৰত কৰি দিবলৈ নৌপাৰ্জতই, কুমলীয়া বয়সতে তেওঁ আমাৰ সকলো আশা নিৰ্মূল

কৰি, আমাক কন্মুগট উচি গ'ল।

সুখালতাই বি, এ, আৰু বি, টি, পৰীক্ষাত উৰ্ত্তীণ হৈ প্ৰথমতে কলিকতাৰ বেথুন কলেজত কামত সোমাইছিল। সেই কামত থাকোঁতেই ১৯২০ চনত অতি কঠিনৰে সৈতে তেওঁ সংস্কৃত এম, এ, পৰীক্ষা পাচ কৰে। এই পৰীক্ষা পাচ কৰোঁতে তেওঁ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ প্ৰথম স্থান অধিকৰ কৰিছিল। এই কঠিনৰ বাবে তেওঁ কেবাজন সোণৰ আৰু ৰূপৰ পদক পাইছিল। এম, এ, পাচ কৰাৰ পাচত, আৰ্জি ৮ বছৰৰ পূৰ্বে, এলাহাবাদ Crosswaite Girls' University স্কুলত তেওঁ শিক্ষয়িত্ৰী কামত সোমাই, পানিন্দিতাৰ গুণত উন্নতি লাভ কৰি, শেষৰ তিনি বছৰ অতি অস্থায়ীৰে সেই স্থানত তেওঁৰ ভনীয়েক শ্ৰীমতী সুখলতা আইনসেৱা সেই স্থানত শিক্ষয়িত্ৰী আছিল; আৰু হুতা একে লগে থাকি একে

শ্ৰীত কাম কৰি, নিৰ্ভৰ সত্ৰৰ আৰু কাৰ্য্যকুণ্ডপতাৰ কৰ্তৃপক্ষ, শিক্ষয়িত্ৰী, ছাত্ৰ, সকলোৰে তেওঁ অতিশয় প্ৰিয়পাত্ৰ আছিল। তেওঁৰ অকাল মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ

কৰি, অকল অসম দেশেৰে নোহো, ভাৰতবৰ্ষৰ আন আন প্ৰদেশপৰ্য্যও অনেক শ্ৰীশ্ৰুত বৰকাকতী ডাক্তৰীয়াগৈ চিঠি লিখিছে। এনেজন গুণী, শোকপ্ৰিয় আৰু বিদ্বানী মহিলাৰ অকাল মৃত্যু অসমীয়া সমাজৰ পক্ষে মহৎ দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয়। এওঁৰ মৃত্যুত অসমীয়া সমাজৰ নষ্টক হানি হ'ল। আমি ইয়াৰ চৰণত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ, তেওঁৰ আত্মাৰ যেন সুস্থতি হয়।

বৰকাকতী ডাক্তৰীয়াৰ প্ৰবোৰ দিবলৈ আমি কোনো কথা বিচাৰি নোপাওঁ। তেখেত সুস্থিৰ; ইয়াৰ বিধান শিৰপাতি গোৱাৰ বাহিৰে নহুৱৰ আন কোনো উপায় নাই; আৰু এই চৰ্কাৰীৰ বাবে, তেখেতৰ লগতে তেখেতৰ সকলো শেখৰসীয়ে মৰ্ছাৰিক বেজাৰ পাইছে—ইয়াক ভাবি যেন তেখেত অলপ সাফল্য লাভ কৰে। তেখেতক আৰু তেখেতৰ পৰিবাৰৰ সকলোকে আমি আমাৰ আন্তৰিক সমবেদনা জনাইছোঁ।

৩ পৰশুৰাম খাণ্ডন।

যোগা ২২ জুন তাৰিখে, ত্ৰুৰুবাৰ দিনৰ ১১ বাজাত আমাৰ শ্ৰদ্ধাভাৱন ডিব্ৰুগড়ৰ ৰায় বাহাদুৰ পৰশুৰাম গাৰু ডাক্তৰীয়া কুলক বুলি জনি আমি বৰ বেজাৰ পাইছোঁ। তেখেত আমাৰ পুৰণি শ্ৰেণীৰ শিক্ষিত মহাশু ৰাছিল আৰু সেই শ্ৰেণীৰ প্ৰায় সকলোবিলাক মহাশুৰ নষ্টে সুশিক্ষিত, কাৰ্য্যকুণ্ডল আৰু কৰ্তব্য পালনত পৰিণাটী পুৰুষ আছিল। তেখেতৰ কৰ্তব্য পালনৰ আদৰ্শ ৰূপ আছিল; সেই বাবেই কোনো ক্ৰীত নবকটোকে নিৰ্ভৰ কৰ্মা কৰিবলৈ তেখেত সদায় বেছে-কেছে কৰিছিল। চৰকাৰী সৰু বিষয়ৰপৰা জন্মৰ উন্নতি লাভ কৰি গৈ, শেষত আসাম প্ৰভিন্সিয়েল্, ডিভিল্, গিভিল্ উৰ্ত্তী, অতি স্বকলতাৰে সৈতে চৰকাৰী কাম

পাইছিল আৰু চৰকাৰৰ দৰবপৰাও "বায় ৱাৰ্ডাৰ" উপাধিৰে সন্মানিত হৈছিল। সেইকালত এই উপাধিৰে মোগ আৰু সম্মান আজিকালিকৈ বহুত সৰু আছিল। খাওল ডাক্তৰীয়া অতিশয় বন্ধা নিৰ্ভয়ৰ আছিল; আৰু ই তেখেতৰ চৰিত্ৰৰ এটা মাইটক লক্ষ্য কৰিব লগীয়া বিশেষত্ব। যোগা, শোৰা, সুৰ-চৰকা, পতা-জনা সকলোৰে তেখেতে নিৰ্দিষ্ট সময় আৰু জোপ বান্ধি গৈছিল আৰু কেতিয়াও তাৰ এচুণিমানবোৰে-কেৰ, নকৰিছিল। মৃত্যুৰ সময়ত তেখেতৰ বয়স ৭২ বছৰ হৈছিল। আজিকালিৰ দিনত এই বয়স পোৱা যাৰে তাৰে ভাগ্যত নঘটে। এনে বন্ধা-জটা নিয়মে তেখেতৰ আত্মা বচাত নষ্টক সাৰ্ভা কৰিছিল বুলি অস্থান হয়। তেখেতৰ আৰু এটা প্ৰধান গুণ আছিল যে

বিপদে তেখেতক বিচলিত কবির নোরাবিছিল। তেখেতে যন্ত্রবিসাক ডাঙর ডাঙর শোক পাইছিল, এশ-পেচা মাহুংক সেইবিলাকে তেনেই অকপ্তত কবিলে-য়েহেন; তেখেত কিন্তু সেইসকলে কেতিয়াও বিচলিত হোয়া নাছিল। তেখেতব দৈর্ঘ্য প্রশংসা কবাব উত্তরত এহিন তেখেতে এই লিখকক কৈছিল—“ বাপা, যোব ট্রেট জোল এডাল নহয়, কেবাভাঙ্গো; তাকু কোনো কোনোভাল ভিগিছে, কিন্তু বাকী থকা কেভালে কেউভালবপবা সনানে আছবি যোক পনানকৈ বৈছে। ”

আজি চুই তিনি বছরবপবা বাগুন ডাঙরীয়াব দ্বায়া তরু বৈ আবিছিল। তার পূর্বে “টাইম্ অফ আসাম” কাকতত, সেই সময় বহুত বাস্তবনৈতিক কথাত তেখেতে নিম্নর মতামত প্রকাশ কবিছিল। সেই লিখা-বিসাকবপবা তেখেতব, গভীর বিবেচনা, সাক্ষ্য যুক্তি আক হুচিত্তত মতব চিনাকি পোবা যায়।

সাহিত্যিক যৎকিঞ্চয় ।

যোৱা ২য় সংখ্যা “আসাম সাহিত্য-সভা পত্রিকা”ত ‘ভাষাব বিস্তৃত্য’ নামেৰে সাক্ষ্য প্রবন্ধ এটি পঢ়ি বব হুৱী হলে। ‘আশা কৰো’ অকল ভাষাব বিস্তৃত্য সম্বন্ধে আলোচনা নকৰি, বৈৰ্-বিজ্ঞাস আদিব সম্পৰ্কেও আলোচনা কৰা হয়। কাবণ, এনে বিধৰ আলোচনা আসাম সাহিত্যব মঙ্গলজনক। আসাম লিখকসকলে ভাষিব পাৰে বৈ, যেনে-ময়ে এলোপা লিখিব পাৰিলেই হয়, বৰ্ণগুচি আৰু বৈয়াকৰণ দোষৰ কাণে চহু দিয়াব আৰু-ক কি ? শব্দাঙ্গদ বৈজয়কৰা ভাষবীয়ৰ ভাষাত কবলৈ গলে :—“এলাহু-কমীয়া, তপস-চিকটীয়া, ফটা আৰু অপেশ তপলি-মৰা চুৰিয়া পিঞ্জি সেনেকৈ ভাগ মগ্ধ বোলাই সমাজত ওগোৱাটো হাঁহিয়াতৰ কথা, বৰ্ণগুচি কেমেবে ভমকা-ফুলীয়া বচনা লিখি বাহিৰলৈ উলিওৱাটোও সেইসবে দোষৰ কথা। কোনো ইংৰাজে

পুৰণি নিয়মেৰে শিক্ষা পোৱা বাবে, ৬৭বৰ্ষমান বাওন লিখা-পঢ়াত বৰ পাঠকত আছিল। তেখেতৰ হৃদয় ইংৰাজী লিখা দেখিলে, মনশাপি নোৱাৰি। সেই কালম লিখাৰ প্ৰথাই বেলেগ আছিল। বোধ কৰো, সেই কাৰণেই তেখেতব শাৰীৰ প্ৰায় সকলো শিক্তি মাহেৰ হৰাই, তেখেতে প্ৰায় সকলো সাহিত্যপূৰ্ণ কাহয় যোগ্যতাৰ চিন দেখুৱাব পাৰিছিল। মুঠতে, তেখেত অসমীয়া সমাজৰ এগৰাকী লেখত লৱ লগীয়া শ্ৰেষ্ঠ পুৰুষ। ৬৭বৰ্ষমান বাওন ডাঙৰীয়াৰ লগতে আমাৰ সেই শ্ৰেণীৰ অসমীয়া মাহুংক অন্ত পৰিল। তেখেতে উক্ত কবি বৈ যোৱা ঠাইডুখৰি তেখেতৰ ওপৰ বৃষ্টি ভাবেৰে পূব কবোতা মাহুংক সটকাই দিব বৃত্তি আমাৰ মনে নথবে। তেখেতৰ সূহ্যত অসম দেশ অপেশ ক্ষতি হ’ল। আমি তেখেতৰ আত্মৰ স্মৃতি কামনা কৰিছোঁ আৰু তেখেতৰ স্মরণ পৰিয়াললৈ আদৰ সহায়হুচি জনাইছোঁ।

ইংৰাজী ‘পেন্সি’ আৰু ‘গ্ৰামাৰ’ৰ নিয়ম নামানি ব নামানি ইংৰাজী লিখিবলৈ গলে যেনেকৈ সি অসম, অসমীয়া ব্যাকৰণ আৰু বৰ্ণগুচি নামানি বা নাগনি কোনো অসমীয়াই অসমীয়া লিখিলেও সেইসবে সেই লিখা অন্তৰ হয়। ইংৰাজ হেলেই ইংৰাজী লিখি নোৱাৰি, অসমীয়া হলেই অসমীয়া লিখিব নোৱাৰি। (বাঁহী, ১ম বছৰ, ১০২ পিঠি।) কোনো কোনো অসমীয়া কাকতে কিছুমান শব্দৰ হুই বকলৈ বৰ্ণ-বিজ্ঞাস বৰি কোলাত ঠাই দিয়ে। তাৰ বাৰা বৰ্ণ-বিজ্ঞাসৰ বেমেজালি বাঢ়ে। যেনে :—বেচি, বেছি; পিচে, পিছে; পাচ, পাচে; পাচত, পাচত; পিচত, পিচত; চাহাব, ছাহাব; ইত্যাদি। কোনো কোনো ছুসীয়া কিতাপতো এই ধৰণব বৰ্ণ-বিজ্ঞাস থকা দেখা যায়। একেটা শ্ৰেণীৰ এন পাঠ্য কিতাপত হয়তো “বেচি” আৰু আন এখনত হয়তো

‘বেচি’ লিখিছে। শুবিতে এইসবে কেবোশ লাগিবলৈ নিয়া উচিত নহয়।

আজিকালি অসমীয়া ভাষাটো, কবলৈ গলে, শুবিহাল নোহোবা নাহব দৰে হৈছে। এইটো বৰ পৰিতাপৰ বিষয়। আমাৰ সাহিত্যিকসকল “গাইগোটা পেটে ভ’বান” নৈ একমুঠ হোৱা উচিত। আশান্তীয়া ভাৱে সাহিত্যৰ সেৱা কৰিব খুজিলে, এইসেবা স্বাৰ্থত্যাগ কৰিবই লাগিব। স্বকো-পৰ্যোজালি বৈ চলিলে জাতীয় সাহিত্যৰ যা অনিষ্ট হবহবে সন্দেহান। এতিয়াই যিখিনি আউল গাছিকে সেয়ে জাঁটিছে। “জোৰ পুৰি বৰলাব হাত দাগেহি।” সাহিত্যিকসকল, কাৰ্যাতংগৰ হকক।

অসমীয়া সাহিত্য-ক্ষেত্ৰত এবিধ চোৰব লগত প্ৰায়ে বেটা-বেটা হয়। এই বিধ চোৰব কোনো কোনোৰে মানব কিতাত আদি নিম্বৰ নামত প্ৰচাৰ কৰে আৰু কোনো কোনোৰে হয়তো আন ভাষাৰ কবিতা বা গুৰু প্ৰবন্ধৰ অসমীয়া ভাষনী কৰি “হেঁকাই টিগলিক” বায়। এই ব্ৰহ্ম-সঙ্গীতত আছে :—

“সঙ্গাৰ বাৰ মন কেড়ে লয়, জাগেনা যখন প্ৰাণ,
তখনো হে নাথ, প্ৰণমি তোমাৰ গাৰি হব তব গান।”
এন অসমীয়া কাকতত ‘প্ৰাৰ্থনা’ নামেৰে কবিতাত লগাইছে :—

“সম্বাৰে বেতিয়া মোৰ কাচি লয় মন,
নেজাপে বেতিয়া মোৰ প্ৰাণ,
চেতিয়াও যেন প্ৰভু কৰোব কৰি,
গাব পাৰু। তোমাবেই গান।”

এনে উদাহৰণৰ অভাৱ নাই। মিছাতে উজুত কৰাব স্কান কি ?

অসমীয়া ভাষাত আজিকালি কবিতাৰ (সৰহ ভাগেই verse হৈ পোমন নহয়) অভাৱ নাই। কিন্তু কোনো কোনো কবিতা-লিখকৰ সকলো শ্ৰম পও হোৱা দেখা যায়; ভাষাব লাগিতা আদি বহুত বাওক, হুই সমতত এনেকি বজিতা নাখাই বেভাই থাকে। হুই দিনৰ আগেৰে মাহেকীয়া কাকত এখনত প্ৰকাশিত কবিতা এগুট “ফুসি”ৰ লগত ‘খৰি’ক ধৰি-বাছি মিলাইছে। ‘খৰি’ৰ প্ৰতি “বাছিক লগত বি থাকিছে, শ্ৰীতিব লগত

‘ফুসি’ক লেছবে জাঁট জাঁট শ্ৰীতি-সম্ভাৰণ জনাই শীঘৰীয়া হবলৈ আশীৰ্বাদ এলোপোকা পিতা হৈছে। এনে ধৰণব কবিতাৰ নাটনি নাই। কিন্তু এই দৰে ‘কৰি’ নাম পাইলৈ বাৰ্ণ-চুটা নকৰি, গুৰুত নিম্বৰ মনৰ ভাব প্ৰকাশ কৰাই শ্ৰেয়ঃ।

আমাৰ কোনো কোনো লিখক ‘হ’ৰ সলনি ‘আজি-কালিও ‘হ’ ব্যৱহাৰ কৰি বচনত মলি গলে; যেনে, ‘গোৱালপাৰা’ৰ ঠাইত ‘গোৱালপাৰা’ আৰু ‘বোৰা, পোৰা’ৰ ঠাইত ‘গোৱা-শোৱা’ইত্যাদি। বঙ্গালী লিখক হুই এজনও এই ‘অসমীয়া ‘হ’ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আগ্ৰহ কৰা দেখা গৈছে। ১৯১৪ চনৰ “মজৰ্ণ বি’ডি’ট” নামেৰে এখন ইংৰাজী

আলোচনীত এজন নামজনৰ বঙ্গালী সাহিত্যিক লিখিছিল :—
“As regards the Andaman’s suggestion to adopt r for the diphthong ওয় in Bengali, I may say that I have been trying to do so, though I fear with little success. পাওগা যাওগা are really বায়া বায়া as in করা (কর+আ), বাওন য়াওন are বাখন বাখন as in করণ (কর+ণ), বাওগা যাওগা are shortened forms of বাইবা বাইবা with the middle ই lost. Hence the forms বাবাৰ বাবাৰ। These two forms বায়া বায়া have been mixed up and given rise to the form বাঙা। Whatever the reason may be, যাওগা is pronounced বাবা, or if one must avoid হ, যাওগা—ja—o—a is never যাওগা as is spelt. On my *Bangala Bhasa* Vol. I, I have repeatedly drawn attention to the anomaly of writing য for a short অ sound and spelling জলুয়া for জলুয়া (really জলরা). We are so accustomed to spell the words wrongly that it will not be an easy task to adopt their correct spelling. . . . (The Modern Review, Jan. 1914, p. 19.)

কিন্তু ‘হ’ৰ অৰ্থবা ব্যৱহাৰো আমাৰ লিখাত দেখা গৈছে; যেনে, ‘পাৰ্শ্বলী প্ৰসাধ’ৰ ঠাইত ‘পাৰিতপ্ৰসাধ’। এনে কিছুত কিতাকাৰ আধৰে বৰি-বৰি ‘আত্মক কি ? আৰি চিকিৎসা, উৎসাহ আদি কিতামান শব্দৰ প্ৰকৃত উচ্চাৰণ হেৰুৱাওঁবেই। ‘হুতব ওপৰতে দানহ’, এতিয়া আকৌ শ শ ব উচ্চাৰণে হেৰুৱাবলৈ ধৰিছে।

“নিঃসঙ্গাব”র উচ্চারণ আসাব মুখত “চিবঃগাব”র আক উচ্চারণর বাবে প্রায় সকলো অসমীয়াই ধায়। “নিঃসঙ্গাব” “চিবঃগাব” হোৱাটোৱেই তাৰ অসঙ্গ প্রমাণ। এইটো আমাৰ স্তম্ভ লক্ষণ নো? এনে বিস্তৰতায়

শ্ৰীমহানন্দ বৰুৱা।

চাৰ্, হৰিসিন্ধৰ প্ৰস্তাৱিত নতুন আইন।

ভাৰতীয় বাহুস্বাক্ষৰ সন্মত ডাক্তাৰ চাৰ্, হৰিসিংগোৰে তিনিখন নতুন আইনৰ প্ৰস্তাৱ কৰিছে। এই প্ৰস্তাৱিত আইনকেখন সমাজ সম্পৰ্কীয়। সেই দেখি, সামাজিক দিগ্ৰাৰে, তাৰ বিষয়ে একেধাৰ ক’বৰ আমাৰ অধিকাৰ আছে।

প্ৰথম আইনখন হৈছে, সহৰাসৰ কাৰণে ছোৱাণীৰ বয়স নিৰ্দ্ধাৰণ বাবে। বৰ্ত্তমান চলিত আইন মতে, নিম্নৰ বিবাহিতা ত্ৰিবোতাৰ ১২ বছৰ আৰু নিম্নৰ বিবাহিতা নোহোৱা অল্প ত্ৰিবোতাৰ বয়স ১৪ বছৰ পূৰ্ নহলে, সেই ত্ৰিবোতাৰে সহৰাস কৰিব নোপায়, আৰু কৰিলে তাৰ বাবে পুৰুষে দণ্ড পাব লাগে। প্ৰস্তাৱিত আইনে, এই বিধৰে নিম্নৰ বিবাহিতা ত্ৰিবোতাৰ বয়স ১৪ বছৰলৈ আৰু অল্প ত্ৰিবোতাৰ বয়স ১৬ বছৰলৈ বঢ়াই দিব পৰিছে। আনখন মতে, এই প্ৰস্তাৱৰ বাৰাণ্ডিছাল বেনে বেৰিঙী আৰু আইনত পৰিণত হলে, ইয়াৰপৰা সন্মানৰ নষ্টে দৰুণ হয়। সেই বাবে আমি এই প্ৰস্তাৱিত আইনৰ সমৰ্থন কৰিছো।

দ্বিতীয় আইনখন হৈছে, হিন্দু জাতিৰ ভিতৰত, গিৰীয়েকৰ কুঁঠ ব্যাধি, পুৰুষৰ হানি আদি গোটাৱিয়েক বোৰ খটিলে, আশালাভৰ সাহায্যত বিয়া বাতিল কৰাবলৈ ঠেঙীয়েকেক ক্ষমতা দিবৰ কাৰণে। আমি ভালকৈ ভাবি চিন্তি চাই, এই আইন সমৰ্থন কৰিব নোৱাৰিলো। বিয়াৰ পূৰ্বেলৈয়া হেৰুনিলাক বোৰ থাকিলে বিয়া অসিদ্ধ হয় বুলি আমাৰ শাস্ত্ৰতে বিধান আছে, আৰু সি হোৱাও সম্পূৰ্ণ উচিত। কিন্তু বিয়াৰ পাচত তেনে কিবা সোণ খটিলে যদি বিয়া বাতিল কৰা যায়, তেন্তে তাৰপৰা সন্মানৰ হিতৰ পৰিবৰ্ত্তে দুৰ্য্যোৰ অধিত হয়।

এজন মাহুহ পৰা-জোংগী হোৱাৰ পাচত যদি কেচু কিবা সোণগ্ৰণ হয়, আৰু সেই বাবে যদি কেচুৱা মৰু ছোৱাণীয়ে সৈতে তেওঁক নিৰাশ্ৰয় কৰি এৰি থৈ তেওঁৰ ঠেঙীয়েকে বিয়া বাতিল কৰাই স্তম্ভি যায় তেনেহলে সমাজত কেনে বিশৃংখলা ঘটিব তাক সহজে অনুমান কৰিব পাৰি। তদুপৰি হিন্দুৰ বিয়া ক্ৰীয়েন বা মুহলমানৰ দৰে এটা কেবল চুক্তি নহয়। বিয়া শাৰ মতে বিয়া এটা ধৰ্ম-কাৰ্য আৰু ইয়াৰ বহু পূৰ্ণৰূপসেৱা লাগি আছে আৰু পৰমৰূপতৈকে গঢ়িব যায়। সেই বাবে, এই আইন হিন্দু জাতিৰ ধৰ্মবিক্ৰম হয়।

চাৰ্, হৰিসিন্ধৰ প্ৰস্তাৱিত তৃতীয়খন আইনৰ নাম হৈছে সে, ১৮৭২ চনৰ “পেপেটিলে, মেৰেল, এক্ট” বোলা আইনখন ক্ৰীয়েন, ইহুদী, হিন্দু, মুহলমান, পাৰ্চী বৌদ্ধ, চিণ, আৰু জৈনৰ ভিতৰতো চলিব লাগে। ১৮৭২ চনৰ আইন মতে, ওপৰত উল্লেখ কৰা কোৱে ধৰ্ম অন্তৰ্ধান নকৰা মাহুহে, কোনো সামাজিক প্ৰে-মতে বিয়া নকৰি কাছাৰি ঘৰত বেতৰুদী সৰ্ব কৰিব পাৰে। তেনে বিয়া, মৰা-কন্ডাৰ একে ধৰ্ম হওকৈ জাত নহলেও, হয় পৰাৰ আৰু আহুসক হও তাক বাতিলো কৰাব পাৰি। এতিয়া এই নিয়ম ওপৰৰ উল্লিখিত ধৰ্মধাৰ্মীসকলৰ ভিতৰতো চমৰ্ভে হোৱাটো বৰ সাংঘাতিক কথা। তেওঁলোক সকলোৰে নিজ নিজ ধৰ্মমতে বিয়াৰ একোটা ধৰা-বন্ধা প্ৰণ আছে আৰু সি সি জাতি বা ধৰ্মধাৰ্মীৰ ভিতৰত চলি হয় পাৰে তাৰো বন্ধা-ছটা নিয়ম আছে; যেনে, হিন্দু নিম্নৰ জাতিৰ ভিতৰত আৰু গোৱৰ বাহিৰত কি কৰাব লাগিব; মুহলমানে মুহলমান ধৰ্মমতে “পৰি-

পোলা কিতাপৰ ধৰ্ম অসংগন কৰা লোককেহে বিয়া কৰাব পাৰ, আৰু তাৰ বাহিৰে অস্ত ধৰ্মৰ মাহুহ বিয়া কৰিবলৈ হলে, বিয়াৰ পূৰ্বেই সেই মাহুহক মুহলমান কৰিব লাগে। এইবিলাক শ্ৰব আৰু নিয়ম বহুকলীয়া অস্তি-জ্ঞাৰ ওপৰত স্থাপিত আৰু ধৰ্মহীনীয়া। তাক উপজ্ঞা কৰিলে, সন্মানভুল বুলি গণ্য হবৰ অধিকাৰ নোবোকে দৰু সন্মানৰ বহিষ্কৃত হয় লাগে। সেইবাবে প্ৰস্তাৱিত আইন ধৰ্ম-বিক্ৰম আৰু ৰীতি-বিক্ৰম। তাৰ বাবেও, মত বিৰাটীয় আৰু ক্ৰিৰ ক্ৰিৰ মাহুহ সুবাই, ই পৰিবাৰৰ শাস্তি পূৰ কৰিব। প্ৰস্তাৱকৰ মতে, এই আইন চলিলে, বন্ধকা জীৱন অশুদ্ধক হয়। আনবা

মতেৰে, ই বন্ধকা জীৱন দুখ আৰু অশান্তিৰে পৰিপূৰ্ণ কৰি তেনেই অধৰা কৰিব আৰু বিবিধ বিশৃংখলা ঘটাই, সন্মান তেনেই ধান্-ধান্ বান্-বান্ কৰিব। ভাৰতীয় সন্মানৰ বৰ্ত্তমান অধৰাত প্ৰস্তাৱিত আইনে উপকাৰতৈক সহস্ৰভাৱে পৰ অধকাৰ কৰিব বুলি আমাৰ সম্প্ৰতি আশংকা হৈছে। সেইবাবে আমি ইয়াক কোনো মতেই সমৰ্থন কৰিব নোৱাৰো। সন্মানৰ আমি অস্তি-ধৰ পক্ষপাতী, কিন্তু সি সন্মানৰপৰা সন্মানৰ উপকাৰৰ সন্নি অধকাৰ হৰা প্ৰত্যাহান থাকে, তাৰ আমি দুৰ্য্যোৰ বিৰোধী।

সমালোচনা।

হিন্দীনাঅ-মহিন্দী—পাইকা আনবেৰে ক্ৰৌশপী—বোৰহাটৰ দৰ্পণ প্ৰেস্তত যলৰ ক্ৰৌশপীকে ছপোৱা ৪৮ পৃষ্ঠিৰ তুলি বিষয়ক কিতাপ; দ্বিতীয় নংৰাৰে শ্ৰীশ্ৰুত বৃন্দাৱনচন্দ্ৰ গোস্বামী বি, এল; নাম চাৰি জন। এই সৰু কিতাপখনি পুৰি আমি বিশেষ গাইছো। অসংখ্যে আশেআশামৰ বাবে জেলত পৰি, চিলট জেলত থাকোতে লিখকে এই কিতাপখনি লিখিছিল। ইয়াৰ ভাষা সৰল আৰু সহজ কিন্তু তাৰ পুৰুষ। হিন্দীনাঅ গোস্বাৰপৰা শ্বেহত কি উপকাৰ হটপৈ আৰু সন্মান হৰিনাম শৈ ৰঙাবোনে প্ৰয়োজন কি, লিখকে এই কিতাপত, তাক সকলোৰে বুজিব পৰাকৈ অতি সুন্দৰ-ৰূপে ব্যুৰ্ণি দিছে। লিখকে কিতাপত বিয়া উপহাৰ-পৰিণে বৰ বিতোপন হৈছে। ডাঙৰ ডাঙৰ কৰাৰ ভাষো বন্ধকা উপহাৰপৰে বুলাই বিয়াত, আশিকিত মাহুহৰ বন্ধতা ৰিঙাটেক পোৱাই পৰি। কিতাপখনি চাই যামো সৰু হোৱা নাই। এই কিতাপৰ বহু প্ৰস্তাৱ হৰ বুলি আমি আশা কৰিছো। লিখকে ইয়াতে সামৰনি দেখাৰি অমান্য আৰু কিতাপ প্ৰকাশ কৰা দেখিলে আমি বৰ স্বাৰ পাম।

ক্ৰৌশপী—বোৰহাটৰ দৰ্পণ প্ৰেস্তত যলৰ আখৰেৰে, যলৰ কাগৰত হুন্দৰকৈ ছপা। দ্বিতীয় নংৰাৰে শ্ৰীশ্ৰুত বৃন্দাৱনচন্দ্ৰ কটকী। কিতাপখনি গল্যত হাট; গায় ১০০ ছৰ জন। কটকীয়েৰে আমাৰ এগৰাকী আশংগে উঠি যথ্য নতুন লিখকে। সাহিত্য কেহত তেওঁৰ এয়ে প্ৰথম হুন্দুক। কিন্তু তেওঁৰ শিখাৰ ভগী দেখি, তেওঁপৰা আমি আশংগে বহুত আশা কৰিছো। তেওঁৰ লিখা সৰল আৰু শুণ, নিতাজ অসনীয়া; তাত এটা লাগিলা বেমিগৰণ পোতা যায়। আমি কামিৰ বহুত কিতাপত থকাৰ বৰে “ক্ৰৌশপী”ত পাঠিয়ে পাঠিয়ে বৰ্তিকিত কৰোমো নাই। এই কিতাপত সৰু লৰা-ছোৱাণীয়েক বুজিব পৰাকৈ সহজ ভাষাৰে আৰু পঢ়িবলৈ ভাল লাগাকৈ, ক্ৰৌশপীৰ গোটেই জীৱনৰ বি-বন আছে। সৰু লৰা-ছোৱাণীয়েক পঢ়িবলৈ দিবলৈ ই অতি বিতোপন কিতাপ হৈছে। এই লাগিলাকৰ আৰু বহুত কিতাপ প্ৰকাশ কৰিলে আমি বৰ সন্তোষ পাম। সকলোৰে ঘৰে ঘৰে লৰা-ছোৱাণীয়েক হাতত একোখন “ক্ৰৌশপী” দিয়ক।

গুণমালা—পঞ্চ দেহৰ বিখ্যাত গুণমালা পুথিৰ ইংৰাজী পদ্য ভাৱনী। লিখক, অসমীয়া সাহিত্য ক্ষেত্ৰত সুবিখ্যাত আমাৰ অৱাস্থকৰ্মী সাহিত্যিক, আসাম প্ৰভিন্সিয়েল, চিকিৎসা চিহ্নিত ব্ৰীডুং বেথুণৰ বাজখোৱা বি, এ ডাঙৰীয়া। ১০২ পৃষ্ঠাৰ কিতাপ; দাম টকা। লিখকৰ “নাম-খোমা”ৰ ইংৰাজী ভাৱনীৰ ন-ঠৈক চিনাকি দিব নোৱাৰে। তাৰ দৰেই, এই পুথিখনও ইংৰাজী ভাৱনৈ অৱিকলকৈ ভঙ্গা হৈছে। এক ভাষাৰ কবিতা ভাঙি আন ভাষাৰ কবিতালৈ নিয়া বৰ টান কাম। সেই বাবে, এই কিতাপ সিখোতে বাজখোৱা ডাঙৰীয়াৰ নথৈ পৰিশ্ৰম হৈছে। অসমীয়াৰ বাহিৰে আন সমাজত গুণমালাৰ সৌন্দৰ্য প্ৰচাৰ কৰিবৰ অভিপ্ৰায়েৰেই তেখেতে ইমান পৰিশ্ৰম কৰিব পাৰে। সেইবাবে এই কিতাপ গুৱাহাটীত আমি সন্তোষ পাইছোঁ। আৰু লিখকৰ উগ্ৰামৰ প্ৰশংসা কৰিছোঁ। আমাৰ সাহিত্যৰ ভাল ভাল পুথিবিশাৰক ভাঙনী আন ভাষাত প্ৰকাশ হয় মানে আমি ভাল পাওঁ।

লিখক দামোদৰ—বাজখোৱা ডাঙৰীয়া,

গুণমালাৰ দৰেই, বিপ্ৰ ৰামোদৰৰ চৰিত্ৰখনিও ইংৰাজীত পদ্যত অঙ্কুৰা কৰি প্ৰকাশ কৰিছে। ই অকল আঁ পাতৰ এখনি সৰু পুথি; দাম চাৰি জন। আঁ “গুণমালাৰ” বিষয়ে যি কৈছে, “বিপ্ৰ ৰামোদৰৰ” বিষয়েও আমাৰ সেয়ে মত; এই পুথিৰ বিষয়ে, তাৰ ওপৰে কবলৈ আৰু আমাৰ একো নাই।

মহাসতী জন্মমতী—ইও বাজখোৱা ডাঙৰীয়াৰ ১০ পিঠিৰ, গদ্যত লিখা এখনি সৰু অসমীয়া কিতাপ। শিবসাগৰৰ গুৱাসাগৰৰ পুখুৰীৰ পাচত পতা কয়মতী উৎসৰৰ উপলক্ষে ইয়াক লিখা হৈছিল। ইয়াকে তেখেতে ওপৰত কোৱা দুখন কিতাপৰ লগতে আমাঠৈ সমালোচনাৰ নিমিত্তে পঠাইছে। তেখেতৰ বহু অগ্ৰসিক সাহিত্যিক, কয়মতীৰ খটমাৰ নিচিনা এটি বন্ধ খটমা অতলঘন কৰি, তেখেতৰ বিশেষত্ব থকা বি ভাষাৰে ১০ পিঠিৰ সৰু কিতাপ এটি লিখিলে, সি বিতৰ্পন আৰু সকলোৰে পঢ়ি চাব লগীয়া হ’ব, তাৰ কাৰণে কোনো সকাম নাই। আমি এই সৰু কিতাপট পাই বৰ ভাল পাইছোঁ।

নতুন উপাধি।

আমাৰ মতী মাননীয় মৌলবী চৈতন্য চাহুৱা চাহাবে, এইবাৰ বৰাৰ জন্মদিনৰ উপলক্ষে, “নাইট” উপাধি পাইছে। এইবাবে আমি বৰ সন্তোষ পাইছোঁ। এই উপাধি, অসম দেশত এতিয়াইলৈকে কোনোও পোৱা নাছিল; প্ৰথমতে তেখেতেই পাই যুৰ ভাঙি দিছে। “অসমত যে “নাইট” উপাধি পাবৰে কোনো উপযুক্ত মানুহ নাই, ১০২ বছৰৰ সুচিৎ, শাসনৰ পাচত, আজি কোনো মতে আমাৰ দেশৰ এই মিছা দুৰ্গম গুচিছে।

মৌলবী চাহাব আমাৰ এগৰাকী কৃত্তবিদ্যা আৰু কাৰ্য-ক্ষম পুৰুষ; তেখেত এই লমানৰ উপযুক্ত পাত্ৰ আৰু ই তেখেতক কেনেই তুলি ধৰিছে। গৰ্ভমতেই তেখেতৰ প্ৰতি এই লমান বেধুখাই গোটেই অসম দেশক সমানিত কৰিছে। এই নতুন সন্মান বহু কাৰণে ভোগ কৰিব কাৰণে আমি চাব, চৈতন্য চাহাবৰ দীৰ্ঘ জীৱন কামনা কৰিছোঁ।

বিধিৰ বিটলৈ।

গুৰু পাঠিকাসকল,

পঢ়ি শুনি চাই, আপোনালোকৰ মনে ধৰিলে, মটি পুতিয়াৰ মনখিলে মপতিয়াব; তাত মোৰ মনুি হোৱা নাই। কিন্তু, মিছা কথা লিখিলো তুলি মোক পি নোপাবিব; তাত মোৰ পুৰা আপত্তি; যথেষ্ট মই নিশিৰলৈ যোৱাৰে, সঁচা কথাৰে লিখিব যি একো শপত ৰাই লোভা নাই আৰু গল্প লিখোতে কোনেও অকল সঁচাকে নিশিৰে। সেই দেখি, সকলোৰে বি মিছা লিখিব পাৰে, মোৰো মিছা লিখিবৰ সম্পূৰ্ণ অধিকাৰ আছে। তাৰ বাবে মোক গালি পাৰিবৰ লগে আপোনালোকৰ অৰুণো অধিকাৰ নাই। এতিয়া কহক :—

(১)

এঘৰ বৰ চৰকাৰী মানুহ আছিল। সিহঁতৰ কোনো লগৰে নাছিল আৰু বৰ হুংহুংৰ দিন পাইছিল। মটীয়ে-বাৰীয়ে, গৰুতে-মতে, বয়ে-বন্ধতে, লৰাই-ছোৱালীয়ে, হুকম-মত-বৰ অৱস্থা হোৱাত সিহঁতৰ ঘৰ তেনেই কন-বৰনৈ পৰিছিল। বাৰওটি কাল কাৰো সমানে নোহা। “বাৰিৰ একাল মনিচৰ একাল”। কালক্ৰমত, ইঘৰে ইছাত এই মানুহখৰকাৰ পৰিৱৰ্ত্তন ঘটিল। ধন-হৰু কেনিহা উৰি গ’ল, গৰু-মহৰ মৰি হাজি, হোৱাই বিয়াই অস্থূল হল। বেচি কিনি খাওঁতে, বাজিহঁত-হি যথেষ্ট মাটি-বাৰীখিনিও শেষ হল; চাই থাকোতেই মানুহখন নথৈ শুখীয়া হৈ পৰিল। অকল ইমানেই চোৱা হলেও কিছু কথা আছিল। কিন্তু সিহঁতৰ দুৰ্ব্বাহুৱা ইমানেত অস্থূল নপৰিল। অলপ দিনৰ ভিত্তৰতে সেই ল’পুৰণীয়া গোটেইঘৰ মানুহ মৰি হাজি উঠন হল; শেষত বাকী থাকিলো এটা ল’ৰা আৰু তাতকৈ সৰু এজনী ছোৱালী। এই পৰিৱৰ্ত্তনত, লৰাটোৰ ল’লৰাইলৈ বৰ বিৰাগ জন্মিল। সি কোনোমতে বুজি মানি, ছোৱালীজনী ভাঙৰ দীঘল কৰি এঘৰলৈ উলিয়াই দিলে আৰু তাৰ পাচত বৰাণী হৈ

ঘৰ এৰি গুচি গল; কিন্তু, মাজে মাজে আহি ভনীয়েকৰ ঘৰত ছদিন এদিন থাকি থৰ-বাতৰি শৈ থাকিবলৈ ধৰিলে।

(২)

ভনীয়েকৰ প্ৰথমটো ল’ৰা উপজিবৰ সময়ত বৰাণী আহি ওলাই। উপজিবৰ ছদিনৰ দিনা বাতি বিখতাই ল’ৰাৰ কপালত ভাগ্য-লিপি লিখি থৈ যায়। এই কথা সকলোৰে জানে। এতিয়াও ল’ৰা ওপজাব ছদিনৰ দিনা বাতি হিন্দু মানুহৰ ঘৰে ঘৰে, বিদতা আহি বহিবলৈ ল’ৰাৰ মূৰপিতানত আসন পাতি থোৱা হয়, আৰু বিদ-তালৈ পুজা সজাই থোৱা হয়। বৰাণীৰ ভনীয়েকৰ ঘৰতো, ল’ৰা ওপজাব ছদিনৰ দিনা বাতি এইবিলাক সকলো আয়োজন কৰা হল। সেই বাত, ল’ৰাৰ ওপৰত এজন মানুহ ল’ৰে থকাৰ নিয়ম আছে। বৰাণীয়ে নিজে ল’ৰে থাকিবলৈ গাত লৈ, ল’ৰকো মানুহৰে শুবলৈ পঠানে; আৰু ল’ৰা থকা কৌটালীৰ ছটাৰ-মুখখন ভেটি পৰাশিক চাৰি-পাটা পাৰি লৈ, তৌপনি নহাকৈ দীঘল দি পৰি থাকিল।

বাতি গহীন হল, সকলো মানুহ শুই নিঃশ্বাস দিলে; অকল মাথোন বৰাণী গাতীত পৰি ল’ৰে আছে। এনেতে বিদতা আহি ওলালি; কিন্তু ভিতৰলৈ সোমায় কেনেকৈ? ছোৱা-মুখতে বৰাণী বাট ভেটি শুই আছে। মানুহটোক ডেই খাবনি? মানুহেই মানুহক কেতিয়াও ডেই নোহায়। এনে স্থলত বিদতাই নিজে গোট মানুহটো কেনেকৈ ডেই যাও? শেষত বিদতাই মাত লগালে—“হেৰে মানুহটো, তই বাট ভেটি শুলি কিয়? চাৰ্ক, উঠ, বাটটো এৰি যৈ; মই ভিতৰলৈ সোমামুওঁ। বৰাণীয়েও ইয়ালৈকেহে বাট চাই আছিল আৰু ইয়াকে শুনি কলে—“মোৰ ঘৰত, মই, ন’তে মন গৈছে ত’তে শুই আছোঁ। মোক তুলি, ভিতৰলৈ সোমাবলৈ তই কোন অ’? বিদতাই উত্তৰ দিলে— “মই বিদতা; তোৰ ভাগিনিয়েকৰ কপালত তাৰ ভাগ্য

নিবিধৈ যাবনৈ আহিছে"। তেতিয়া বিদ্যভাক বধোচিত সম্মান কবি বঙ্গীয়ের ক'লে—“প্রভু ভিতরলৈ মোমাঝলৈ বাট এবি দিবইল হলে, আপুনি রূপা কবি মোক আগেয়ে হৈত ঠাক লবাটোব রূপালত কি নিবিধনৈ। বিধতাই বোলৈ—“মই সেই কথা এতিয়া ক'ব নোবাঝে; তার রূপালত কলম লগাই দিলে হাতত বি আবে, তাকে নিখি।” বঙ্গীয়ের তেতিয়া, কি লিখে যুঁই বাহঁত কৈ যাবনৈ বিদ্যভাক ধবিলে। এই কথাত বিদ্যভা পাঠত নহে, বঙ্গীয়ও কোনো মতে এবা ভকত নহয়। মাজত কোনো গদ্যে বঙ্গীয়ের বাট এবি নিবিধতা, বিদ্যতাই, কি লিখে, কৈ যাবনৈ সৈমান হ'ল আক তেতিয়া বঙ্গীয়ের উঠি বাট এবি দিলে; কিন্তু বিদ্যভা ভিত্তব সোমোবা মাঝে আকো দীঘল দি বাট জেটি পবি থাকিল। বিদ্যভাই রূপাল নিখি উভিত আহোতে আকো বঙ্গীয়ের ধবিলে আক বিদ্যতাই ক'লে যে, তেই গবাব রূপালত শোকব জোজনী লৈ খাবনৈ লিখিলে; অর্থাৎ লবাটো ডাকব হ'লে, তাব আন একো বাহয়দ সনোকে; সি কেহন যেনে তেনে প্রকাবে দিনটো গাব জোবায়ে দিনে একোটা জোজনী পাই থাকিব আক সেই দহেই তাব প্রারম্ভ হ'ল। ইনিব পাঠত বঙ্গীয়ের বাট এবি দিলে আক বিদ্যভা নিজ ঠাইলৈ গল। তাব পাচ দিনা বঙ্গীয় আগব লবে নানা ঠাইত ফুবিবলৈ ভনীয়েকব দবদবধা বিদ্যায় লৈ গুচি গল।

(৩)

ভনীয়েকব দ্বিতীয়টো লবা হ'বব সময়তো আকো বঙ্গীয় গলাগতি, আক এই দুইখিনেই বিদ্যভাবদবা আনি ললে যে, তেই এইটো আনাব রূপালত অকল শোকব কেই এবা দি, ঢকোবা দি, ঘব সন্না প্রভৃতি কাম কবি, দিনে আদি দিনে ধাবনৈ লিখিলে।

তৃতীয়টো লবা হ'বব দিনতো আকো আবি, সেই একে বৃদি করিয়েই বঙ্গীয়ের বিদ্যভাব মুখে ভনিলে যে, এইটো নমাই পছ ধবি জাবিকা নিরীক্ষা কবিব। সি খ'তে জাগ পাতে, ত'তে দিনে একোটা পছ পবিব; তাকে বেচি সেই দহনবেই সি ধাব লাগিব। এই দহব দিনেপতি একোটা পছ ধবি সি দিনব গবত

দিনে উলিয়াব। তাব পাচত, বঙ্গীয় আকো গুচি গল কিন্তু আগব দহবেই তেতিয়াবা মাজে সময় জাহি ভনীয়েকব দহব ধবব-বাত'ব লৈ থাকিবলৈ দেখিবে। এই তিনটো লবা হোতাব পাচত, ভনীয়েকব আক লগ-ছোবাণী হ'বলৈ এবিগে।

(৪)

লবা তিনটা ডাকব হ'ল, ছা-ছোবাণী আনিলে, আক মাক মবিলত, বেলেগ হৈ তিনিও তিনি হ'ল। ইয়াব কিছুদিনব পাচতে, ভাগিনিয়েকহঁতেনে কেনেই খাইছে চাই যাবব মনেনে, এনিব বঙ্গীয় গলাগতি। পোনতে বধটো ভাগিনিয়েকবে বেহঙ্গল চাবলৈ, তাব বধতে দিনিয়েক থাকি বঙ্গীয়ের দেখিলে যে, বিদ্যভাব কথাব অকপো মর-চর হোবা নাই। তাব হেহা-বেগা, বেতি-পথাব বা আন কোনো একো বাহয়দ নাই। সি বেহল দিনেই বাটে বাটে এগাই যাব আক কেনোবে তাব মাতি নি, লবা'ব গহ ছাবিবলৈ গণকে ব্রুখীয়া মাজে জোজনী এটা দিবলৈ কৈছিল বৃদি, কোনোবে বা মজলতীয়ে বেনাব ভাব হবলৈ খাবলৈ নোহোবা মাহুহক জোজনী এটা দিবলৈ বিধান দিছিল বৃদি, একোটা জোজনী আক তাব লগতে ছুটা বা চাইটা পইচা দিলে। এই দহবেই দিনে তাব মবত খাবলৈ জোবাটো সি লগায় ছুটা বা এটা জোজনী পাই আনে আক তাবেই কোনো মতে দুখে কষ্টে হাই আছে।

তা'ব পাচত বঙ্গীয় মাজুটো ভাগিনিয়েকব ঘবলৈ গল আক তা'ব ধবটো দিনিয়েক থাকি, দিনে কেনেইক খাইছে তাহো আলেগ-লেখ বৃদ্ধিলে। বঙ্গীয়ের দেখিলে যে, তাব পাতে বিদ্যতাই কৈ হোতা কথা তেনেই বলিয়াইটে। সি শোকব দহত টাটী-ঢকোবা দি, নাইবা ঘব-ছুরাব সাজি, দিনেই অনাদিয়েক পইচা পাই আনে; আক এই দহবেই দিনব ধবত দিনে উলিয়াই কোনো প্রকাবে পেটোভাতে খাই আছে।

শেত বঙ্গীয় সৰুটো ভাগিনিয়েকব ঘবলৈ লৈগ সেই একে কথাকে দেখিলে। সিও ঠিক বিদ্যতাই কৈ হোতা'ব দহবেই জাগ পাতি দিনেই একোটা পছ ধবি আনে আক তাকে বেচি দি দন পায়, তাবেই মাজে

রে লগা]

বিবিধ বিলৈ।

দিনে নিহিছে তা'ব ঘব-ধবতব জোবা মাবে। বঙ্গীয়ের নিহি এইটো আচরিত কথা মন কবিলে যে, সি যতে গল পাতে, ত'তে দিনে এটা পছ নপঠাক কেতিয়াও নোকে।

(৫)

আবেনি বেলাকা ভাগিনিয়েকে জালখন লৈ ওলাই পইল দহবেতে, মোমায়েকে মাত লগায়ে—“হেবে বোপাই, ছাি আন ঠাইলৈ যাব নোনাগে, সো কাকিনি ভামোল গনি বোপাব আগত জালখন পাতি ব”। ভাগিনিয়েকে গজবত মানি হুখিলে—“মোমাই তুমি কি কথা বেরা? তামোলব আগত জালত পবিবলৈ ক'বপবা হুটো আছিব?”

মোমায়েক—“নাহে নোনাগে আছিব; তই মোব কথা ক, তামোলব আগত জালখন পাতি ব”।

ভাগিনিয়েক—“নাখিলে কেনেইক হ'ব? খাবলৈ হ'ব হ'ব?”

মোমায়েক—“কাজি বাক খাবলৈ মই দিম; তই ডিগা নখবিবি; মই কোতা মতে কাম কর”। এই বৃদি বঙ্গীয়ের লগতিয়াল সকলো বস্ত্র বজাববধবা তিনি ঘনিবলৈ, মোমা'বপবা উলিয়াই ভাগিনিয়েকেক দন দিলে যক তা'ব হতু'বাই তামোল গছব ওপবত জালখন গাই হৈ তাত সৰু বটা এটা বন্ধাই ধলে। ভাগিনিয়েকে বজাববধবা বি নাগো কিনি-সুচি আনি তাত জোবাব বিগা কবিলে।

(৬)

আবেলি গল; গপুলি হল; এদাব ছুবাবকৈ বাতি এবে গ'ল; ঘবব সকলো খাই বৈ গুলে। এগব'ব পাচত বাতি জাগ এগব গ'ল; সৰুজোবে টোপনি ঘবিল। বঙ্গীয়ের কিছ কাগ উমাই পাচীত পবি মাহ। পাচত বাতি তিনিমরবে এছোবা গ'ল। এনেতে জামোল-গছব ওপবত বটা বাজিবলৈ ধবিলে। বঙ্গীয়ের প'বাই উঠি এগাই গৈ দেখে, এটা বিয়ামন পছহে জালত পাঠ গ'ল ত'বি এছবিয়া বাগিছে; তেতিয়া তোগাকৈ যব সকলোকে জগাই, ভাগিনিয়েকে দৈতে পোত নাই, জামোল বটিয়াটক মেবাই লৈ, তামোল-গছব ওপবব-

পবা পছটো মমাই আনিলে; নমাই আনি পোনতে তা'ব হেহেটো ভালকৈ ছাটি লৈ, শকত মই এডাল ভিকি লগাই, ডাকব বুটা এটাত তাক পোটা'ই পোটা'ই চুটকৈ বাকি পেগালে। তাকে ববি বঙ্গীয়ের কবিলে কি—এক'তামান বিহ-জলকায়ী বটাই আনি, তা'বে এগোপা পছটোব দুইটা চকুত ফটাকানিবে বাকি দি, বাক'খিনি তা'ব নায়ে মুখে খুদি ব্রুখা ব্রুখাই দিলে; পছটো'ব গাত চোবাত, মেলি, পানী ঢালি দিলে, আক দীঘল সৌকা এডাল লৈ তাক কাপে নুবে সাবোপ সাবোপকৈ খণাই গাব বলবে কো'বাবলৈ ধবিলে। পছহে অলপ বেচি সহি সামবি থাকি, পোনতে ডেও দিলে, তা'ব পাচত মইখ বেগালে আক শেহেত মাটিত পবি মব ভাও হুখিলে। তেও কিছ সৌকা'ব কো'ব পাচনক ছাবি আগতকৈ খণহে হবলৈ ধবিলে। অস্তত পছহে তত, নাগাই মাহুহ'ব কপায়ে মাত লগালে।

পছ—“হে বঙ্গীয়, আক নোবাবি; মোক এবি দিয়; মই পছ নহ'ও'ও, মই বিদ্যত। মই পুর্লে পছক গছত উঠিব নোবা'বাকৈ ব্রজন কবিবশে। সেইদেখি আজি তামোল গছ'ব আগলৈ মইখ পুক'বা'গ কবিও কোনোমতে কোনো পছকে তুলিব নোবা'বি, অস্তত একো উপায় নোপাই, নিজ'ব কথা ব'বলৈ নিজেই পছ-রূপ ধবি জালত লগিলাই।”

বঙ্গীয়—“সেইটো মই কেতিয়াবাই বটিয়াটক বুজিছোঁ। আক তাকে বুজিব পাৰিহে ইয়াকে কবিছোঁ। আজি তো'ব এগা নাই; বৃচাব হাতত চেপেণী পবিলি।”

এই বৃদি আক এবাচ ভালকৈ বি, বঙ্গীয়ের কবলৈ ধবিলে—“উগ, কটা। দন-বস্ত, সা-গপতি সকলো অস্ত্র কবিলি বি কবিলি, মোব সেইদে মাহুহ'ব তই তুমিনতে উলু কবি দিলি। মই আক ভনী ছোবাণী-জনী কোনোমতে চকব কাগত লাগি বসো'গৈ। মই বঙ্গীয়েরই এটো; দিবা ছোবাণী-জনী'ব লবা'কেটা হেঁছল, শিহ'তবনো হ'লো। কো'বাত তই ভালবে যাবলৈ গিবিব নোনাগেনে?” এই বৃদি বঙ্গীয়ের পছ'ব পিঠি আকো ডবা'চন কবিবলৈ লাগিল।

অন্তত পছন্দে সেহাই সেহাই মাত লগালে—“বৰাগী
বঁবা, বঁবা; বি হ'ল হ'ল; আগৰ কথা এৰি পেলোৱাঁ।
মই বৰ দিহো, আঞ্জিৰপৰা তোমাৰ তিনিগুটা ভাগি-
নিহোৱাৰ অতুল ঐশ্বৰ্য্য হ'ব; ধনে-সোণে, বহু-বস্তুতে,
মাটিয়ে-বাৰীয়ে, লৰাই-লুৰিয়ে উপচি পৰিব; সিহঁতৰ
ঘনপা নৈ বোহাৰি বৈ যাব আৰু সিহঁতে দীপকীতী
হৈ, মহা সুখে-সন্তোষে আৰু অপাৰ শান্তিয়ে দিন
নিয়াব। এতিয়া আৰু মোক ইমানতে এৰি দিৱাঁ।”

বৰাগী—“দ'চাই কৈছানে, না কোনো মতে কুৱা হি
গা সাৰিবলৈকে ধৰিছাঁ?”

বিষয়।

আমাৰ যোৱা সংখ্যাত গুৱোৱা “ভাষাৰ বিত্ত্বতা”
আৰু এই সংখ্যাৰ “সাহিত্যিক ক্ৰিকিং” বোলা শব্দ প্ৰবন্ধ
টুটাইলৈ ভালকৈ কাণ কৰিবলৈ, আমি আমাৰ পাঠক-
সকলক আৰু সাহিত্যিক মাহুকে বিশেষকৈ খাটোছোঁ।
ভাত উল্লেখ কৰা বোৰাখিনি আমাৰ সাহিত্যিকসকলে
এতিয়াই গুচাই নললে, পাঠলৈ তাৰপৰা আমাৰ বহুত
বেমেজালি খটবলৈ যুগি আমি ভয় কৰিছোঁ।

আমাৰ ভাব প্ৰকাশ কৰিবলৈ নিভাঁজ অসমীয়া
শব্দ যদি নেবাঞ্চে, তেন্তিয়া আমি আন ভাষাৰপৰা
সুয়াই লগে একো হানি নহয়, বৰ তাৰপৰা আমাৰ
ভাষা চমকীয়ে হয়। কিন্তু দুখীয়া দুখীয়া বকৰা শব্দ
এৰি দি, মিছাতে আন ভাষাৰ শব্দ হুমালে, জামাৰ
লিখা ভাগ হওক ছাৰি তেনেই আশুপু টৈ পৰে। “মই
কি এই কথা নেজানো,” “আমাৰ না আছে ধন, না
আছে মাহুৰ,” এনেবিলাক বিশেষকৈ ঠায়েৰে লিখা ভাষাও
অসমীয়া নহয়। বিশেষকৈ এই দুই শ্ৰেণীৰ লোকে আমাৰ
ভাষাক তেনেই ক্ষুস্কা কৰি পেলাব—এই কথা দেন
আমাৰ শিৰ্ষকসকলৰ মনত থাকে।

বিদতা—“বিদতাৰ কথাৰ কেতিয়াও হৰ-হৰ
নোৱাৰে; মোৰ কথাৰ তুমি কাইনৈকে প্ৰমাণ পাৰা।
বৰাগী—“বাক; কিন্তু মনত বাৰিধা, এই কথা নিহি-
লিলে কোনো প্ৰকাৰে নহয় কোনো প্ৰকাৰে মই আৰু
তোমাৰ সাক্ষত পেলাম, তেন্তিয়া ইয়াতকৈ চৰিব একো
ইয়াৰ পাচত, বান্ধ মোকোলাই নিলত, পহু ৰুটি
নিজ ৰূপ ধৰি, বিধুতাই পাঠলৈ নোচোৱাইক, তবান-
ছিন্দি ভিৰাই ধৰি লব মাৰিলে। তাত আৰু নিহি
ছিল থাকি, ভাগিনিহকে তিনিগুটোৰে অহাৰ পৰিষ্কা-
হৈ অপাৰ সুখ হোৱা নিজ চকুৰে চাই গৈ, বৰাগীয়ে
বৰ ৰং-বন্দেৰে, আকৌ তীৰ্থলৈ খোজ লালে।

বৰ-বিভাৱন লেট-পেটখিনি ভান্দি লবলৈকো যদি
সকলোকে খাটোৱেঁ। কোনো কোনোৱে “হেমকোষ”ৰ
মত নেমনো বুলিহেই নেমনো। তেওঁলোকে ভাবে,
হেমন্ত বকৰা মতটো যে চলিৰ লাগে, তেওঁলোক
নিজ নিজ মতনো নচলিৰ কিয়? এভাগ মাহুকে আকৌ
তেওঁলোকৰ নিজৰ মতৰ বাহিৰে, কোনো কথাত যেনো
মাহুৰে আন কিবা মততো হেৰুৱাব পাৰে, এই কথাটোকে
স্বীকাৰ নকৰে; সেইদেখি কিবা কথাত লোকৰ মতে
জানিব লাগে বুলি সমূলি তেওঁলোকৰ মনত নেগোৱাৰেই।
এই নিগূঢ়ক এদিন এজন স্থবিধ্যাত অসমীয়া সাহিত্যিক
সুদৃষ্টিজন “আপুনি আপোনাৰ কিতাপত অসুখ লগটো
এইদেৰে লিখিছে কিয়? ‘হেমকোষ’ত দেখোন আন দৰে
লিখিছে।” তেওঁ তাৰ উত্তৰত বুলি যি একো কৈ যোৱাৰি-
শেই, তাৰ উপৰি ক’লে—“জানো ‘হেমকোষ’ত কি লিখিছে
মই চোৱা নাই”—যেন, “হেমকোষ” নোচোৱাকৈ অসমীয়া
সাহিত্যিক যোগাৰলৈ যোগাটো বৰ গৌৰৱৰ তথ্যে।
এইদেৰেই সাত-পাচো আমাৰ লিখাত কিছু বেলেক-
নিৰ ভুটি গলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। কিন্তু সকলোৱে

একোমতে গা-লাগি ধৰিলে তাক এতিয়াই উভালি
সেইদৰে চল লাগি আছে। তাকে নকৰিলে পাচত
প্ৰায় হুল হুই হাতেও কাঢ়িব নোৱাৰা হ'ব।
আমাৰ মনেৰে আমাৰ সকলো নিগূঢ় কথা-বকৰাকৈ
‘হেমকোষ’ৰ মতেৰে চলিবলৈ ধৰিলেই আমাৰ সকলো
বৰ আৰু শিৰ্ষকলোকে অহুৰোধ কৰিছে। অহুৰোধ
‘হেমকোষ’ৰ কোনো কথাত কিবা বুলি আছে বুলি
লগোৱাই বুলিবলৈ প্ৰমাণ কৰি দিলে, আমি তাক
নহিটলৈ সাজু আছে। আৰু লোককো মানিবলৈ ক'ম।
বৰ বিন্যাসক্ৰমে “হেমকোষ”ৰ বিধান মনত দেখিলে
যদি তাক মইমতানিৰ বাহিৰে আন একো বুলিব
নোৱাৰে।

যুগ-যানাকটকৈ আমাৰ কাণত পৰিছেদি, বোলে
গাঁৱন কমিচনৰ আগত এটা নতুন প্ৰস্তাৱ দিবলৈ
গোনো কোনোতে আলচিছে। এই প্ৰস্তাৱটো হৈছে
যে যে, অসমৰ লগত এতিয়া লাগি থোৱা পৰ্কটীয়া
পেৰিনি ৰাণি নি হুকুৱাকৈ এখন এলেকট্ৰী মলুক
পাৰিৰ লাগে; আৰু অসমৰ বাকী জখন জিলা আৰু
সমিত তাহাৰ লাগতে, বৰপলমৰ চাটগাট, টিগাৰা, কু-
ৰিয়া, বাপুৰ, দিনাজপুৰ আৰু মইমনসিং লগাই দি, অসম
বেপন বহুলাই উভাব কৰিব লাগে।

এই প্ৰস্তাৱত আমি একো মতামত নিদিওঁ; কাৰণ
বিহাটো আমাৰ অধিকাৰৰ বাহিৰ। কিন্তু এই প্ৰস্তাৱ
স্বাগত পৰিণত হলে, আমাৰ ভাষা আৰু সাহিত্যৰ
গুৰুত ইয়াৰ হেঁচা নপৰাকৈ নেবাঞ্চে; আৰু সেই
হেঁচাৰপৰা অসমীয়া ভাষা আৰু সাহিত্য কি উপকাৰ
বাকি অপকাৰ হোৱাৰ সম্ভৱ তাক ভাবি চিন্তি চাবলৈ
আমি আমাৰ দেশৰ সকলো শিকিত মাহুকে অহুৰোধ
কৰিছোঁ।

আঞ্জি কানি চাৰিওফালে “খিৰেটোৰে” আমাৰ
শেৰে ছাটি পেলাইছে। গাৰে’ গাৰে’, দুবিয়ে দুবিয়ে
খিৰেটোৰেই ভৰিল। খিৰেটোৰত অতিয়ন কৰিবলৈ,

ভালে বেয়াই কিছুমান অসমীয়া নাটকে ওলাইছে।
এই খিৰেটোৰ বিমানৰে বান্দি গৈছে, অসমীয়া পুৰাভনীয়া
“ভাতনা” সিমানে কৰি গৈছে। কৰণত কেনেবাকৈ
কোনোবাই ছটা এটা ভাৱনা কৰিলেও, শিকিত মাহুৰ
আঁকাপত, তাৰ অন্ধাৰ নিগূঢ় মনে তপলৈ গৈছে।
অসীয়া ভাৱনা প্ৰায় নাইকিয়াই হ'ল। গৰা’ মাহুৰে
কেতিয়াবা ভাৱনা কৰিলেও অসমীয়াৰে নকৈ নাট
লিখি গৈছে কৰে। কিন্তু, নৰনা মাহুৰে লিখা বাবে,
এই নাটবিলাকত চাব লগীয়া বা ত্তৰিব লগীয়া প্ৰায়
একেৰেই নৰাৰে। সেইদেখি ভাৱনাই আৰু আছি-
কালি কাৰো মনেবৰন কৰিব নোৱাৰে।

এই কথা কিন্তু কিমান ভাল হৈছে, আমি বুলিব
পৰা নাই। খিৰেটোৰ চলক; তাত আমাৰ একো
আপত্তি নাই। তাৰপৰা কিছুমান ভাল ভাল নাটক
ওলাই, আমাৰ সাহিত্যকো চমকী কৰিব। কিন্তু
খিৰেটোৰ হৈছে শিকিত মাহুৰৰ নিমিত্তে। খিৰেটোৰ
বুলিবলৈ কিছু শিক্ষাৰ প্ৰয়োজন। আমাৰ সৰ্বসাধাৰণ
গাৱলীয়া অসমীয়াই, সম্ভৱত শিক্ষাৰ অভাৱত, খিৰেটোৰ
ভালকৈ হুজুতা বাবে, তাৰপৰা তেওঁলোকৰ বিশেষ
কিবা উপকাৰ হৈছে বুলি আমাৰ মনে নহবে।

আৰু এটা কথাটো আমি মন কৰিব লাগে। পুৰণি
বৰগোৱা যেনে বুলি লিখাই পেলাই, তাৰ ঠাই একেবাৰেই
নতুন বস্ত্ৰৰে পুৰ কৰি চমকী হবলৈ যোৱাতকৈ, পুৰণি
বস্ত্ৰকে ধৰি-পিছি কৰি, মাগজিহাল সাগ-ললনিৰে
সম্ভৱ উপযোগী কৰি লোৱাটোৱে উজু কাম; আৰু
তাকে কৰিলে, নিম্বৰ বিশেষৰ ক্ষেত্ৰই মাহুৰ বিত্ত্বতীয়া
হওঁ জনাগে।

তেনেই অকল খিৰেটোৰত ধৰি ভাৱনা একেবাৰেই
এৰি থিৰাটো আমি ভাল নেদেখোঁ। আমাৰ দেশত
সম্ভৱৰ্থে প্ৰৱৰ্ত্তাই থৈ যোৱা ভাৱনাবো সম্ভোগ্যযোগী
উন্নতি কৰি লোৱাটো আমাৰ বৰ প্ৰয়োজনীয় কাম।
সেই ভাৱনাৰ কিবা যদি আঞ্জি কালৰ কটিলে সৈতে
খাপ পাই নপৰে, তেনেদৰে তাক গুচাই দিলে, সেই অপাৰ
ক্ষুণ্ণিত আৰু নতুন প্ৰত্যেকো সাজিব লাগে। আঞ্জি
কালি অসীয়া ভাৱনাৰ যুগ নাই; সেই বাবে নাটক

ভাষা স্রাজাধী ডায়ে অসমীয়া কবিৰ লগে। এহেন্দেই প্ৰথম বৰ, নাচৰ ভলী প্ৰকৃতি আমাৰ দি আছিল, তাক এৰি নিবি, ডাৰ-পাত যোৰা দি আদি তাকেহে দুখীয়া কবি ল'ব লাগে।

ইয়াকে কবিত্তে আমাক লগে নতুন নাট। এই নাট লিখা কামটো অশিক্ষিত বা অৰ্দ্ধ শিক্ষিত মাথুহৰ পৰা নহয়। নাটত কচি থকা আমাৰ সাহিত্যিকসকলে অকল ঘিগেটাবৰ নাটকে নিদিশি, ভাৱনাৰ উপযোগী কিছুমান নাট প্ৰকাশ কৰি, তাৰে ভালকৈ ভাৱনা কৰাই বেবুতাব লাগে; আৰু পাৰসীয়া মাথুহক পিকাৰি বুজাই সেইবিলাক নাটৰ ভাৱনা কবিত্তে সাহায্য কবিত্তে লাগে। ইয়াৰপৰা এহাতে, আমাৰ পাৰসীয়া বাইজৈ ভাৱনাৰ পৰা শিকা পাব, আৰু ইহাতে, তাৰ লগে লগে, ভেট-ভোকেৰ মাকত অসমীয়া সাহিত্যৰ প্ৰচাৰ হ'ব। তাৰ উপৰিও, আমাৰ ভাৱনা আৰু সসীতত আমাৰ জাতীয় বিশেষৰ থাকি যাব।

আমি এই কথা আমাৰ সাহিত্যিকসকলৰ আৰু সভ্যত কচি থকা লোকসকলৰ চকুত পেলাই দিছোঁ।

প্ৰকৃত প্ৰভাৱচক্ৰ পোষানীদেৱে কুচবিহাৰৰ বাহু শাহেব্ৰতী অন্মনন্দন কৰি পোষা পুথিবিলাকৰ ভাষিকা আদি দিবাৰ পদ্ধিতক প্ৰদৰ্শ কৰিছে। পোষাধীদেৱে কিছুমান ছপিত্ৰোৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল। তাৰ বাবে কুচবিহাৰলৈ, তেখেতে কোৱা মতে, চিঠি লিখি একো উত্তৰ পোতা নহয়। ভাষিকাৰ পুথিবিলাকৰ ভিতৰত তিনিটি লাগতিয়াল, তাৰ বেগতে নকল কৰাই আনিব লাগে; নহলে নাই হৈ গলে, পাঠলৈ পোতা নোৱাৰ। কিছুমান পুথিৰ অতি কৰ্তীৰ ব্যবস্থা হৈছে বুলি পোষাধীদেৱে বিপটিপৰা জনা যাব। এই কথা আমি সাহিত্য সভাৰ চকুত পেলাই দিছোঁ। ইয়ালৈ সোমনকালে কাম কৰি, কিম্বা এটা ভাগ লিখা কবিত্তে লাগে।

অসম দেশৰ আৱণ্ডনবিলাকত আমাৰীয়া ভাষা চলিবলৈ, তাহানি চাব, অৰ্দ্ধ বেয়েল চাৰাৰ দিমতে ছন্দ হ'ব। আৰু তেতিয়াবেপৰা অসমীয়া ভাষা চলিছে

বুলিও কোৱা হয়। কিন্তু আমি বেধি আচৰিত হৈছোঁ যে, কছাৰীৰ ঘৰৰ কোনো কোনো দাবৰ আছিলকৈ বৰষা ভাৰতে আছে।

অসম দেশৰ নিমিত্তে পাটুণ্ডৰ দাবৰবিলাকলৈ আছিলকৈ বৰষা ভাৰত কিয় চলোৱা হয় আমি তাকে ক'ব নোৱাৰোঁ; ইয়ালৈ চাইগৈ কাৰো চকু খাব নাই; অথচ এই পাটুণ্ডবিলাক আমাৰ মাথুহৰ হাততে।

অসম দেশৰ বেগ আৰু আহাৰৰ টিকটবিলাকো ই বাও আৰু বৰষা ভাৰত চলি। ইয়ানো বৰষাৰ তাইত অসমীয়া হোৱাটো বৰ আৱশ্যক। আন কোনো প্ৰদেশত হলে এনে বেমেজালি দেখা নাযায়। ষ্টেৰিনৰ নামবিলাকো টিকট আৰু ষ্টেৰিনতো প্ৰাৱেই অশুদ্ধকৈ লিখি থাকে। এইবিলাক, অনেক তাইত, অসমীয়া ভাষাৰ শুভ বানানেৰে নিদিখি, কিবা কিছুত কিম্বাৰ কৰি লিখি থোৱা দেখিলে, বেজাৰো লাগে, হাঁহিও উঠে।

এইবিলাক বেমেজালি ঠীয়ে ওচাবলৈ আমি পৰ্বণমেটৰ আৰু বেগ-আহাৰৰ কৰ্তৃপক্ষসকলৰ চকুত পেলাই দিলোঁ।

যোৱা গুৱালপাৰা সন্নিধানত, অসম সাহিত্য সভাৰ অহা বাবে সন্নিধান গুৱালপাৰা জিলাৰ কাক্ৰাবাহাৰলৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছিল। কিন্তু এহাৰ সন্নিধান ক'ত থৱে তাৰ বৰ প্ৰিয়না নাই; কাৰণ আমি জনিছোঁ যেগে, কাক্ৰাবাহাৰত সন্নিধান পাতিবলৈ তাৰ স্থানীয় কৰ্মী-সকলে কিবা ক'ৱাত অলপ অলপ পাৰ্বেই। এই কথা সঠানে মিছা আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, কিয়নো তেখেতসকলে সাহিত্য সভাক এতিয়াটোক এই বিধেৰে কোনো সন্ধান দিয়া নাই। যদিহে তেখেতবিলাকৰ সঁচাকৈ কিবা আৰ্দেশ আহে, তেনেহলে এই বাবলৈ সন্নিধান আন কোনো ঠাইতে পাত, কোৱাৰ্ভাৰত ইয়াৰ পাচত পাতিবলৈ নিহা কৰাও বেয়া নহ'ব।

টুকী দেশৰ পৰ্বণমেট, সেই দেশৰ প্ৰজাৰ নামাৰ পঢ়াৰ মন্ত্ৰবিলাকৰ আৰবী ভাষা ওচাই, সকলোৱে বুজিব

বাৰকৈ টুকী ভাষা কৰিবলৈ হ'ব। দুখীয়ানৰ বাইবেল-প্ৰতে ইহুদী ভাষাত লিখা। কিন্তু ইউৰোপৰ বিভিন্ন হাজিবিলাক তাক কেতিয়াবা ই নিজ নিজ মাতৃ ভাষালৈ হাজি ললে। এতিয়া সেইবিলাক দেশত ইহুদী ভাষাৰ বাইবেল নচলে; নিজ মাতৃ ভাষাতে লিখা বাইবেলকে

এই কথাৰ ভাৰতবৰ্গতো হিন্দু আৰু মুছলমানসকলৰ দুখিলাক দেখোৱা সংস্কৃত বা আৰবী ভাষাৰ ওচাই, মাতৃ ভাষা কৰি লোৱাটো দেখানে? উপাসনাৰ মহাবিলাক আৰু বিয়া প্ৰকৃতিৰ মহাবিলাক ভালকৈ বুজিব লাগে। বুজিব নোৱাৰা সংস্কৃত বা আৰবী ভাষাৰে, একো সুফলকৈ, সাধৰ মন্ত্ৰ পোহাৰি পাই গলে, তাৰপৰা সুফলকৈ, সাধৰ মন্ত্ৰ পোহাৰি পাই গলে, তাৰপৰা কিছুনা লাভ নহ'ব, আৰু তাৰ উদ্দেশ্যত সন্নি পিছি নহয়। এইদেৰে আমাৰ দিনে লাগতিয়াল আদি

সকলোৱে তাককৈ বুজিব লগীয়া আমাৰ এই অৰ্দ্ধ প্ৰয়োজনীয় মন্ত্ৰবিলাক, আজি কালি আমাৰ দেশত সংস্কৃত আৰু আৰবী ভাষা বৰে ভাগ মাথুহে হ'বহে বোটা, আমাৰ মাতৃ ভাষাৰে হোৱাটোহে উচিত। কিন্তু, আমাৰ দেশত তাকে কৰে কোনো? আৰু কৰোঁতা কোনবোৰ ওলালেও, তাক জনে কোনো বা শুনাৰ কোনো?

টুকী দেশত নামাৰ্ছ পঢ়াৰ সময়ত মণ্ডিত বাজন। বহুতোৰ নিয়মো চলিবলৈ ধৰিছে; কাৰণ "সকলো সত্য জাতিৰে, সসীত উপাসনাৰ এটা অৰ্দ্ধ।" আৰু দেশত কিয়, মণ্ডিতৰ আগেদি লোকে বাজন বহাই গলেও, কটা-কটা মকা-বিদি লাগি দিনেপতি দেশ তললৈ হেঁচো আৰু আমি সভা সজাৰত, হাঁহি আৰু বিক্ৰমলৈ পাত্ৰ হৈছে।

সাহিত্য সম্ভাৰ ।

জিক্ৰণৰপৰা ওলাৰ "প্ৰভাৱক" বোলা আশোচনী-গনি বেধি আমি বৰ সন্তোষ পাইছোঁ। ই আমাৰ মুছলমান ভ্ৰাতৃসকলৰ উত্তমৰ ফল। আমাৰ অসম দেশত মুছলমান সংখ্যা বৰ বৰ হৈ গলেও, ভাৰতবৰ্ষৰ আন কোনো প্ৰদেশৰ তুলনাত, নিচেই তাকৰে গনি নোৱাৰি। আজি কালি উচ শিক্ষা পোৱা কৰি আৰু মুছলমানো ভালেখিনি ওলাইছে। অসমীয়া সাহিত্যৰ চৰ্চ্চা কৰা দি ছন্দন এখন মুছলমান আছে, তেখেতসকলে সম্পূৰ্ণকৈ কৃত্ৰিম লাভ কৰিছে আৰু তেখেতসকলৰ কামত কোনেও অ'ৰ ধৰিব নোৱাৰে। ভগলি কিন্তু আমাৰ মুছলমান সমাজৰপৰা অসমীয়া সাহিত্যই আশাহুকণ সেৱা পোৱা নাই, এই কথা ছই কবিব নোৱাৰি। আমাৰ মুছলমান সংখ্যাত তাৰৰ হেৰেও, তেখেতসকলৰপৰা আৰুকাৰ্যকৈতে আমি যিমান সাহিত্য সম্পৰ্ক পাব লাগিছিল, সিমান পোৱা নাই। ই আমাৰ বেজাৰৰ কথা। "প্ৰভাৱক"ৰপৰা এই অজাৰ

অনেক পৰিমাণে পূৰ হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। "প্ৰভাৱকে" যেন দীৰ্ঘ জীৱন লাভ কৰি আমাৰ সাহিত্যৰ নঠৈ উন্নতি কৰিব পাৰে, এয়ে আমাৰ বৰষ কামনা।

আমাৰ প্ৰজ্ঞাপক যোৰহাটৰ হাজী কাইছদিন আছৰ চাহাবে অসমীয়া ভাষাত হজৰত মহম্মদৰ জীৱনী এখন লিখি উলিয়াইছে বুলি জনি আমি তেখেতৰ পৰাগ পাইছোঁ। কিম্বাৰ বনি ভাল হৈছে বুলি জনিও আমি বৰ খুশি হৈছোঁ। হাজী চাহাবৰ দৰে কৃতপিত্ত আৰু অভিজ্ঞ মুছলমানে অসমীয়া সাহিত্যৰ সেৱা কৰি, সোকাৰৈকে বাট দেখুৱাই দিয়াটো আমাৰ দেশৰ মঙ্গলৰ চিন। এই কিতাপ বনি সোনকালে ছপা হৈ ওলাব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। হজৰত মহম্মদৰ জীৱনী এখন অসমীয়া ভাষাত আৰু বহু দিনৰ আগেয়েই ওলাব লাগিছিল।

যৌবনাবস্থা ধৰণ সহৰ "গুহমনি" ছাপাখানাবন্দৰ কথা থাকিব বুলিহে আমি অহুমান কৰিছোঁ। কাগজ-
"ধৰ্ম প্ৰদীপ" নামেৰে এখনি নতুন আলোচনী ওলাইছে। বনি ওলোৱা দেখি আমি সন্তোষ পাইছোঁ আৰু ইয়াৰ
সম্পত্তি তাৰ প্ৰথম সংখ্যাহে প্ৰকাশ হৈছে। ইয়াৰ উন্নতি আৰু দীৰ্ঘ জীৱন কামনা কৰিছোঁ।
নামটো চাই, এই আলোচনীত অক্ষয় ধৰ্ম সম্পৰ্কীয়

শোকৰ বাতৰি

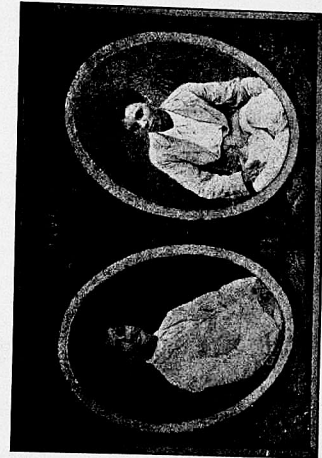
৩৮৮প্ৰসাদ দত্ত মজিন্দাৰ বন্ধা।

প্ৰজিকাৰ প্ৰত্যেক সংখ্যাত শোকৰ বাতৰি দিয়াৰ
লগাটো আমাৰ পক্ষে অতি বেজাৰৰ কথা আৰু
আমাৰ দেশৰ পক্ষে বৰ হৰ্ভাগ্যৰ কথা। অসম দেশৰ
উপযুক্ত উপযুক্ত সম্বানসকল নি অহুগতে নোহোৱা
হৈ গৈছে, তাক দেখিলে, এই দেশৰ ওপৰত ভগদীৰ্ঘ
দৰিদ্ৰ পৰিচয় হৈছে বুলি আশঙ্কা হয়। আজি আমি আমাৰ
পাঠক পাঠিকাসকলক আমাৰ স্থপৰিচিত সাহিত্যিক,
শিৱসাগৰৰ দুৰ্গাপ্ৰসাদ দত্ত মজিন্দাৰ বন্ধাৰ অকাল
মৃত্যুৰ সহান দিব লগা হৈছে। তেখেতে হোৱা ১৪
বছৰ তাৰিখে এই সংসাৰ এৰি গল।

দুৰ্গাপ্ৰসাদ দত্তৰ পিতাকে কামৰূপ জিলাবন্দৰা উঠি
আহি গোলাঘাটত বহিছিলহি আৰু তাতে দুৰ্গাপ্ৰসাদৰ
জন্ম হয়। তেওঁ যৌবনাবস্থা ধৰ্মমেষ্ট হাই স্কুলত, এই
বিদ্যালয়ত সৈতে স্কুলীয়া প্ৰেৰণাৰপৰা একে লগে পঢ়িছিল।
স্কুলত শাল্য কাগজবন্দৰা তেওঁ সৰল প্ৰকৃতিৰ সৰু, চৰিত্ৰৰ
থাক স্থিৰ স্বভাৱৰ আছিল। মৃত্যুবন্দৰা ওলাই গৈ, তেওঁ
ঢাকাতৰি চেষ্টা নকৰি, শিৱসাগৰত বন্ধ-দুৱাৰ কৰি লৈ,
গেতি-বাতি প্ৰকৃতি স্বাধীন ব্যৱসায়ত বহিছিল আৰু
সেই ব্যৱসায়খেলই অৰ্থেৰে জীৱিকা নিৰ্দ্ধাৰ কৰি আছিল।

স্কুলত পঢ়াৰবেলা দুৰ্গাপ্ৰসাদৰ অসমীয়া সাহিত্যলৈ
পাৰ্শ্বটো আছিল। তেওঁ কেবামনিও অসমীয়া কিতাপ

লিখিছিল। তাৰ ভিতৰত "মহনী," "নিগ্ৰো" "উজ্জ্বলিতা"
আৰু "ৰাছা পাঠ" বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তেওঁৰ লিখা
অতি সহজ, নিৰ্ভাল অসমীয়া, বৰ শুভাগ আৰু নীতিপূৰ্ণ।
যেয়ে তেওঁৰ লিখা পঢ়িতে, সেয়ে এই কথা স্বীকাৰ
নকৰি নোৱাৰে। সম্ভ্ৰতি শিৱসাগৰবন্দৰা ওলোৱা "দে
জেউতি" বোলা কাগজবন্দৰা তেওঁই প্ৰতিষ্ঠাতা আৰু
ওপৰিয়াল আছিল। আৰু বন্দৰিহেৰে কিতাপ লিখি
ছপাবলৈ সূত্ৰত কৰি থৈছে। বুলি তেওঁ অলপতে এই
লিখকটলৈ লিখিছিল। যোগমায়া ছাপাখানাত তেওঁৰ
"শুকৰক্ষিণা" নামেৰে নতুন নাটক এখন ছপাই হৈ ওলাই
আছে। অসমীয়া সাহিত্য ক্ষেত্ৰত দুৰ্গাপ্ৰসাদ এগৰাকী
নিৰব কৰ্মী আছিল আৰু তেওঁ আশান্ত্বীয়কৈ অস-
মীয়া সাহিত্যৰ সেৱা কৰিছিল। তেওঁৰ অসমীয়া সাহি-
ত্যৰ বাবে কৰা সকলোখিনি কামতে নথৈ কৃতিত্ব
আছিল। দুৰ্গাপ্ৰসাদৰ অকাল মৃত্যুয়ে আমাৰ সাহিত্য
ক্ষেত্ৰত এটা ডাঙৰ হুণ্টন। খটাই অসমীয়া সমাজ স্থাৰী
কবিলে। তেওঁৰ আত্মাৰ সন্মতি হওক আৰু তেওঁৰ
নাম আমাৰ দেশত শ্ৰবণিত হৈ থাকুক। তেওঁৰ পৰি-
য়াল বৰ্গক এই বিপদত আমি সমবেদনা জনাইছোঁ।



৩৮৮প্ৰসাদ দত্তৰ সন্মতি।

৩৮৮প্ৰসাদ দত্তৰ সন্মতি।